উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,৩৬৬.১৭ (-৮২৪.২৯)
নিফটি : ২২,৮২৯.১৫ (-২৬৩.০৫)

তৃতীয়বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় সিনারের » ১১

**ব্যান্ড বিতর্ক রাজভবনে**
রাজভবনে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে কলকাতা পুলিশের ব্যান্ডকে দেখতে না পেয়ে উষ্মা প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। পরে তিনি নিজে গিয়ে ব্যান্ড সদস্যদের ভেতরে নিয়ে আসেন। » ৫

**ফের পরীক্ষা?**
এসএসসি'র প্যানেলে থাকা যোগ্য এবং অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আলাদা করার উপায় মেলেনি। বরং উঠেছে ফের পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ২৬° সর্বনিম্ন ১৩° | সর্বোচ্চ ২৬° সর্বনিম্ন ১৩° | সর্বোচ্চ ২৬° সর্বনিম্ন ১৩° | সর্বোচ্চ ২৬° সর্বনিম্ন ১৪° |

শিলিগুড়ি ১৪ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 28 January 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 249

আমার ভাষাটা যেন অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, সুযোগ পেলে রাষ্ট্রপতিকে জানাব।

# ভাষার স্বীকৃতি চান নগেন্দ্র

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধতুল্য। মায়ের দুধের যেমন কোনও বিকল্প নেই, তেমনই মাতৃভাষার সঙ্গেও অন্যকিছুর তুলনা চলে না। সেই মাতৃভাষাতেই রামায়ণ, গীতা, পুরাণ অনুবাদ করে পদ্মশ্রী সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন শিবমন্দিরের আদি বাসিন্দা নগেন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু আক্ষেপ একটাই, যে রাজবংশী ভাষা তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এল, আদতে তার সরকারি স্বীকৃতিই নেই। ভাষাটি জায়গা পায়নি অষ্টম তফশিলেও।

কয়েকদিনের মধ্যেই নয়াদিল্লিতে নগেন্দ্রর হাতে পদ্ম-সম্মান তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ওই সময় নিজের মনের কথা রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরবেন রাজবংশী ভাষায় সাত খণ্ড রামায়ণ অনুবাদ করে নিজের সমাজে 'বাল্মীকি' হয়ে ওঠা নগেন্দ্রনাথ। বলছেন, 'হামার ভাষাখান যাতে অষ্টম তফশিলে যুক্ত হয়, এই আর্টুস রাষ্ট্রপতি জানাম।' অর্থাৎ 'আমার ভাষাটা যেন অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, সুযোগ পেলে রাষ্ট্রপতিকে জানাব।'

গর্বিত পড়শিদের মাঝে নগেন্দ্রনাথ রায়। সোমবার।

গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গ থেকে পদ্ম-সম্মানের জন্য যাঁদের বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই রাজবংশী জনজাতির। এর পেছনে যে সূক্ষ্ম রাজনীতি রয়েছে, সে কথা কবুল করেন বড় বিজেপি নেতারাও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে আনতে কেন্দ্র সেভাবে কোনও উদ্যোগই নেয়নি। যা নিয়েই নতুন করে আক্ষেপ শোনাচ্ছেন নগেন্দ্র।

এরপর দশের পাতায়

**কথায় কথায়**

## স্বদেশি শহিদ নন, ওঁরা ভাড়াটে সৈন্য

**আশিস ঘোষ**

ওঁদের কি শহিদ বলা যাবে? ওঁদের, যাঁরা অন্যের হয়ে অন্য দেশে গিয়ে অচেনা শত্রুদের হাতে মারা গিয়েছেন? এমনিতে আমরা শহিদ বলতে বুঝি নিজের দেশের স্বাধীনতা আনতে যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কিংবা যাঁরা দেশের সীমান্তে দাঁড়িয়ে সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে গিয়ে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের।

আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরও শহিদ রয়েছেন। একসময় কলকাতার ফুটপাথে কাতারে কাতারে শহিদ বেদি নজরে পড়ত। কেউ নকশাল, সিপিএম করতেন, কেউ বা কংগ্রেসি। সত্তর দশকে গুলি-বোমায় তাঁরা গত হয়েছেন। আবার ধরুন, বাস্তারের জঙ্গলে কিংবা জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের হাতে যেসব আধাসেনা প্রাণ দিচ্ছেন, তাঁরা শহিদ। তাঁদের জন্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টি হয়। আবার আধাসেনার হাতে যেসব মাওবাদী মারা যাচ্ছেন শহিদ তাঁরাও, তাঁদের কমরেডদের কাছে। বলতে গেলে এ দেশ শহিদপ্রসবা।

এত ভিন্ন ক্যাটিগোরির শহিদদের লাইনে কোথায় দাঁড় করানো যাবে বিনিল বাবুকে? কেরলের ত্রিচুর জেলার কুট্টানেল্লুরের ৩২ বছরের তরুণ বিনিল। গত সপ্তাহে তাঁর মৃত্যুর খবর এসেছে। কেরল থেকে অনেক দূরের এক যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন হামলায় মারা গিয়েছেন বিনিল। না, নিজের দেশের জন্য নয়, অন্য দেশের হয়ে লড়ছিলেন তিনি। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর একজন ভাড়াটে সৈন্য হয়ে। যে দুই দেশ ভারত থেকে বহু বহু দূরে। মানচিত্র ঘেঁটে খুঁজে বের করতে হয়। কেরলের আরেক তরুণ, ২৭ বছরের জৈন কুরিয়ান মারাত্মক জখম হয়ে এখন মস্কোর হাসপাতালে ভর্তি।

এরপর দশের পাতায়

বালাসনের পাড়ে থিকথিকে ভিড়। রবিবার দুধিয়ার কাছে পানিঘাটায়। ছবি : সূত্রধর

# শহরে পাঁচশো পেডলার

## মাদকে বুঁদ শিলিগুড়ি

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** কয়লা ডিপোর ভেতর ছোট্ট একটা বাড়ি। সেখানেই দুই স্ত্রীকে নিয়ে সংসার মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তির। যদিও সংসার বললে ভুল বলা হবে, কারণ দিনের অধিকাংশ সময়ই তারা পড়ে থাকে রেললাইনের ধারে। সেখানেই কারা যেন আসে বাইকে চেপে।

**তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ এখন বুঁদ ব্রাউন সুগারে। কেন মাদকের কারবার রুখতে পারছে না পুলিশ, সাধারণ মানুষেরই বা ভূমিকা কী, তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।**
**আজ তৃতীয় কিস্তি**
**লিখলেন শমিদীপ দত্ত ও মিঠুন ভট্টাচার্য**

চোখের ইশারায় হয় দরদাম। আর তারপরই ছোট ছোট চকোলেটের আকারে র‍্যাপারে মোড়া কিছু তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে। মুহূর্তের মধ্যে সেলফ স্টার্ট দিয়ে পগারপার হয়ে যায় বাইকচালক।

কয়লা ডিপোর মোড়টায় সেদিন একদল তরুণের জটলা। সন্দেহের চোখ যেন ভালো করে স্ক্যান করে নিতে চাইছিল প্রতিবেদককে। পরে সেখানকারই এক স্থায়ী বাসিন্দা জানালেন, ওই তরুণরাই আসলে 'খবরিলাল'। মাদকের খোঁজে কেউ এসেছে কি না, তা দেখেই বুঝে যায় তারা। পরিচিত খদ্দের বুঝলেই ফোন যায় 'দাদা'র কাছে। আর তারপরই...

শিলিগুড়ি শহরের তিন মাথায় রয়েছে ড্রাগসের তিন কারবারি। তাদের আওতায় রয়েছে কয়লা ডিপোর ওই পরিবার। সূত্রের খবর, মাটিগাড়ার মা-মেয়ের কাছ থেকেই মূলত ড্রাগসের সাপ্লাই আসে তাদের কাছে। এরপর ঝংকার মোড়, খালপাড়া পেরিয়ে সেই ড্রাগ পৌঁছে যায় মহানন্দাপাড়ে।

এরকম আরও কয়েকটি পরিবার রয়েছে গোটা শহরে। একদম তৃণমূল স্তরে মাদক পৌঁছে দেয় এই নেটওয়ার্কই। এই যেমন, কয়লা ডিপোর এই পরিবারের ব্যবসা চলে প্রধাননগর পর্যন্ত, তেমনই ইসকন রোডে আবার দুই এজেন্ট রয়েছে। আশরফনগরেও মূলত তিনটি পরিবার এলাকায় ড্রাগস সাপ্লাইয়ের মাথা হিসেবে পরিচিত। এরা একেবারে শালুগাড়া পর্যন্ত নিজেদের আয়ত্তে রেখেছে। এদের মধ্যে একজন আবার বর্তমানে সংশোধনাগারে। কিন্তু ছেদ পড়েনি ব্যবসায়। পুলিশ যে জানে না তা নয়, কিন্তু সবসময় তাদের ধরা মুশকিল বলেই মন্তব্য করলেন এক পুলিশকর্মী।

এ তো গেল শহরের কথা। শহরতলিতে অবশ্য সাপ্লায়ারের সংখ্যাটা আরও বেশি। আর এক্ষেত্রে সবার প্রথমে নাম উঠে আসে পশ্চিম ধনতলার একটি পরিবারের। বছর কয়েক আগে ওই পরিবারের কয়েকজন চুরি ও মদ বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে প্রায় তিন বছর ধরে পরিবারের সদস্যরা ব্রাউন সুগারের ব্যবসায় হাত পাকিয়েছে।

মজদুরবস্তি এলাকার দুই ভাই রীতিমতো এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। আগে রেলের লোহা চুরি ও শ্রমিকের কাজ করত ওরা।

এরপর দশের পাতায়

## সরকারপন্থী নয়া সংগঠনে বিতর্কিত ডাক্তাররাও

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরবর্তীতে রাজ্যের সিংহভাগ চিকিৎসক প্রতিবাদের রাস্তায় নেমেছিলেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে রাজ্যজুড়ে সরকারবিরোধী হাওয়া ক্রমশ জোরদার হয়েছে। যার জেরে সরকারকে কম বিপাকে পড়তে হয়নি। সেই ঘটনা সামলে ওঠার পরেই এবার সরকারপন্থী চিকিৎসক সংগঠন তৈরি হল। বলা ভালো, তৃণমূলের একেবারে শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে এবং বাছাই করা চিকিৎসকদের নিয়েই এই সংগঠন তৈরি হয়েছে। প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন নামে এই সংগঠনের সভাপতি পদে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে বসানো হয়েছে। তবে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই এগজিকিউটিভ কমিটিতে উত্তরবঙ্গ লবির মাথা হিসাবে পরিচিত জলপাইগুড়ির চিকিৎসক সুশান্ত রায়কে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষায় অনিয়মে অভিযুক্ত তৎকালীন সুপার

**জোর চর্চা**
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ছড়ি ঘোরানোর অভিযোগ ছিল উত্তরবঙ্গ লবির বিরুদ্ধে
- সেই লবির একাংশ চিকিৎসক ঠাঁই পেয়েছেন নতুন সংগঠনে
- অনেকেই বিতর্কিত চিকিৎসকদের নাম দেখে কমিটি থেকে সরতে চাইছেন
- আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদী চিকিৎসকরাও এই কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন

এরপর দশের পাতায়

# যৌন হেনস্তা রুখতে কমিটি নেই চা বাগানে

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** আরজি করে মহিলা চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের ঘটনার পর থেকে রাজ্যে বহু ন্যক্কারজনক ঘটনাই ঘটে গিয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সবাই সোচ্চার হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ চা বাগানে প্রিভেনশন অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট (পস) কমিটি না থাকায় রাজ্য মহিলা কমিশন উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি চা বাগানগুলিতে গিয়ে মহিলা চা শ্রমিকদের নানা সমস্যার কথা শোনার পাশাপাশি এই কমিটি না থাকার বিষয়টি কমিশনের নজরে আসে। রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি একটি রিপোর্টও দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। অন্যদিকে, হাসপাতালগুলিতে মহিলাদের সমস্যা শোনার জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টার করা হলেও মহিলাদের অধিকাংশেরই এবিষয়ে কোনও ধারণা নেই। গোটা বিষয়টি নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরির পাশাপাশি কীভাবে মহিলাদের এ বিষয়ে ঠিকমতো পরামর্শ দেওয়া যায় সে বিষয়ে কমিটি উদ্যোগী হয়েছে।

> মহিলারা যাতে এক জায়গা থেকে নানা সমস্যার সমাধান পান সেজন্য ওয়ান স্টপ সেন্টার কমিটি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মহিলাদের সেভাবে উপস্থিতি দেখাই যাচ্ছে না।
>
> **লীনা গঙ্গোপাধ্যায়**
> *চেয়ারপার্সন, মহিলা কমিশন*

রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যরা সম্প্রতি মেটেলি চা বাগানে গিয়ে সেখানকার পাঁচটি ব্লকের মহিলাদের নিয়ে একটি কর্মশালায় শামিল হন। পস কমিটি সম্পর্কে এই মহিলাদের যে কোনও ধারণাই নেই সেটা এই সূত্রেই রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যরা জানতে পারেন। কমিশনের চেয়ারপার্সন বললেন, 'চা বাগানগুলিতে যে পস কমিটির কোনও অস্তিত্ব নেই আর এ নিয়ে এখানকার মহিলারা যে কিছুই জানেন না তা জেনে অবাক হয়েছি।' পুরো বিষয়টি নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরির পাশাপাশি কীভাবে মহিলাদের এজাতীয় বিষয়গুলি জানানো যায় সে বিষয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের তরফে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কন্যাশ্রীতে যে সমস্ত মেয়েদের মডেল হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরা হয়, তাদের দিয়ে যাতে অন্য মেয়েদের সচেতন করা যায় সে বিষয়টি কমিশনের ভাবনাচিন্তায় রয়েছে।

পাশাপাশি, চা বাগানগুলিতে 'পকসো' এখন তার সংজ্ঞা বদলাচ্ছে বলেও কমিশন মনে করছে। লীনার কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটি মেয়ে স্বেচ্ছায় একটি ছেলের সঙ্গে নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

# দোষীর ফাঁসি আর চাইছে না মৃতার পরিবার

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** নিম্ন আদালতের সাজায় খুশি ছিলেন না আরজি কর মেডিকেলে নির্যাতিতার বাবা-মা। হাইকোর্টে কিন্তু তাঁরা দোষীর মৃত্যুদণ্ডের দাবি থেকে পিছিয়ে এলেন। তাঁদের আইনজীবী শামিম আহমেদ সোমবার হাইকোর্টে বলেন, 'রাজ্য ও সিবিআইয়ের আবেদন নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। তাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য কি না, তা আদালত বিচার করবে। কিন্তু রাজ্য ও সিবিআইয়ের এই মামলায় আমরা সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ সাজা চাই না।'

সঞ্জয় ওই নির্যাতিতার ধর্ষণ-খুনে দোষী সাব্যস্ত। যাকে ফাঁসির বদলে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছিল শিয়ালদা আদালত। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দোষী প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে হাইকোর্টে পৃথকভাবে মামলা করেছে রাজ্য ও সিবিআই। সোমবার সেই দুটি মামলার একসঙ্গে শুনানি ছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে।

কেনও এমন সিদ্ধান্ত নির্যাতিতার পরিবারের? আদালতের বাইরে নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আমরা আর সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই না। আমরা চাই, একা সঞ্জয় নয়, যাঁরা যাঁরা এই ঘটনায় জড়িত, তাঁদের সবাইকে সামনে আনা হোক। সবাইকে চরম শাস্তি দেওয়া হোক।' একই সঙ্গে রাজ্য সরকার ও সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন তিনি।

তাঁর কথায়, 'রাজ্যের পুলিশ আমাদের বিশ্বাস ভেঙেছে। সিবিআইও যে তদন্ত করতে পারেনি, সেটা নিম্ন আদালতে দেখা গিয়েছে। আমার মেয়ের বিচার যাঁরা দিতে পারবেন, তাঁদের ওপর আমরা আস্থা রাখব।' কিন্তু তাঁরা কারা? সেটা স্পষ্ট নয়। নির্যাতিতার বাবা শুধু বলেন, 'আমরা সন্তান হারিয়েছি। হাইকোর্টে কে কী মামলা করেছে, জানি না। সংবাদমাধ্যমে দেখে আমরা এসেছি আদালতে কী হয় তা জানতে।'

নির্যাতিতার পরিবারের

> আমরা আর সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই না। আমরা চাই, একা সঞ্জয় নয়, যাঁরা যাঁরা এই ঘটনায় জড়িত, তাঁদের সবাইকে সামনে আনা হোক। সবাইকে চরম শাস্তি দেওয়া হোক।
>
> **নির্যাতিতার বাবা**

সব অভিযোগ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার বাবার বক্তব্য, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রীই স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পুলিশমন্ত্রীও বটে। নিম্ন আদালতের রায় পড়ে, বুঝে গোটা ঘটনার দায় নিয়ে ওঁর পদত্যাগ করা উচিত।

এরপর দশের পাতায়

# মহানন্দায় চুবিয়ে তুলতেই বদভ্যাসে বদল

কয়েকদিন আগেও যাঁরা নদীর ধারে বসার সাহস পেতেন না, সেখানে এখন দিনভর চলছে আড্ডা, বিশ্রাম। এমনকি পরিবার নিয়েও অনেকে আসছেন। নদীর ধারে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যাচ্ছেন। যুগলদের জন্য 'স্বর্গরাজ্য' হয়ে উঠেছে মহানন্দার চর।

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** কথায় আছে, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকাতে হয়। এই মন্ত্রেই কি বদলে গেল মহানন্দাপাড়ের চেহারা?

সেই সকাল থেকে মহানন্দা নদীর পাড় দিয়ে যাতায়াতের সময় শুধুই চোখে পড়ত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কু-দৃশ্য। শিলিগুড়ির বাসিন্দারা ওই ছবির সঙ্গে বহুদিন ধরেই পরিচিত। এমনকি পর্যটকরাও ওই স্মৃতি নিয়ে শহর ছাড়তেন। শিলিগুড়ির গুরুত্বপূর্ণ নদী, অথচ এত নোংরা? এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খেত তাঁদের মনে।

তবে বর্তমানে সেই 'চেনা' মহানন্দার ছবিটা ধীরে ধীরে বদলেছে। এখন নদীর পাড় দিয়ে গেলে কেমন যেন 'অচেনা' ঠেকবে। সকাল থেকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার দৃশ্যটা হঠাৎ গায়েব। এখন অনেক এলাকায় চোখে পড়বে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুগলের প্রেমালাপ। দু'দণ্ড শান্তিতে বসে রয়েছেন বয়স্করা। শিশুরা খেলা করছে। এই ছবিটাই তো দেখতে চেয়েছিলেন শহরবাসী।

ঠিক কীভাবে বদলে গেল ছবিটা? নেপথ্যে গুরুংবস্তির কয়েকজন তরুণ। কয়েক দশকে যা সম্ভব হয়নি, তা গত কয়েক মাসে করে দেখিয়েছেন তাঁরা। বারবার সচেতনতামূলক প্রচারের পরেও যখন বদভ্যাসে বদল আনা যাচ্ছিল না, তখন নদীর চরে নিয়মিত খেলাধুলো করা ওই তরুণরা নিজেদের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন সুরজ বললেন, 'আমরা সকালে এসে কাউকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দেখলেই তাকে ধরে নদীতে চুবিয়ে তারপর তুলে নিতাম। এরকম বেশ কয়েকদিন করার পর আপনা থেকেই সব বন্ধ হয়ে গেল।'

এখন সেখানে স্থানীয় ক্লাবগুলি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। স্থানীয় একটি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়াও হচ্ছে সেখানে। কয়েকদিন আগেও যাঁরা নদীর ধারে বসার সাহস পেতেন না, সেখানে এখন দিনভর চলছে আড্ডা, বিশ্রাম। এমনকি পরিবার নিয়েও অনেকে আসছেন। নদীর ধারে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যাচ্ছেন। যুগলদের জন্য 'স্বর্গরাজ্য' হয়ে উঠেছে মহানন্দার চর। এছাড়াও শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধি চকের কাছে ওই নদীর ধারে সৌন্দর্যায়নের জন্য বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'মহানন্দার ধারে আমরা সৌন্দর্যায়ন করেছি। আরও বেশকিছু কাজ করব। অনেক গাছ লাগানো হয়েছে। অসামাজিক কাজকর্ম আটকাতে বেশকিছু সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। আরও ক্যামেরা লাগানো হবে।'

দিনেরবেলায় সুস্থ পরিবেশ থাকলেও সন্ধের পর বেশ কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসছে মদের আসর। মহানন্দা তীরবর্তী সমস্ত এলাকাই বদলে গিয়েছে এমনটাও নয়। প্রশ্ন উঠছে, দিনের আলোয় মহানন্দায় এত মানুষ যখন সময়

ক্রিকেটে মজেছে তরুণ প্রজন্ম। মহানন্দার পাড়ে এই ছবিতেই নতুন বিপ্লব। ছবি : তপন দাস

এরপর দশের পাতায়

# বিয়ে ভাঙল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

মন ভালো করা

শান্ত বর্মন

**জটেশ্বর, ২৭ জানুয়ারি :** উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাই আপাতত পাখির চোখ। তাই নিজের উদ্যোগে নিজেরই বিয়ে ভাঙল এক নাবালিকা। ১৮ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে নয়। এই মর্মে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার চলতেই থাকে। তবে বাস্তবে রোজই সামনে আসে নাবালিকাদের বিয়ের ঘটনা। সামনেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার জোর প্রস্তুতির মধ্যেই মেয়ের বিয়ে পাকা করে ফেলেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। পাত্রের আশীর্বাদপর্বও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তখনই সাহস দেখাল পাত্রী স্বয়ং। সিডব্লিউসিতে ফোন করে নিজের বিয়ে রুখল ওই নাবালিকা। বিয়ে নয়, বরং ভালো করে পরীক্ষা দিয়ে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার পথে

**জটেশ্বর**

যাওয়াই লক্ষ্য তার।

রবিবার সিডব্লিউসির হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে বিয়ে বন্ধ করার আর্জি জানায় জটেশ্বরের ওই পরীক্ষার্থী। তার কথামতো মেয়েটির বাড়িতে উপস্থিত হয় জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। নাবালিকা পরীক্ষার্থীকে তারা সিডব্লিউসির আলিপুরদুয়ার কার্যালয়ে নিয়ে যায়। পুলিশের সামনে মেয়েটি জানায়, বিয়ে নয় পরীক্ষা দিতে চায় সে। তার সাহসিকতা এবং মনের জোর দেখে হতবাক হন দুঁদে পুলিশকর্তারাও। পরে তাকে হোমে পাঠানোর নির্দেশ দেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

**সাহসী ছাত্রী**
- পরীক্ষার জোর প্রস্তুতির মধ্যেই মেয়ের বিয়ে পাকা করে ফেলেছিলেন পরিবারের সদস্যরা
- পাত্রের আশীর্বাদপর্বও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল
- তখনই সাহস দেখাল পাত্রী
- সিডব্লিউসিতে ফোন করে নিজের বিয়ে রুখল ওই নাবালিকা

জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয় থেকে এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে ওই ছাত্রী। পুলিশ জানিয়েছে, মাসখানেক আগে ওই পরীক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যরা মিলে পুণ্ডিবাড়ি থানা এলাকার ঢাংটিংগুড়িতে তার বিয়ে ঠিক করেন। সেইমতো হবু জামাইকে আশীর্বাদও করেন তাঁরা। যদিও নাবালিকা পড়ুয়া বিয়েতে বাধা দেয়। পরিবার তাকে আশ্বস্ত করে বলে বিয়ের কথা হলেও বিয়ে দেওয়া হবে পরে।

তবে বাড়ির সকলের কথায় মেয়েটি বুঝতে পারে যে জোর করেই তার বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। নিজের বিয়ে রুখে দেওয়ার এই প্রয়াস নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করল বলেই দাবি সমাজসচেতন মানুষ সহ প্রশাসনিক মহলেরও।

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'এটি একটি বিরল ঘটনা। সমাজের জন্য বড় বার্তা দেওয়ায় তার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।' শিক্ষার প্রতি মেয়েটির আকর্ষণ ও চাহিদা প্রশংসনীয় বলে জানিয়েছেন জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুর করিম। পরিবারের তরফে পড়ুয়ার কাকা অবশ্য বলেন, '১৮ বছর বয়স হলে তবেই ওর বিয়ে হত। ও হয়তো এই বিষয়টি বুঝতে পারেনি। তবে আমরা ওর পড়াশোনার চাহিদা পূরণ করব।'

# জেম স্টোন ফেস্টিভাল

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস বিশ্বের বৃহত্তম এবং বিশ্বস্ত জুয়েলারি সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই সংস্থা তাদের শিলিগুড়ি শোরুমে জেম স্টোন (রত্ন পাথর) ফেস্টিভাল শুরু করেছে। ফ্ল্যাগশিপ জুয়েলারি ক্যাম্পেনের অংশ হিসাবে এ বছর সোনা, হিরে সহ বিভিন্ন রত্ন পাথরের সম্ভার নিয়ে এসেছে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত রত্ন পাথরের গয়নার মেকিং চার্জের ওপর ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবেন ক্রেতারা। এছাড়াও, গ্রাহকরা ন্যূনতম ১০ শতাংশ অগ্রিম প্রদান করে গয়না বুক করতে পারবেন।

ব্রাইড অফ ইন্ডিয়া ফেস্টিভাল অফারের সূচনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান এমপি আহমেদ বলেন, 'ব্রাইডাল জুয়েলারির কালেকশনে কোয়ালিটি কনেদের মুগ্ধ করবে।'

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে তরুণদের নৃত্যানুষ্ঠান। কোচবিহার স্টেডিয়ামে। ছবি : জয়দেব দাস

**KENDRIYA VIDYALAYA GC CRPF SILIGURI**
**Walk-in-interview**
For the Session 2025-26, Kendriya Vidyalaya GC CRPF Siliguri is going to conduct Walk-in-interview for the appointment on purely contractual basis in respective categories : TGT (English & Science), PRT, Computer Instructor, Games Coach & Special Educator on 12.02.2025 in KV GC CRPF Siliguri. Interested and Eligible candidates may appear for the interview from 08.00 A.M. to 08.30 A.M.
For detailed information, see the Vidyalaya website : **www.crpfsiliguri.kvs.ac.in**
**PRINCIPAL**

# স্বাধীনতা সংগ্রামী টিকেন্দ্রজিৎ প্রয়াত

মিঠুন ভট্টাচার্য

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** স্বাধীনতা সংগ্রামী টিকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত। শনিবার রাত ১১টা ২৫ মিনিটে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। কয়েকদিন আগে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শিলিগুড়ি লাগোয়া কাওয়াখালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল। প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগের রাতে চিকিৎসায় সাড়া দেওয়া বন্ধ করেন তিনি। রবিবার সকালে টিকেন্দ্রজিতের মরদেহ শিলিগুড়ির ঘোগোমালির বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার কথা চাউর হতেই পরিজন, প্রতিবেশীদের পাশাপাশি বহু মানুষ প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শ্রদ্ধা জানাতে 'মায়াভিলা'য় আসতে শুরু করেন। আসেন ভারতীয় রেলের প্রাক্তন-বর্তমান কর্মীদের অনেকে। পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্রে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই নেতা পার্থ মৈত্র, দেখা গিয়েছে বাম নেতা অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা কুন্তল গোস্বামীকেও। তবে

টিকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

কোনও জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনিক আধিকারিককে দেখা যায়নি। রবিবার দুপুরে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

চোদ্দো বছর বয়সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় টিকেন্দ্রজিৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। ইংরেজ আমলে জেলের দরজায় বোমা ছুড়ে মেরেছিলেন টিকেন্দ্রজিৎ, তাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন বন্দিরা। সেই কারণে জেলও খাটতে হয়। তবে রেহাই পেয়ে থেমে থাকেননি। বরং দেশসেবায় নিজেকে আরও বেশি করে নিয়োজিত করেন। একসময় সাহচর্য পান মহাত্মা গান্ধির।

পরবর্তীতে ভারতে এসে প্রথমে কলকাতায় এবং পরে শিলিগুড়িতে থাকতে শুরু করেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামী। কয়েক দশক রেলে চাকরি করার পর ১৯৮৩ সালে অবসর নেন তিনি। ১৯৮৮ সালে ভারত সরকারের তরফে তাঁকে তাম্রপত্র দেওয়া হয়। ২০০৮-এ রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে টিকেন্দ্রজিৎকে সম্মান জানানো হয়েছে। চলতি বছরের পয়লা জানুয়ারি শতবর্ষে পা দিয়েছিলেন তিনি। তার কয়েকদিনের মধ্যেই নিভল জীবনদীপ।

**আজ টিভিতে**

চিরসখা রাত ৯.০০ স্টার জলসা

**সিনেমা**

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৭.০০ তুমি এলে তাই, ১০.০০ গুগলি, দুপুর ১.০০ লে হালুয়া লে, বিকেল ৪.০০ কর্তব্য, সন্ধে ৭.৩০ ত্রয়ী, রাত ১০.৩০ খোকা ৪২০, ১.০০ বাপি বাড়ি যা
**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, বিকেল ৪.২০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধে ৭.২৫ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৪০ পাওয়ার
**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.০০ ভালোবাসা, বিকেল ৫.০০ মায়ের আশীর্বাদ, রাত ৯.৩০ আসল নকল, ১২.৩০ দেখ কেমন লাগে
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ নাগপঞ্চমী
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়
**সোনি ম্যাক্স :** দুপুর ১.৪৫ ইয়ে হ্যায় অদা, বিকেল ৪.০০ অব তক ছপ্পন-টু, সন্ধে ৬.১৫ আজব গজব লভ, রাত ৯.০০ আজহার, ১১.৩০ বাদশাহ পহেলওয়ান
**কালার্স সিনেপ্লেক্স :** দুপুর ১.৩০ মঞ্জুলিকা রিটার্নস-টু, ২.৪৪ জন্নি রেড্ডি, সন্ধে ৭.৫৮ সিন্ধুবাঁধ, রাত ৯.৪২ না স্বামী রাঙ্গা
**রমেডি নাউ :** দুপুর ১.০০ অ্যান্ড সো ইট গোজ, ২.৪০ ফর্দিনান্দ, বিকেল ৪.২৫ বিগ মমাস হাউজ-টু, সন্ধে ৬.০০ দ্য সার্কাস, রাত ৯.০০ ফ্লাই মি টু দ্য মুন

লে হালুয়া লে
দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

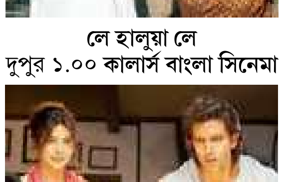

কৃশ-থ্রি
দুপুর ১.১৯ অ্যান্ড পিকচার্স

ডানকির্ক
বিকেল ৪.৪১ সোনি পিক্স

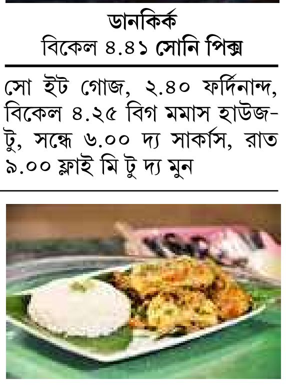

বিনা তেলে সুস্বাদু রান্না **রেড পনির** এবং **তাওয়া ফ্রাই টক রুই** শেখাবেন শিল্পী মৃধা। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

# রোড রেসে প্রথম পাহাড়ের মোহিত

**মেখলিগঞ্জ, ২৭ জানুয়ারি :** মেখলিগঞ্জে পাঁচদিনব্যাপী চলা সুভাষ উৎসবের রোড রেসে প্রথম স্থান অধিকার করলেন দার্জিলিংয়ের মোহিত সুব্বা। সোমবার ওই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এদিন ভোরে চ্যাংরাবান্ধা থেকে মেখলিগঞ্জ পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রোড রেসের আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, মহিলাদের জন্য ছিল বাংলাদেশ মোড় থেকে মেখলিগঞ্জ পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার সূচনা করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। রোড রেসে পুরুষদের বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন মোহিত। কালিম্পংয়ের রিয়াজ ছেত্রী দ্বিতীয় হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পান ধূপগুড়ির দুলু সরকার। পাশাপাশি মহিলাদের দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন দোমোহনির রিঙ্কি সরকার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন জলপাইগুড়ির দিশা শর্মা এবং মেখলিগঞ্জের মালকা বানু। সফলদের হাতে সুভাষ উৎসব কর্তৃপক্ষের তরফে ট্রফি সহ নগদ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার তুলে দিয়ে বিধায়ক বলেন, 'প্রায় দুই দশক সময় ধরে মেখলিগঞ্জে নেতাজি জন্মোৎসব কমিটির তরফে এই রেসের আয়োজন করা হচ্ছে। এর জনপ্রিয়তা এতটাই যে দূরদূরান্ত থেকে প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং পুরস্কার জেতেন।'

# দার্জিলিং মেল বিকল

**ইসলামপুর, ২৭ জানুয়ারি :** যান্ত্রিক সমস্যায় যাত্রাপথে থমকে দাঁড়াল হলদিবাড়ি-শিয়ালদা দার্জিলিং মেল। রবিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ইসলামপুরের আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশন সংলগ্ন শান্তিনগর রেলগেট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। প্রায় এক কিমি পিছিয়ে এনে ট্রেনটিকে স্টেশনে দাঁড় করানো হয়। স্টেশন সূত্রে খবর, ট্রেনটিতে ব্রেকের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রায় দু'ঘণ্টা ওই রেলগেট দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শেষে কিশনগঞ্জ স্টেশন থেকে কর্মীরা এসে ট্রেনটি মেরামত করেন। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ দার্জিলিং মেল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

ঘটনার জেরে যাত্রীদের মধ্যে সাময়িক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন রেলগেট দিয়ে যাতায়াতকারীরাও। রেল পরিষেবায় বিভ্রাট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক অনেকটাই কমিয়ে আনলেও মাঝেমধ্যেই এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

**Notice**
E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **N.I.T. No. :- 21/EO/PS/Phd/2024-25, Dated:- 24/01/2025, Memo No:- 64/EO/PS/Phd, Date:- 24/01/2025. Last date for Submission of Bids- 01/02/2025 upto 4.00 PM.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
**Sd/- Executive Officer**
**Phansidewa Panchayat Samity**

**MANUAL TENDER NOTICE**
Bagha Jatin Vidyapith (H.S) are invites for half finished construction for MDM shed. The details may be obtained from office notice board. Last date of submission 12.02.2025 (During of School hours.)
**Sd/-**
**School Management Committee of Bagha Jatin Vidyapith (H.S)**
**45/14, Bagha Jatin Colony**
**PO. Pradhan Nagar**
**Siliguri-03**

**Notice inviting e-tender**
Online applications for e-tender (eNIT-06/24-25) 2nd call from sl-1 to 9 is invited by U/S from the bidders through www.wbtenders.gov.in. Last date of document download and bid submission is 06/02/2025 at 11.00hrs. Date of Technical Bid openning is 08/02/2025 at 12.00hrs at the office of the U/S. Other details may be seen in the office dring office hours of all working days & in website of www.ddinjpur.nic.in.
**Sd/- Prodhan**
**No.2 Panjul Gram Panchayat**
**P.O.-Fatepur (Hili)**
**Dakshin Dinajpur**

**e-Tender Notice**
**Office of the Executive Officer, Manikchak Panchayat Samity, Malda**
**ABRIDGED COPY OF**
**eN.I.T No.14(e)/MPS/2024-25**
**Dt. 27/01/2025 (Online e-Tender)**
Above mentioned e-Tender for the work of Constructional works are invited by the U/S. Details may be seen in at http://wbtenders.gov.in on dt 28.01.2025 & onwards & all other details will be available from Notice board of the U/S.
**Sd/-**
**Executive Officer**
**Manikchak Panchayat Samity, Malda**

**হাইড্রেন্ট লাইনের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৬, তারিখ : ২৩-০১-২০২৫। টেন্ডার নং.: এম-টিএসকে-২০২৫-০৬। কাজের নাম : দুই (০২) বছর সময়ের জন্য ডিব্রুগড়, নিউ তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া, লিডু ও নর্থ লখিমপুরে হাইড্রেন্ট লাইনের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ হারিয়ে যাওয়া/ত্রুটিযুক্ত সামগ্রীর মেরামতি ও প্রতিস্থাপন। কাজের স্থান: ডিব্রুগড়, নিউ তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া, লিডু, নর্থ লখিমপুর। টেন্ডার মূল্য: ২৭,৭৮,৭০০ টাকা। বায়নার মূল্য: ৫৫,৬০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়: ১৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ১৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০২ তারিখ: ০৬-১১-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-২**
টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/বিএইচপিএমএস/২০২৪/১৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-২ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**Notice INVITING e-TENDER (1st call)**
The undersigned invites Tender vide NIT No- 308/KMD dated 22.01.2025 for various types of civil works. Date of Documents download 24.01.2025 at 5pm. to 01.02.2025 Up to 5 pm.
Bid submission closing date (online ) 01.02 .2025 at 5 pm.
Bid opening date for Technical proposal (online) 04.02.2025 at 3 pm. Bid opening date for financial proposal (online) to be notified letter. Or any other day specified by the undersigned .
**Sd/-**
**Block development officer kushmandi, Dakshin Dinajpur.**

**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৮০৩৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৮০৭৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৬৭৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯০০৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯০১৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

**কর্মখালি**
শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস এর কাজ করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/-। ইনসেন্টিভ, কমিশন এক্সট্রা। কাজের সময় সকাল ৮-৩০ থেকে ২টা। Ph-8250106017. (C/114390)

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে QR কোড ইনস্টল করার জন্য Male/Female প্রয়োজন। বেতন-12000+. (M) 7908446469. (C/114391)

**Tender Notice**
Prodhan Bagichapur Gram Panchayat are invited e-Tender vide memo no- 153/BAGI/2025 & 154/BAGI/2025 date-24/01/2025 under 15TH FC fund. All documents can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in and office notice board. The last date of submission of online bid 01/02/2025 up to 12:00 Hrs.
Sd/
Prodhan
Bagichapur Gram Panchayat

**অটোমেটিক ব্লক হাটে ডিজিটাল লকের ব্যবস্থা করা**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এন-২০২৪-কে-৩৩, তারিখ: ২৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের আমবাড়ি ফালাকাটা-আলুয়াবাড়ি রোডের মধ্যে অটোমেটিক ব্লক হাটে ডিজিটাল লকের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ২২,৩৭,৭৫২ টাকা; বায়নার মূল্য ৪৪,৮০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ১৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**কিডনি চাই**
'B'+/'O'+ কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন। 7098418685/7602202440. (C/113692)

**কর্মখালি**
Anandaloke Sonoscan শিলিগুড়ির জন্য Ward Boy প্রয়োজন। বেতন - 8000/- Call -8116610703. (C/114388)

Wanted a Biology Teacher (B.Ed/D.El.Ed) for a Bengali Medium Secondary School. Preferably a resident of Siliguri. Apply within 7 days. Mail : pathbhavanmission@gmail.com (C/114581)

**অ্যাফিডেভিট**
পাসপোর্টে ভুলবশত আমার ও আমার স্ত্রীর নাম মুদ্রিত হয়েছে Mohammad Tariqul Rahaman ও Laily Parvin. গত 20.01.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার স্বামী-স্ত্রী দুজনে যথাক্রমে আমাদের আসল নাম Tariqul Rahaman ও Parvin Khatun নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Tariqul Rahaman ও Mohammad Tariqul Rahaman এবং Parvin Khatun ও Laily Parvin আমাদের দুজনেরই নাম। - Tariqul Rahaman. (S/N)

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি**
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ঘরের বাইরে (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল) নীতির অধীনে বিজ্ঞাপনের লটের ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ই নিলাম ক্যাটালগ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। নিলাম ক্যাটালগ নং. : এডিভিটি-মালদা-২০২৫। নিলাম শুরু তারিখ : ০৫.০২.২০২৫
**মালদা ডিভিসনে ঘরের বাইরে (ওওএইচ) বিজ্ঞাপনী প্রচারের ই-নিলাম**
এসইকিউ. নং.; লট নং/বিভাগ; স্টেশন নিম্নোক্ত মতো হবে : এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৩-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৮০-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১; ভাগলপুর। এএ/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭১-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৬; এডিভিটি- এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৬৯-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৭; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৭৭-২৩-১; ভাগলপুর।
**মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল) বিজ্ঞাপনী প্রচারের ই-নিলাম**
এসইকিউ. নং.; লট নং/বিভাগ; স্টেশন নিম্নোক্ত মতো হবে : এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি- ওএসডি-১৬১-২৩-১; মালদা টাউন। এবি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-১৯০-২৩-১; মালদা টাউন। এবি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি - ওএসডি-১৯১-২৩-১; ভাগলপুর।
**মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল) বিজ্ঞাপনী প্রচারের ই-নিলাম**
এসইকিউ. নং.; লট নং/বিভাগ; স্টেশন নিম্নোক্ত মতো হবে : এসি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/২; এডিভিটি- এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬২-২৩-১; জামালপুর। এসি/৩; এডিভিটি- এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৪; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১; ভাগলপুর। এসি/৫; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১; ভাগলপুর। এসি/৬; এডিভিটি- এমএলডিটি- এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৭; এডিভিটি- এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৮; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৯; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১; ভাগলপুর। এসি/১০; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১; ভাগলপুর। এসি/১১; এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬৩-২৩-১; জামালপুর। এসি/১২; এডিভিটি-এমএলডিটি- এনএফকে-ওএসএন-২১৯-২৫-১; নিউ ফারাক্কা। এসি/১৩; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/১৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২-১; ভাগলপুর। এসি/১৫; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/১৬; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/১৭; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৫-২২-১; ভাগলপুর। এসি/১৮; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১; ভাগলপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-203/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**মিশ্রিত কাজ**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/জিএসইউ/০১ অব ২০২৫, তারিখ: ২৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: মিশ্রিত কাজ (সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল এবং সিগন্যাল ও টেলিকম), যার মধ্যে রয়েছে (ক) নিউ জলপাইগুড়িতে - কোচিং কমপ্লেক্স/নিউ জলপাইগুড়িতে শক্তি সাশ্রয়ী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের জন্য পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের আপগ্রেডেশন/উন্নয়ন। (খ) শিলিগুড়ি জং.-এ ২৫০টি জিই লোকোর (ডব্লিউডিজি৪জি/ডব্লিউডিজি৬জি) হোমিংয়ের জন্য জিই লোকো শেডের পরিকাঠামো নির্মাণ। (গ) নিউ জলপাইগুড়িতে -উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের নিউ জলপাইগুড়িতে নেক্সট জেনারেশন পণ্য রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা। টেন্ডার মূল্য: ২,৫১,২৯,৮৭,৪৬২.৪১ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১,০০,০০,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার (গতি শক্তি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

**আজকের দিনটি**

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ :** অনেকদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ আজ হবে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। **বৃষ :** প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে। পেটের রোগে সমস্যায়। **মিথুন :** ব্যক্তিগত কাজে দূরে যেতে হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। **কর্কট :** শরীর নিয়ে অযথা উৎকণ্ঠা। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **সিংহ :** দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। **কন্যা :** রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হবে। ছেলের পরীক্ষায় সাফল্যে খুশি। **তুলা :** খুব পরিচিত লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। মায়ের জন্যে চিন্তা। **বৃশ্চিক :** স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দলাভ। **ধনু :** মায়ের পরামর্শে সংসারের ঝামেলা মিটিয়ে যাওয়ায় স্বস্তি। কোমর ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। **মকর :** অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে সমস্যায়। বিদেশে পাঠরত ছেলের জন্যে অর্থব্যয়। **কুম্ভ :** ভাইয়ের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতভেদ। রাজনীতি থেকে সমস্যা আসতে পারে। **মীন :** ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ মঞ্জুর হবে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মনোমালিন্য।

**দিনপঞ্জি**

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ৮ মাঘ, ২৮ জানুয়ারি ২০২৫, ১৪ মাঘ, সংবৎ ১৪ মাঘ বদি, ২৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।১৭। মঙ্গলবার, চতুর্দশী রাত্রি ৭।৩১। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৯।১। বজ্রযোগ রাত্রি ১২।৪১। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৩৭ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৭।৩১ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৯।১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।৩ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৯।১ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৭।৩১ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭।৪৬ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫৬ গতে ৮।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার নিশিপালন। রাত্রি ৭।৩১ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। অমৃতযোগ- দিবা ৮।২৫ গতে ১০।৪১ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।২৮ মধ্যে ও ৩।১৩ গতে ৪।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২০ মধ্যে ও ৮।৫২ গতে ১১।২৪ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৩।৩৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## কুয়াশাঘেরা শীতের সকাল

*ইসলামপুর স্টেট ফার্ম কলোনি মোড়ে রাজু দাসের ক্যামেরায়। সোমবার সকালে।*

# নিরাপত্তা সপ্তাহের শুরুতেই দুর্ঘটনা

## ডিসিপি ট্রাফিককে স্মারকলিপি হিন্দু মহামঞ্চের

**উত্তরবঙ্গ ব্যুরো**

**২৭ জানুয়ারি :** সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে 'নিরাপত্তা সপ্তাহ'। আর এই সেফটি উইকের প্রথম দিন থেকেই দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ি ও ইসলামপুরের মানুষ। এদিন সকালে শিলিগুড়ির আইটিআই মোড়ে সিকিম নম্বরের একটি গাড়ি হঠাৎ করে ইউটার্ন নিলে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। গুরুতর আহত হন গাড়ির চালক অভিমন্যু রাওয়াত। ঘটনায় আহত হন রামু রায় নামে এক বাসযাত্রীও। ভক্তিনগর থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও সিকিম নম্বরের গাড়িটি আটক করেছে।

ইসলামপুর বাইপাসে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন এক বাইকচালক। আহত রিয়াজুল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার পর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অবরোধের জেরে একঘণ্টারও বেশি যান চলাচল ব্যাহত থাকে ওই রাস্তায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অবরোধকারীরা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুলিশ বালি-পাথরের লরি থেকে টাকা তুলতে ব্যস্ত। তাঁদের আরও অভিযোগ, এদিনও দুর্ঘটনার পর পুলিশ ঘাতক গাড়িটি ধরতে সক্রিয়তা দেখায়নি। সম্প্রতি ওই এলাকাতেই এক স্কুলছাত্রী লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়। সে সময়ও স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি (ট্রাফিক) উদয় তামাং পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। সঙ্গে ঘোড়ামারা এলাকার ট্রাফিক পরিকাঠামোর ঠিক করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন।

> শিলিগুড়িতে বাইরের নম্বরের প্রচুর গাড়ি আসে। সেই গাড়িচালকদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করা হবে।
>
> **বিশ্বচাঁদ ঠাকুর**
> *ডিসিপি (ট্রাফিক), শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট*

অন্যদিকে, এদিনই বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন সময় পথ দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে পুলিশি নজরদারির অভাবে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক)-এর দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেয়। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, 'আমাদের মূল বক্তব্য ছিল, শুধু চালান নয়- সুরক্ষা চাই। সেক্ষেত্রে ফুটব্রিজ, পার্কিং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সেই দাবিটাই তুলে ধরেছি।' বিষয়টি নিয়ে ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'স্মারকলিপিতে যে দাবিগুলো বলা হয়েছে, সেগুলো সবকিছুই আমরা করেছি ও করছি।'

এদিকে, এদিন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিলিগুড়ি এআরটিও। সেখানে শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'চালকের পাশাপাশি পথচলতি সকলে সচেতন হলেই একমাত্র পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার কমানো যাবে।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের তরফে সোমবার পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের সূচনা করা হয়। এদিন সকালে বাগডোগরা বিহার মোড়ে ট্রাফিক পার্ক থেকে একটি র‍্যালি বাগডোগরা এশিয়ান হাইওয়ে পরিক্রমা করে। বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও যানবাহনচালকদের সচেতন করা হয়।

# মাধ্যমিকে ভরসা প্রাইমারি শিক্ষকরা

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ২৭ জানুয়ারি :** চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে নজরদারির জন্য এবারও ভরসা স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ব্লকে এবার মোট পরীক্ষার্থী ৪২৭৬ জন। মোট পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ১১টি। পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী ৪০ জন পরীক্ষার্থী পিছু দুজন শিক্ষক নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন। সেই অনুপাতে অধিকাংশ পরীক্ষাকেন্দ্রে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। সে কারণে ব্লকে ১১২ জন শিক্ষককে নজরদারির জন্য বাইরে থেকে নেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে কালীগঞ্জ হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রে ২২ জন, দাসপাড়া হাইস্কুলে ২২ জন ও বাচ্চামুন্সি গার্লস হাইস্কুলে ২৪ জন পরিদর্শক চাওয়া হয়েছে।

মহম্মদবক্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার সরকার বলেন, 'আমাদের স্কুলে পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিদর্শকের অভাব রয়েছে। সেজন্য ১৪ জন অতিরিক্ত শিক্ষক চাওয়া হয়েছে।'

**পরিসংখ্যান**

- চোপড়া ব্লকের ১১টি কেন্দ্রে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে ৪২৭৬ জন
- ৪০ জন পরীক্ষার্থী পিছু দুজন শিক্ষক নজরদারির দায়িত্বে থাকার কথা
- সেইমতো নজরদারিতে ১১২ জন শিক্ষক কম রয়েছেন এই ব্লকে

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতি এডুকেশন অফিসার (এসইও) তথা মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্লক ইনচার্জ মহম্মদ আসিফের বক্তব্য, '১১টি পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ৭টিতে ১১২ জন পরিদর্শক সংকটের বিষয়টি সামনে এসেছে। পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলি থেকে শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে গতবারের মতো এবারও প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের নজরদারির জন্য নেওয়া হবে।'

চোপড়া নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক ফারুক মণ্ডল (প্রাইমারি) বললেন, 'কয়েকটি প্রাইমারি স্কুলের ন্যূনতম স্নাতক উত্তীর্ণ স্থায়ী শিক্ষকদের পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হবে।' এদিকে চোপড়া সার্কেলের পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার জানালেন, ইতিমধ্যে পরিদর্শকের ব্যাপারে বিভিন্ন হাইস্কুল ও জুনিয়ার হাইস্কুলের পাশাপাশি প্রাইমারি শিক্ষকদের নিয়ে তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

# বেসরকারি ল্যাবে প্রশ্ন

## জেনেও নীরব স্বাস্থ্য দপ্তর

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি এবং চিকিৎসকদের চেম্বারের ছড়াছড়ি। মেডিকেলে প্রবেশের ১-২ নম্বর গেটের মাঝে নতুন নতুন ল্যাব এবং চিকিৎসকদের চেম্বার গজিয়েও উঠছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, অধিকাংশেরই বৈধ লাইসেন্স নেই। একাধিক ল্যাব লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করেনি। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ। মেডিকেলের চিকিৎসকদের একাংশের স্বীকারোক্তি, এখানকার চিকিৎসকদের একটা অংশ ওই প্রাইভেট চেম্বার এবং ল্যাবের সঙ্গে যুক্ত। মেডিকেলে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা ওই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে বসছেন। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেছেন, 'দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কিন্তু আস্থা রাখতে পারছেন না স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, বেআইনি ল্যাব এবং চিকিৎসকদের চেম্বার নিয়ে আগেও স্বাস্থ্য দপ্তরে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু পদক্ষেপই হয়নি।

মেডিকেলে গড়হাজির বা কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু সিনিয়ার চিকিৎসকরা কীভাবে মেডিকেলের ঢিল ছোড়া দূরত্বে রোগী দেখছেন বা ল্যাবের সঙ্গে যুক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মেডিকেলের চিকিৎসক নির্ভর অন্তত ১০-১২টি চেম্বার রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, ওষুধের দোকানে অথবা অন্য কোথাও চিকিৎসকদের চেম্বার করতে হলে পলিক্লিনিক অ্যাক্টে স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি নিতে হয়। একটি চেম্বার তৈরির জন্য সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা, পানীয় জল, বৈদ্যুতিন পাখার ব্যবস্থা সহ কিছু নিয়ম মানতে হয়। কিন্তু এখানকার এক একটি চেম্বার যেন পায়রার খুপরি। অভিযোগ, বহুদিন ধরে এভাবে এই চেম্বারগুলি চলছে।

জানা গিয়েছে, মেডিকেলে বহির্বিভাগে রোগী দেখার ভার জুনিয়ারদের হাতে দিয়ে অনেক সিনিয়ার ডাক্তারই প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখছেন। সেখানে ৫০০-১০০০ টাকা পর্যন্ত ভিজিট নিচ্ছেন। শুধু চেম্বারই নয়, মেডিকেল পার্শ্ববর্তী সুশ্রুতনগর, কাওয়াখালি এলাকায় প্রচুর ল্যাব তৈরি হয়েছে। অধিকাংশেরই পরিকাঠামো এবং বৈধ নথিপত্র নেই। কোন প্যাথোলজিস্ট এখানে যুক্ত, ল্যাবে প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র রয়েছে কি না. কোনও দিনই স্বাস্থ্য দপ্তর খতিয়ে দেখেনি। অভিযোগ, শিলিগুড়ির অনেক বড় বড় ল্যাবরেটরি এখানে কালেকশন সেন্টার খুলেছে। তাদেরও মেডিকেলে কমিশনের ভিত্তিতে দালাল রয়েছে। মেডিকেলের রোগীদের দালাল মারফত ল্যাবগুলিতে টেনে আনা হচ্ছে বলে অভিযোগ। নমুনা সংগ্রহের পর তা সংরক্ষণের সঠিক নিয়ম মানা হচ্ছে না। ফলে পরবর্তীতে অনেক রোগীর চিকিৎসায় সমস্যা হচ্ছে। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'মেডিকেলের রোগীরা যাতে এখানেই সমস্ত পরীক্ষা করান, সেই কথা বারবার বলা হয়েছে। তার পরেও কেউ হয়তো দালালদের খপ্পরে পড়ে বাইরে যাচ্ছেন। এটা বন্ধ করতে হবে।' সুশ্রুতনগর নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক দিবাকর সরকার বলেন, 'এখানে বেআইনিভাবে অনেক ল্যাব, চিকিৎসকদের চেম্বার চলছে। এর আগেও স্বাস্থ্য দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ হয়নি।'

**কী অভিযোগ**

- মেডিকেলের ঢিল ছোড়া দূরত্বে বেআইনি ল্যাব ও চেম্বার
- ওই ল্যাব-চেম্বারের সঙ্গে যুক্ত মেডিকেলের চিকিৎসকরা
- সিনিয়াররা না থাকায় বহির্বিভাগ সামলাচ্ছেন জুনিয়াররা
- অভিযোগ পেয়েও পদক্ষেপ করছে না স্বাস্থ্য দপ্তর

# জলপ্রকল্পের কাজ বন্ধে উত্তেজনা

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** জলপ্রকল্পের কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উত্তেজনা ছড়াল ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইকেল মধুসূদন কলোনিতে। জানা গিয়েছে, প্রায় এক বছর ধরে কলোনির মাঠে চলছিল প্রকল্পটির কাজ। কিন্তু সোমবার বিকেলে হঠাৎই ঠিকাদারি সংস্থা সমস্ত মালপত্র নিয়ে চলে যায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই কলোনির মাঠে আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় বিশ্বাস, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য কিশোর মণ্ডল। কিশোরের বক্তব্য, 'জানি না কী কারণে মালপত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে বিষয়টি জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের দপ্তরে জানিয়েছি।' ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন সঞ্জয়ও।

সূত্রের খবর, জমিজটের কারণে ঠিকাদারি সংস্থা এই এলাকায় কাজ করতে চাইছে না। যে কারণে মাসখানেক আগে ঘটনাস্থল থেকে একটি গাড়িতে কিছু মালপত্র নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন ব্যবহার করা হয় তিনটি গাড়ি। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছিল রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর।

## প্রচারে প্রশাসন

**বাগডোগরা, ২৭ জানুয়ারি :** দুয়ারে সরকার শিবিরে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে যুক্ত করার জন্য অভিনবভাবে প্রচার শুরু করল মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন।

সোমবার 'হ্যাপি স্ট্রিট' নামে এই প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে দুয়ারে সরকারে যেসব প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায় সেই প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় মাটিগাড়া ব্লক অফিস চত্বরে। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'সাধারণ মানুষ যাতে শিবিরে এসে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা নেন তার জন্য এই প্রচারাভিযান করা হচ্ছে।'

## শিবির

**চোপড়া, ২৭ জানুয়ারি :** চোপড়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তুলসী বিওপির উদ্যোগে সোমবার সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আলোচনা সভা ছাড়াও বিএসএফের তরফে স্থানীয় একাধিক ক্লাবকে খেলার সরঞ্জাম দেওয়া হয়।

# গুলিবিদ্ধ পুলিশকর্মীকে কলকাতায় স্থানান্তর

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** রক্তে কমছে হিমোগ্লোবিন আর অক্সিজেনের মাত্রা। এই পরিস্থিতিতে সোমবার নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন পুলিশকর্তারা। অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে কলকাতায় পাঠানো হল পাঞ্জিপাড়ায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম দেবেন বৈশ্যকে। তাঁর শারিরীক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এদিন দুপুরেই নার্সিংহোমে আসেন নর্থবেঙ্গল আইজি রাজেশ যাদব। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। প্রথমে তাঁরা পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপর ওই পুলিশকর্মীর চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে একঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কথা বলেন।

পুলিশ সূত্রে খবর মিলেছে, দেবেনের পরিবারের সদস্যরা চাইছিলেন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। সেইমতো যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দেন কর্তারা। যদিও এব্যাপারে নর্থবেঙ্গল আইজি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

১৫ জানুয়ারি পাঞ্জিপাড়ায় দুই পুলিশকর্মীর ওপর গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। দুই পুলিশকর্মী দেবেন বৈশ্য ও নীলকান্ত সরকার আহত হন সেদিন। তড়িঘড়ি তাঁদের আনা হয় শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল দুজনের। এরমধ্যে বাংলাদেশ পালানোর সময় পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমের। এরপর নীলকান্তও সুস্থ হয়ে নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পান। তবে দেবেনের শারীরিক সমস্যা আরও বাড়ে।

> দেবেন এখন ভালো রয়েছেন। তবে আরও ভালোর জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছি।
>
> **সি সুধাকর,** *কমিশনার*
> *শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

সূত্র মারফত পাওয়া খবর বলছে, রক্তে হিমোগ্লোবিন ও অক্সিজেনের মাত্রা ফ্লাকচুয়েট করতে শুরু করে। তাই দেবেনের আরও ভালো চিকিৎসার জন্য পরিবারের সদস্যদের তরফে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এদিন সাড়ে বারোটা নাগাদ নর্থবেঙ্গল আইজি ও শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার নার্সিংহোমে পৌঁছান। চিকিৎসক এবং নার্সিংহোমের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক চলে ঘণ্টাখানেক। শেষে বাইরে এসে যা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সেই কথা জখমের পরিবারকে জানান আইজি। এসব নিয়ে পরিবারের সদস্যরাও বিশেষ কিছু বলতে চাননি। এক সদস্য শুধু ধোঁয়াশা বজায় রাখলেন, 'এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

# সোনার বিস্কুট সহ ধৃত

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** বাংলাদেশ থেকে এদেশে সোনা এনে পাচারের আগে সোনার বিস্কুট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা। ধৃত মাতিয়ার মিয়াঁ কোচবিহারের চৌধুরীহাটের বাসিন্দা। শনিবার দুপুরে হুসলুরডাঙ্গা টোল প্লাজার কাছ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তের কাছ থেকে মোট ছয়টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার মোট ওজন ৬৯৬ গ্রাম। সোনার বিস্কুটগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য ৫৬ লক্ষ ৯ হাজার ৭৬০ টাকা। রবিবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। যদিও বিচারক ধৃতকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে এই ঘটনায় জড়িত আরও একজনের নাম জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আইনজীবী রতন বণিক বলেন, 'অভিযুক্তকে আদালত জামিন দিলেও তাকে এক লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দিতে হবে। পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে হাজিরা দিতে হবে। সোনার বিস্কুটের মধ্যে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস-এর মার্কিং রয়েছে। তাছাড়া, বিদেশি সংস্থা এআরজি মার্কিং রয়েছে। তাছাড়া ওই সোনার সমর্থনে ধৃত ব্যক্তি কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।'

জানা গিয়েছে, কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে সোনা এনে পাচার করা হবে বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর আসে। পাশাপাশি ওই সোনা সড়কপথে শিলিগুড়ি হয়ে অন্যত্র পাচার করা হবে বলেও গোয়েন্দারা জানতে পারেন। এরপরই ধূপগুড়ি সংলগ্ন হুসলুরডাঙ্গা টোল প্লাজা এলাকায় ফাঁদ পাতা হয়। সেখানে একটি বেসরকারি বাস আসতেই গোয়েন্দারা সেটি থামিয়ে তল্লাশি চালান। এরপরই ছয়টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

# তরুণীকে আঘাত পালটা আগুন বাইকে

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক আচরণ বহিরাগতদের আর তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ করায় স্থানীয় এক তরুণীকে হেলমেট দিয়ে মারার অভিযোগ। এমনকি তাঁর গায়ে হাত তোলা হয়েছে বলেও দাবি ওই তরুণীর। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পালটা হামলা চালালেন স্থানীয় মানুষ।

মদ্যপদের বাইকে আগুন এবং গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি তাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঢিল মেরে গাড়ির কাচ ভেঙে ফেলা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার সন্ধ্যা থেকে উত্তপ্ত রইল তরিবাড়ি।

পরে ভক্তিনগর থানার পুলিশ গিয়ে মদ্যপদের উদ্ধার করে। পুড়ে যাওয়া বাইক, ভাঙচুর হওয়া গাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। দু'পক্ষের তরফেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তার তরিবাড়ির দুই বাসিন্দা। ধৃতদের নাম, বিনোদ ছেত্রী ও দীপক ছেত্রী। তাদের এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

*পুড়ে যাওয়া বাইক উদ্ধার। তরিবাড়িতে রবিবার রাতে।*

রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে তরিবাড়ির বৌদ্ধ গুম্ফা সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গাড়ি ও বাইক নিয়ে শালুগাড়ার পাঁচ তরুণ তরিবাড়িতে যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওরা রাস্তার ওপর মদ্যপানের পর অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। একসময় স্থানীয় এক তরুণী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের সরে যেতে বলেন। যদিও তরুণরা সেই কথা কানে না তুলে অশালীন আচরণ শুরু করে বলে তাঁর দাবি। হেলমেট দিয়েও মারা হয় তাঁকে। খবর পেয়ে বেরিয়ে আসেন আশপাশের বাসিন্দারা। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে উত্তাপ।

অভিযুক্ত তরুণদের বেধড়ক মারধর শুরু করে এলাকাবাসীদের একাংশ। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় তাদের বাইকে। ঢিল মেরে ভাঙা হয় গাড়ির কাচ। সেই ঝামেলার খবর পেয়ে, ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এলাকায় পৌঁছায়। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এদিকে, আগুনে বাইকটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। চার তরুণকে আনা হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। সেখানে তাদের চিকিৎসার পর রাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তীতে তরুণরা ভক্তিনগর থানায় তাদের ওপর আক্রমণ এবং বাইক পুড়িয়ে দেওয়া, গাড়ি ভাঙচুরের কথা উল্লেখ করে কুড়িজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। রাতে পুলিশ গ্রামের দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে, তরিবাড়ির তরুণীর পরিবারের তরফে সোমবার শালুগারার পাঁচ তরুণের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ দায়ের করা হয়। নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য এলাকায় পিকেটিং বসানো হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপরূপ।। মেখলিগঞ্জে তিস্তার ছবি হলদিবাড়ির পূর্ণেন্দু রায়ের ক্যামেরায়।

# ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলেই

**খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ২৭ জানুয়ারি :** মহানন্দা অভয়ারণ্য লাগোয়া প্রথম এক কিলোমিটার সংরক্ষিত এবং পরবর্তী চার কিলোমিটার নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। কিন্তু চা মালিকদের আপত্তির জেরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ফলে মহানন্দা, বালাসনের ঘাটের লিজ কী হবে, তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। অসহায় অবস্থায় নদীঘাটের শ্রমিকরা। পুলিশ-প্রশাসনের নজর এড়িয়ে প্রায় প্রতিদিনই নদী থেকে চুরি যাচ্ছে বালি-পাথর। এমন অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ছেন শ্রমিকরা। সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি কবে, প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। ২১ জানুয়ারি এই সংক্রান্ত একটি বৈঠক পুরনিগমে হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। ফলে ইকো সেনসিটিভ জোন নির্ধারণ ঝুলেই। এ ব্যাপারে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে মেসেজ করতে বলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ডাঃ প্রীতি গোয়েল। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে মেসেজের উত্তর পাওয়া যায়নি।

মহানন্দা অভয়ারণ্য লাগোয়া পাঁচ কিলোমিটার এলাকাকে ইকো সেনসিটিভ জোন ঘোষণার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রক। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বৈঠকের পর বৈঠক হলেও মহানন্দা অভয়ারণ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঝুলেই রয়েছে।

## অসহায় নদীঘাটের শ্রমিকরা

কেন মহানন্দা অভয়ারণ্য লাগোয়া এলাকাকে ইকো সেনসিটিভ জোন গড়ে তোলার ভাবনা, ২০২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কার্যকর করা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করেছিল মন্ত্রক। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার ১৬১.১৭ বর্গকিলোমিটার এলাকায় হাতিদের অসংখ্য করিডর রয়েছে। অভয়ারণ্যে রয়েছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণ।

মন্ত্রকের তরফে ইকো সেনসিটিভ জোন হিসেবে চিহ্নিত পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে শালুগাড়া, কলাবাড়ি, চম্পাসারিছাট, উত্তর পলাশ, গুলমাখাড়ি, কড়াইবাড়ি, শিসাবাড়ি, বড় আদলপুর, লিম্বুবস্তি, দেবীডাঙ্গা, অদম সিং নগর, উত্তরায়ণ, দাগাপুর, বারোঘরিয়া, গৌচর মৌজা, ঘোকলাজোত, পাথরঘাটা, ঢাকুলিয়া, বানিয়াখাড়ি, গুড়িয়া, বাটালিগুড়ি, চামটা, পঞ্চনই, মোহরগাঁও-গুলমা, ফুলবাড়ি পত্তনের ছাট, সিমরিং চা বাগান, তিনধারিয়া, খেলাঘর, শিমুলবাড়ি, রোহিণী, সেলিমহিল, লিজেপুর, গয়াবাড়ি, এলেনবাড়ি, মহলদিরাম চা বাগান, খাপরাইল, বামনপুখরি, লামাগুম্বা, টোটগাঁও রয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ কিলোমিটার ইকো সেনসিটিভ জোন হলে ভবিষ্যতে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা যাবে না। করা যাবে না আর্থমুভার ব্যবহার। এছাড়াও দূষণ হয় এমন কারখানা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ইটভাটা, বাণিজ্যিক ভবন, রিসর্ট, হোটেল, ক্র্যাশার, বিদ্যুতের টাওয়ার করা যাবে না। কিন্তু এই এলাকাগুলিতে প্রচুর টাকা লগ্নি হয়ে রয়েছে। এ কারণেই কি সিদ্ধান্ত আটকে, উঠছে প্রশ্ন।

## মাটিগাড়ার পতিরামজোত নীচু শিশু শিক্ষালয়

# চাদরে বসে লেখাপড়া, শিক্ষকের অভাব

**মাম্পী চৌধুরী**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** হাতেখড়ির পর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা রাখে কচিকাঁচারা। বাবা-মায়েরা স্বপ্ন দেখেন, সন্তান ভালোমতো পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। স্কুলটাই ভবিষ্যতের ভিত গড়ে দেয়। সরকার ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের ওপর বহু মানুষ নির্ভর করেন। অনেকে আর্থিকভাবে সচ্ছল হলেও বেছে নেন বাংলামাধ্যমের সরকারি স্কুল। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের যদি শোচনীয় দশা হয়, তাহলে সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে কীভাবে?

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় পতিরামজোতের কলাবস্তিতে অবস্থিত পতিরামজোত নীচু শিশু শিক্ষালয়। মাত্র দুজন শিক্ষিকা, চম্পা মল্লিক আর শান্তা মণ্ডল সরকার সামলাচ্ছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে প্রচুর সমস্যা হচ্ছে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন চলে সেখানে। তবে এই চারটে ক্লাসের জন্য রয়েছে দুটো ঘর।

এবার ঢোকা যাক ক্লাসরুমের ভেতরে। সেখানে নেই কোনও বেঞ্চ। শিক্ষিকাদের জন্য রয়েছে একটি করে চেয়ার আর টেবিল। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মেঝেতে চাদর বা কম্বল পেতে বসে লেখাপড়া করে। ঠান্ডায় তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে বহু শিশু। বর্ষা রায় নামে এক পড়ুয়ার কথায়, 'আমরা মেঝেতে বসে পড়ছি। এভাবে ঠান্ডায় ভীষণ কষ্ট হয়। মিড-ডে মিলও খেতে হচ্ছে নীচে বসে।' একই কথা রিয়া মণ্ডল, জয় বর্মনদের।

*মেঝেতে বসে মিড-ডে মিল খাচ্ছে খুদেরা। এটাই ক্লাসরুম। সোমবার।*

**কতটা দুর্দশা**
- বিদ্যালয় সামলাচ্ছেন মাত্র দুজন শিক্ষিকা
- দুটো ক্লাসে চারটে শ্রেণির পড়ুয়া বসে
- নীচে বসেই পড়াশোনা, মিড-ডে মিল খাওয়া
- ঠান্ডায় অসুস্থ হচ্ছে বাচ্চারা, চিন্তায় অভিভাবকরা
- পরিস্থিতি অজানা বিডিও'র, ব্যবস্থার আশ্বাস

দুজন শিক্ষিকার কাঁধে বিদ্যালয়ের পুরো দায়িত্ব। একইসঙ্গে একাধিক ক্লাস সামলানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে। ইনচার্জ শান্তা মণ্ডল সরকার বললেন, 'আমরা নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে সত্যিই ভালোভাবে পড়াতে চেয়েও বাচ্চাদের পড়াতে পারছি না। শিক্ষক আর পরিকাঠামোর অভাবের কারণে পড়ুয়াদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

অভিভাবকরা এমন পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন। তাঁদের মধ্যে একজন মোহিনী বর্মন। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'আমাদের বাচ্চারা ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছে। এভাবে পড়াশোনা করা আদৌ কি সম্ভব? আমরা স্কুলের শিক্ষিকাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি, যেন দ্রুত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বেঞ্চ-টেবিল সরবরাহ করা হয়।'

মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের আশ্বাস, বিষয়টি তিনি জানেন না। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন।

## আয় মিনি তেষ্টা মেটা

*সৃষ্টিশ্রীমেলায় এক কিশোর আর এক বিড়ালের আলাপ। সোমবার। ছবি : তপন দাস*

# অন্তর্বিভাগ চালুর প্রক্রিয়া শুরু মেডিকেলে

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** অবশেষে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি বিভাগে অন্তর্বিভাগ চালুর প্রক্রিয়া শুরু হল। সোমবার ইনটেনসিভ ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (আইসিসিইউ) ওই বিভাগে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ধাপে ধাপে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কার্ডিওলজি বিভাগ, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিও সেখানে যাবে। তবে, ক্যাথ ল্যাব না আসায় পেসমেকার প্রতিস্থাপন থেকে হৃৎপিণ্ডের সমস্ত উন্নত চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগী হয়রানি এখনই বন্ধ হবে না বলে মত অনেকের।

এপ্রসঙ্গে মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বললেন, 'সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অন্তর্বিভাগ অবশেষে চালু হতে চলেছে। আমরা ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিভাগ সেখানে চালু করবে। ক্যাথ ল্যাব নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ক্যাথ ল্যাবের জন্য টেন্ডার হয়েছে বলে শুনেছি। আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি ক্যাথ ল্যাব বসবে।'

## সুপারস্পেশালিটি

২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৫০ কোটি টাকা দেয়। সেই অর্থে নির্দিষ্ট সময়ে নির্মাণ শুরু হলেও মাঝে বেশ কয়েক বছর কাজ বন্ধ ছিল। কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেসময় ক্যাথ ল্যাব সহ প্রচুর চিকিৎসা সরঞ্জাম এখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য হাসপাতালে দিয়ে দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে এজেন্সি বদল করে নির্মাণকাজ শেষ করা হয়। সুপারস্পেশালিটি ব্লকে কয়েকটি বহির্বিভাগ চালু হয়েছে দু'বছর আগে। কিন্তু অন্তর্বিভাগ চালু না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছিল। অবশেষে সোমবার থেকে অন্তর্বিভাগ চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এদিনই ব্লকের প্রথম তলে আইসিসিইউ-এর ১০টি শয্যা পাতা হয়েছে। সেগুলোতে অক্সিজেনের সংযোগও দেওয়া শেষ। মঙ্গলবার এখানে রোগীদের সরানো হবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের সুপার।

তাঁর ব্যাখ্যায়, 'প্রথমে আইসিসিইউ চালু করা হচ্ছে। রোগীদের ইকোকার্ডিওগ্রাম এখন থেকে এখানেই হবে। পাশাপাশি এখানকার অপারেশন থিয়েটারে পেসমেকার বসানো সহ কার্ডিওলজির অপারেশনগুলো হবে। এছাড়া সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিও স্থানান্তরিত করা হচ্ছে নতুন ভবনে।'

তবে, ক্যাথ ল্যাব ছাড়া কীভাবে পূর্ণাঙ্গ কার্ডিওলজি বিভাগ চালু সম্ভব? সুপার জানালেন, টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত ক্যাথ ল্যাব চলে আসবে।

# নথি জাল রুখতে পুলিশের নজর

**শমিদীপ দত্ত ও মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** নথি জালের একের পর এক ঘটনা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় জাল আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডের রমরমা কারবার চলছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দোসর অনুপ্রবেশ। তাকে বা তাদের সাহায্য করছে এদেশের কেউ বা কারা। অথচ এধরনের প্রবণতা ঠেকাতে প্রশাসনের তরফে কড়া পদক্ষেপের নজির এখনও পর্যন্ত নেই, দাবি সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দার।

দিনদশেক আগে মুম্বইতে অভিনেতা সইফ আলি খানের ওপর হামলা চালিয়েছিল এক ব্যক্তি। তদন্তে নেমে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে জানা যায়, সে বাংলাদেশের বাসিন্দা। মেঘালয় দিয়ে অনুপ্রবেশ করে এই রাজ্যে এসেছিল। তারপর এখানেই জাল নথি তৈরি করে পৌঁছায় মুম্বই। তদন্তে শিলিগুড়ি-যোগ সামনে এসেছে। যদিও এব্যাপারে কিছু জানা নেই বলে দাবি শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের।

গত কয়েকমাসে এমন একাধিক ঘটনায় কপালে ভাঁজ একাংশ পুলিশকর্তার। কোথাও দেখা গিয়েছে, সিএসপি-র আড়ালে জাল আধারচক্র রমরমিয়ে চলছে। কোথাও তথ্য সহায়তা কেন্দ্রের আড়ালে বেআইনি ব্যবসা প্রকাশ্যে আসে। এই পরিস্থিতিতে খোলাখুলি কিছু না বললেও শহর এবং বিশেষ করে শহর সংলগ্ন গ্রামের সিএসপি, তথ্য সহায়তা কেন্দ্রগুলোর ওপর বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে মেট্রোপলিটান পুলিশ। এমনকি কেউ যাতে নজরদারি টের না পায়, তা নিশ্চিত করতে সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে। ক্রেতা হিসেবেও যাচ্ছে পুলিশ।

দিনকয়েক আগে এনজেপি থানার ফুলবাড়ির আমাইদিঘিতে গ্রেপ্তার হয় এক বাংলাদেশি। আতাউর রহমানকে সাহায্য করার অভিযোগে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা ফিরদৌস আলমকেও গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। তার কয়েকদিন আগে হলদিবাড়ি হয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশিদের একটি দল। গ্রেপ্তার হয় ছয়জন।

**ফিরে দেখা**
- সইফের ওপর হামলাকারীর জাল নথি তৈরিতে শিলিগুড়ি-যোগ
- এনজেপি থানার ফুলবাড়ির আমাইদিঘিতে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি
- হলদিবাড়ি হয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে একটি দল
- দলটিকে সাহায্যকারী অনুপ্রবেশের পর নথি বানিয়ে ফুলবাড়িতে বসবাস করছে কয়েকবছর ধরে
- দিল্লি বিমানবন্দরে জাল নথি সহ ধৃত এক, ঘটনায় ইসকন রোডের তথ্য সহায়তা কেন্দ্রের কর্তা গ্রেপ্তার

সেইসঙ্গে ফুলবাড়িতে ঘাঁটি গেড়ে থাকা গণেশ রায় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সে কয়েকবছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে। তারপর জাল ভোটার কার্ড, আধার কার্ড তৈরি করে নেয় খুব সহজে। গণেশকে সাহায্য করেছিল ফুলবাড়ির বাংলাবস্তির বাসিন্দা মানাই রায় ও তার পরিবার।

বারবার এধরনের ঘটনা সামনে আসায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে পুলিশকে। জবাবদিহি চাইছে ওপর মহল। সাধারণ মানুষ তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। এসব কারণে নড়েচড়ে বসেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। এক আধিকারিক বলেছেন, 'আমরা তথ্য সহায়তা কেন্দ্র, সিএসপিগুলোর ওপর নজর রাখছি।'

মাসদুয়েক আগে দিল্লি বিমানবন্দরে জাল নথি সহ এক বাংলাদেশি ধরা পড়ে। তাকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে শিলিগুড়ি-যোগ পায় দিল্লি পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে শহরের ইসকন রোডের একটি তথ্য সহায়তা কেন্দ্রের খোঁজ পান তদন্তকারীরা। সেখানকার পুলিশ এসে জাল নথি তৈরির অভিযোগে কেন্দ্রটির কর্তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। মাসদেড়েক আগে ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়েছিল। সেই ঘটনায় এনজেপির একটি স্কুলের তরফে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়। এক্ষেত্রেও জাল আধার কার্ডের চক্রের হদিস মেলে। পুলিশের জালে ধরা পড়ে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগরের একটি তথ্য সহায়তা কেন্দ্রের কর্তা।

# নানা কর্মসূচিতে জাতীয় পর্যটন দিবস

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** কেউ লাগালেন গাছ, কোথাও আবার হোমস্টের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নানান কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপিত হল জাতীয় পর্যটন দিবস। ২৫ জানুয়ারি জাতীয় পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার নানা কর্মকাণ্ড নিয়েছিল পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক।

এদিন কর্মসূচির সূচনা হয় শিলিগুড়ির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে। স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পালের উপস্থিতিতে ৫০টি চারা রোপণ করা হয়। পাশাপাশি কীভাবে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব, সেই সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল সংগঠনটি। ৬০ জন স্টেকহোল্ডারের উপস্থিতিতে একটি কর্মশালাও হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'পর্যটনমন্ত্রকের সহযোগিতায় এদিন নানা কর্মসূচি হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা থেকে বৃক্ষরোপণও করা হয়।'

এদিকে, পর্যটনমন্ত্রকের সহযোগিতায় রবিবার আলগাড়ার বিকসাম গ্রামে হোমস্টের 'বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট' সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এক্সপিরিয়েন্স ইনক্রেডিবল জার্নি ও কালিম্পং ইকো ট্রাভেলার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। পশ্চিম পাকথাং, সানতুক, লিনসে সহ বিভিন্ন গ্রামে থাকা প্রায় একশোটি হোমস্টের কর্ণধার এই শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন। উদ্যোক্তাদের তরফে দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'হোমস্টের প্রতি এখন পর্যটকদের আগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমরাও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের চেষ্টা করছি।'

# ঘিসিংয়ের সমাধি নির্মাণ শুরু বুধে

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** মিরিকের মঞ্জু পার্কে সুবাস ঘিসিং এবং তাঁর স্ত্রী'র সমাধি তৈরি হচ্ছে। বুধবার এই কাজের শিলান্যাস করবেন ঘিসিং-পুত্র তথা জিএনএলএফের বর্তমান সভাপতি মন ঘিসিং। অনুষ্ঠানে সমস্ত রাজনৈতিক দল, অরাজনৈতিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষকে উপস্থিত থাকার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

জিএনএলএফের তরফে সমাধিনির্মাণ কমিটি গড়ে দলের নেতা ওয়াই লামাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সোমবার জানিয়েছেন, বুধবার মঞ্জু পার্কে সুবাস ঘিসিংকে শ্রদ্ধা জানানো হবে। তার পরেই সমাধি নির্মাণ শুরু হবে।

রাজনৈতিক ভেদাভেদ দূর করে সবাইকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ (জিটিএ) তথা পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনীত থাপার কাছেও ওই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ এসেছে। অনীত রবিবার থেকে মিরিকে রয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই অনুষ্ঠানে থাকবেন কি না সেটা স্পষ্ট করেননি। দলের তরফে জানানো হয়েছে, জিটিএ নিয়ে আগামী শুক্রবার কলকাতায় প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক রয়েছে। দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিক, জিটিএ সভাসদদের নিয়ে সেই বৈঠকে যোগ দিতে সম্ভবত বুধবার কলকাতায় যাবেন অনীত।

তাই সুবাস ঘিসিংয়ের সমাধি তৈরির কর্মসূচিতে থাকা নিয়ে এখনই স্পষ্ট কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, এর আগে জিটিএ'র তরফে মিরিকের মঞ্জু পার্কে সুবাস ঘিসিংয়ের সমাধি এবং একটি আবক্ষমূর্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জিএনএলএফের তরফে জিটিএ'র সেই প্রস্তাব খারিজ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তারাই ওই কাজ করবে।

# নাবালিকা উদ্ধার

**ফাঁসিদেওয়া, ২৭ জানুয়ারি :** অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধার করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত রহিত সাহানি ঘোষপুকুর এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, ২৩ জানুয়ারি বিকেলে দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী নিখোঁজ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে না পেয়ে অবশেষে ২৪ জানুয়ারি পুলিশের দ্বারস্থ হয় নাবালিকার পরিবার। সোমবার পুলিশ ঘোষপুকুর এলাকায় অভিযুক্ত তরুণ নাবালিকাকে নিয়ে আসতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে শিলিগুড়ির একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

# গাড়ি থামিয়ে সরস্বতীপুজোর চাঁদা আদায়ে শঙ্কা

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** চলন্ত গাড়ি থামিয়ে চাঁদা তুলতে গিয়ে খড়িবাড়ির রাস্তায় চলে গিয়েছিল একটি প্রাণ। কিন্তু ওই ঘটনার থেকে যে অনেকেই শিক্ষা নেয়নি, সরস্বতীপুজো এগিয়ে আসতে তা স্পষ্ট হচ্ছে।

শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে প্রত্যেকদিন বিপজ্জনকভাবে যানবাহন থামিয়ে চাঁদা আদায় চলছে। সরস্বতীপুজোর চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশই কিশোর-কিশোরী। যেভাবে তারা গাড়ি থামাচ্ছে, তাতে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকছে। আশ্চর্যজনকভাবে তাদের সচেতন করতে দেখা যাচ্ছে না অভিভাবকদের।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'রাস্তার মধ্যে যানবাহন আটকে ছোট-বড় যারাই চাঁদা তুলুক, এটা আইনত অপরাধ। পুলিশকে বলা রয়েছে, এমন যদি কেউ করে থাকে তাহলে কঠোর পদক্ষেপ করতে। প্রতিটি থানা থেকে জুভেনাইল সচেতনতা অনুষ্ঠান করা হয়। ছোটরা যাতে এমন বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত না হয়, সে ব্যাপারে বিভিন্ন সময় পুলিশ তাদের সচেতন করে।'

শিলিগুড়ির আইওসি সংলগ্ন রাস্তা, ভোলা মোড়, ক্যানাল রোড, পানিঘাটা রোড সহ একাধিক জায়গার ছবিটা প্রায় একই। সর্বত্রই চাঁদা আদায় চলছে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি থামিয়ে। আইওসি রোডের কাছে সোমবার বিকালে দেখা গেল, জনাদশ কিশোর চলন্ত চারচাকার গাড়ি, টোটোর সামনে লাফিয়ে এসে দাঁড়িয়ে সেগুলিকে আটকে দিচ্ছে। হঠাৎ করে কিশোরের দল চাঁদার বই নিয়ে যানবাহনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেই চালকরা হকচকিয়ে গিয়ে ব্রেক কষছেন।

*আইওসি রোডের কাছে টোটো থামিয়ে চাঁদা তুলছে একদল কিশোর।*

এনজেপি থেকে যাত্রী নিয়ে এদিন কালিম্পংয়ের দিকে যাচ্ছিলেন চালক সুভাষ ছেত্রী। তাঁর কথায়, 'এভাবে গাড়ির সামনে চলে এলে বিপদ হতে পারে। কিশোরের দল সামনে চলে আসায় একটু জোরেই ব্রেক কষেছি। কিন্তু কোনওভাবে গাড়ির চাকা পিছলে গেলে বিপদ হতে পারে। অভিভাবকদের উচিত কিশোরদের বোঝানো।' ওই রাস্তা দিয়ে চাল ও তেলবোঝাই ট্রাক চলাচল করে।

**বিপজ্জনক ছবি**
- সরস্বতীপুজোর চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশই কিশোর-কিশোরী
- আইওসি সংলগ্ন রাস্তা, ভোলা মোড়, পানিঘাটা রোড সহ একাধিক জায়গার ছবিটা প্রায় এক
- চলন্ত চারচাকার গাড়ি, টোটোর সামনে লাফিয়ে সেগুলি আটকে দিচ্ছে ওরা
- জোরে ব্রেক চাপলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

আইওসি রোড এলাকার বাসিন্দা তরুণ সরকার, রাতুল রায়দের কথায়, 'কিশোরদের এভাবে চাঁদার জন্য যানবাহন থামাতে না করেছি। উদাহরণ হিসাবে খড়িবাড়ির দুর্ঘটনার কথাও বলেছি। কিন্তু তারা শুনছে না। যেখানে এভাবে চাঁদা তোলা হচ্ছে, সেখানে পুলিশের টহলদারি বাড়ানো উচিত। তাহলে তারা এভাবে চাঁদা তুলতে ভয় পাবে।'

পানিঘাটাতেও রাস্তার একাধিক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে। এমন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায় বলে গাড়ির চালকরা জানিয়েছেন।

### ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

টানা ১০০ ঘণ্টা কাজ চলার পর সোমবার সকাল থেকে শিয়ালদা-ডানকুনি শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি কমেছে।

### কবিতা উৎসব

পূর্ব মেদিনীপুর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ও পাঁউশী অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমের সহযোগিতায় সোমবার এক কবিতা উৎসব হয়। ৫০ জন কবি সেখানে অংশগ্রহণ করেন।

### আগুনের আতঙ্ক

হাসনাবাদ থেকে মাঝেরহাটগামী লোকালে সোমবার দুপুরে আগুনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যদিও আগুন লাগেনি। এর জেরে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।

### হত পরীক্ষার্থী

ট্রেনের মাথায় উঠে রিলস বানাতে গিয়ে ওভারহেড তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে কাটোয়া-আহমেদপুর লাইনের কাঁদরা স্টেশনে।

## বিএসএফ-কে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য জমি দিচ্ছে রাজ্য

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** কাঁটাতারের বেড়ার জন্য রাজ্য সরকার বিএসএফকে জমি দিচ্ছে না বলে বার বার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের এক সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও অভিযোগ করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের এই রাজ্যে ঢুকিয়ে এক কোটি ভোটার বাড়িয়েছেন। সেই কারণে তিনি বিএসএফকে জমি দিতে চাইছেন না। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বর্ডার আউটপোস্টের জন্য নদিয়ার করিমপুরে ০.৯ একর জমি বিএসএফকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাজ্যের ২২০০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার মধ্যে ৫৯৬ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বেড়েছে। তাই রাজ্য এই জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি নদিয়াতেই কয়েকদিন আগে চারটি বাংকারের হদিস পেয়েছিল বিএসএফ। ওই এলাকা থেকে দুই রোহিঙ্গা তরুণকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারপরই এই জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

## প্রসূতি মৃত্যুতে কেস ডায়েরি তলব

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুতে চিকিৎসক পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। এরপর রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার এই মামলার শুনানিতে কেস ডায়েরি তলব করলেন বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ। এদিনের মধ্যেই আবেদনকারীকে এফআইআরের কপি দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এদিন তিনি রাজ্যের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন, 'এখনও এফআইআর কপি আপলোড হয়নি?'

আবেদনকারীর আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'পুলিশ এফআইআর দায়ের করলেও এখনও পোর্টালে কপি আপলোড করেনি। অথচ চিকিৎসককে নোটিশ দিয়ে ডাকা হয়েছে। এদিন সকাল পর্যন্ত এফআইআরের কপি আপলোড করা হয়নি। আবেদনকারী একজন অ্যানাস্থেটিস্ট চিকিৎসক। স্যালাইন নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই প্রসূতি মৃত্যুতে চিকিৎসকদের ওপর দায় চাপানো হয়েছে।' রাজ্যের আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পুলিশ ও সিআইডি তদন্তের দুটি রিপোর্ট রয়েছে। যদিও বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ এদিন কোনও রিপোর্ট গ্রহণ করেননি। এরপর রাজ্যকে এদিনের মধ্যে আবেদনকারীকে এফআইআরের কপি দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। মঙ্গলবার বিকেল ৪.৩০ মিনিটে মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য ধার্য করা হয়েছে।

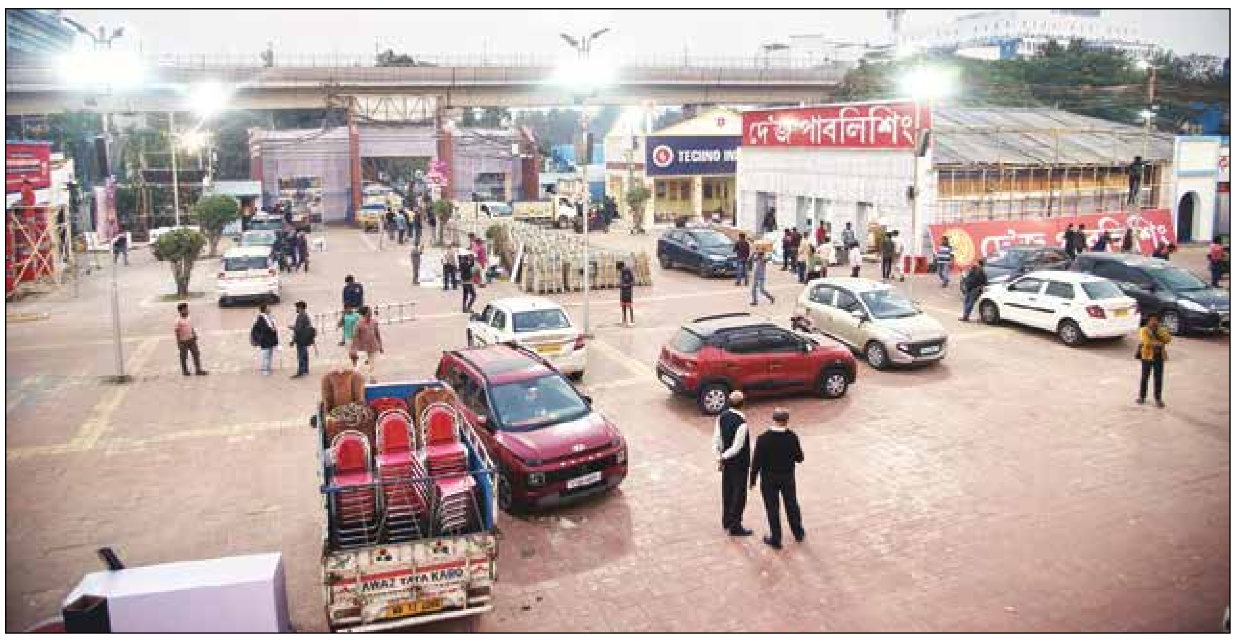

প্রতীক্ষার অবসান।। মঙ্গলবার বইমেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। এবার মেলার থিম জার্মানি। ওই দেশের ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা থেকে উৎসাহ পেয়ে কলকাতায় শুরু হয়েছিল বইমেলা। ১৯৯৬ সালে এই মেলায় যোগ দিয়েছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। টানা ২৮ বছর পর এবারই প্রথম কলকাতা বইমেলায় থাকছে না বাংলাদেশের কোনও স্টল। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলবে। তথ্য ও ছবি : আবির চৌধুরী

### বিকাশ ভবন অভিযান ঘিরে লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার

## এসএফআই-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের বিকাশ ভবন অভিযান ঘিরে সোমবার ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল সল্টলেক চত্বরে। শিক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে সল্টলেক করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত মিছিলের আয়োজন করে এসএফআই। কিন্তু বিকাশ ভবন যাওয়ার আগে সেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে থাকেন কর্মী-সমর্থকরা। ওই সময় পুলিশ ও এসএফআই কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের নেতারা। পুলিশের তরফে লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ। একাধিক ছাত্রনেতাকে আটক করে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফও মোতায়েন ছিল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে স্কুলছুটদের ফেরাতে অর্থনৈতিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, দুর্নীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গন, প্রতিটি ক্যাম্পাসে ফ্রি ইন্টারনেট জোন সহ একাধিক দাবিতে মিছিল ডাকে এসএফআই। কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, আগে থেকেই ব্যারিকেড দিয়ে রাখে পুলিশ। মহিলা কর্মী-সমর্থকদেরও মারধর করা হয়।

পুলিশ কার্যত জোর করে এসএফআই কর্মী সমর্থকদের সরানোর চেষ্টা করে। একের পর এক এসএফআই কর্মী সমর্থকদের জোর করে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ। এসএফআইয়ের অভিযোগ পুলিশ এদিন লাঠিচার্জ করেছিল। তার জেরে একাধিক কর্মী সমর্থক আহত হয়েছেন।

আন্দোলনকারী নেতারা বলেন, আমরা তো পুলিশের উপর আক্রমণ করতে যাইনি। আমরা ভাঙচুর করতে চাইনি। আমরা তৃণমূল বিজেপি নই। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করকে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের লাঠিচার্জ করল। অপর এক এসএফআই নেতা বলেন, আমরা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাতে শূন্যের মার্কশিট আমরা দেবই। আমরা তাকে শূন্য মার্কশিট দেব। আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছি। আমরা ভাঙচুর করার লোক নই। আমরা ব্যারিকেড ভেঙে প্রবেশের চেষ্টা করিনি। পুলিশ জোর করে আমাদের সরায়। পুলিশ আমাদের লাথি মেরেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটা কথা বলতে এসেছিলেন।তাদের লাঠিচার্জ করা হল। প্রথম দফায় পুলিশ বেশ কয়েকজনকে সরিয়ে দেয় বিকাশ ভবনের সামনে থেকে। এরপর পুলিশ কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল। কিন্তু তারপর ফের এসএফআই অন্য দিক থেকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। এরপর ফের এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। মহিলাদের হেনস্থা করেছেন পুরুষ পুলিশ। এমনটাই অভিযোগ এসএফআইয়ের।

ছাত্রীদের বিক্ষোভ সামাল দিচ্ছেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। সোমবার।

## ফিরহাদ, কল্যাণের তোপ

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** ক্রমাগত শাসক দলের নেতাদের তোপের মুখে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। ফিরহাদ হাকিমের পর এবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় নির্যাতিতার পরিবার। নির্যাতিতার বাবা-মার বক্তব্যকে সিপিএম নেতাদের বক্তব্যের সঙ্গে তুলনা করলেন কল্যাণ। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের এক্তিয়ার মনে করিয়েছিলেন পুরমন্ত্রী। সোমবার নির্যাতিতার পরিবারকে নিশানা করেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাদ যাননি কুণাল ঘোষও। ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের ফাঁসি না চাওয়ায় একই সুরে নির্যাতিতার বাবা-মাকে বিঁধেছেন কল্যাণ, কুণাল। তাঁদের দাবি, নির্যাতিতার পরিবার এখন রাজনীতি করছেন। বিরোধী ও তাঁদের বক্তব্য এখন এক হয়ে গিয়েছে।

নিম্ন আদালতে সঞ্জয়ের শাস্তি ঘোষণার পরও রাজ্য এবং সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন তোলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন তাঁরা। এই প্রেক্ষিতেই পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমরা ওঁর পরিবারের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। কিন্তু পুত্রী শোকে এমন কিছু বলা উচিত নয়, যা ওঁর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। যাঁদের পাল্লায় পড়েছেন এখন সেই ধারার রাজনীতি করছেন ওঁরা। মুখ্যমন্ত্রী ওঁর বা বামপন্থী দলের দয়ায় পদে বসে নেই। বাংলার মানুষ চেয়েছেন, তাই চেয়ারে বসে আছেন।' এদিন সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে রাজ্য সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলার শুনানি ছিল। তখন নির্যাতিতার পরিবার জানিয়ে দেয়, তাঁরা এখনই দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তি চান না। তারপরই সাংসদ কল্যাণের সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। কল্যাণ বলেন, 'ওঁর বাবা-মা কী চাইছেন? অন্য মহিলাদের ওপর অত্যাচার হলে কি ফাঁসি হবে না? ওঁরা এখন সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিতে ঢুকে গিয়েছেন।'

## জয়নগরের ধর্ষণে ফাঁসির সাজা আপাতত স্থগিত

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** জয়নগর কাণ্ডে ফাঁসির সাজার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় দোষী মুস্তাকিন সর্দার। এই মামলা গ্রহণ করে আদালত। সোমবার মামলার শুনানিতে নিম্ন আদালতের সমস্ত নথি হাইকোর্টে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। নিম্ন আদালত অভিযুক্তকে আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দেয়। এদিন সেই নির্দেশেও স্থগিতাদেশ দেয় আদালত।

ফলে নিম্ন আদালতের রায় অনুযায়ী অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ আপাতত কার্যকর হবে না। মুস্তাকিনের আইনজীবী হাবিবুর রহমান বলেন, 'দ্রুততার সঙ্গে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। অভিযুক্তের বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়নি। সমস্ত কাগজপত্র দেখে ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা গ্রহণ করেছে। এই মামলা শুনবে হাইকোর্ট। নিম্ন আদালত যে সাজা ঘোষণা করেছিল, তা পুনর্বিবেচনা করা হবে। আর্থিক নির্দেশেও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে।'

গত বছর অক্টোবর মাসে জয়নগর থানা এলাকার কুলতলিতে ৯ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে। ১৯ বছরের অভিযুক্ত মুস্তাকিন সর্দারকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু হয়। এই ঘটনায় বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপির নির্দেশে সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। ঘটনার ৬২ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা করেন বারুইপুর জেলা ও দায়রা আদালতের অধীন পকসো আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। ফাঁসির সাজা দেওয়া হয় অভিযুক্তকে। তারপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সে। ইতিমধ্যে রাজ্যে বেশকিছু গণধর্ষণ মামলায় নিম্ন আদালত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে। যা নিয়ে রাজ্যে দ্বিমত তৈরি হয়েছে। অনেকেই ফাঁসির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছে।

### ভুল বোঝাবুঝি কবুল

## মমতার চেষ্টায় পুলিশ ব্যান্ড রাজভবনে

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** প্রতিবছরই প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে রাজভবনে চা-চক্রে আমন্ত্রিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে কলকাতা পুলিশের ব্যান্ড অনুষ্ঠান করে। কিন্তু রবিবার সেই প্রথা ভেঙে অনুষ্ঠান করতে দেখা যায় সীমা সুরক্ষা বলের ব্যান্ডকে। যা দেখে প্রকাশ্যেই উষ্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশের আধিকারিকদের কাছে তিনি জানতে চান, কেন রাজভবনের অনুষ্ঠানে কলকাতা পুলিশের ব্যান্ড নেই? তখনই জানতে পারেন, কলকাতা পুলিশের ব্যান্ড অনুষ্ঠান করতে এলেও তাদের দক্ষিণ গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। রাজভবনে ঢোকার অনুমতি তাদের দেওয়া হয়নি। এরপরই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সোজা চলে যান দক্ষিণ গেটে। কলকাতা পুলিশের ব্যান্ডকে ভিতরে নিয়ে আসেন।

তারপর সস্ত্রীক রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই রাজভবনে অনুষ্ঠান করে কলকাতা পুলিশের ব্যান্ড। যা নিয়ে নতুন করে রাজ্য-রাজভবন সংঘাত তৈরির আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। যদিও রাজভবনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'ভুল বোঝাবুঝি'র কারণে এই সমস্যা হয়েছে। এতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে না।

রাজভবনের কর্তাদের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, রাজভবনে অনুষ্ঠান করার প্রথা কলকাতা পুলিশের। হঠাৎ করে সেই প্রথা কেন তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে? তাছাড়া বাংলার রাজভবনের দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তাহলে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ কখনই কাম্য নয়। বিষয়টি রাজ্যপালের কানেও যায়। তারপরই এই নিয়ে সংঘাত এড়িয়ে চলতে রাজভবনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন রাজ্যপাল। তবে ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রাজভবনের সমালোচনায় সরব হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'রাজ্যপাল প্রথা ভাঙতে চাইছেন। এই ঘটনা কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী যথার্থভাবেই তার প্রতিবাদ করেছেন।'

দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চের অন্যতম মুখ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত তাঁর সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'রাজভবনে প্রজাতন্ত্র দিবসে কলকাতা পুলিশের ব্যান্ড বাজানোই রীতি। সেই রীতির হঠাৎ করে পরিবর্তন কাম্য নয়।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্যপাল বিজেপির নির্দেশে চলেন। রাজ্য সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে চলে। কেউই কোনও রীতি, প্রথা মানেন না। তাই এই ঘটনা আমাদের আদৌ অবাক করেনি।'

যদিও রাজভবনের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যপালের ওএসডি সন্দীপকুমার সিং জানিয়ে দিয়েছেন, 'কলকাতা পুলিশের ব্যান্ডসেটকে অন্য জায়গায় প্র্যাক্টিসের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এটা যখনই আমাদের নজরে আসে, তখনই কলকাতা পুলিশের ব্যান্ডসেটকে ডেকে নিয়ে আসা হয় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই তাদের অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দেওয়া হয়। রাজ্যপালও বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছেন।'

রাজভবনে কলকাতা পুলিশ ব্যান্ডের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার।

## সন্দেশখালির তদন্তে আইপিএস

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** সন্দেশখালিতে মহিলাকে গণধর্ষণের মামলায় লালবাজারের কোনও আইপিএস আধিকারিককে তদন্তভার দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্যকে নির্দেশ দেন, সোমবারের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে কোন আইপিএস আধিকারিক এই মামলার তদন্তভার নিয়েছেন। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় প্রমাণ নষ্ট হয়েছে। সন্দেশখালিতে গণধর্ষণের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতা। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই মামলায় আগেই নির্যাতিতাকে ২৪ ঘণ্টা পুলিশি প্রহরার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

## মোহন ভাগবতের কলকাতা সফরে কাটছাঁট

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জেরে এরাজ্যের হিন্দু ভোটারদের আরও বেশি করে টার্গেট করেছে বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। আগামী বছরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই পরিস্থিতিতে এরাজ্যের হিন্দুদের এক করতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে আরএসএস। সেই লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গ সফরে আসার কথা আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের। বর্তমানে প্রকাশ্যে সমাবেশও করার কথা তাঁর। কিন্তু সেই সফর হঠাৎ করেই বেশ খানিকটা কাটছাঁট করা হয়েছে।

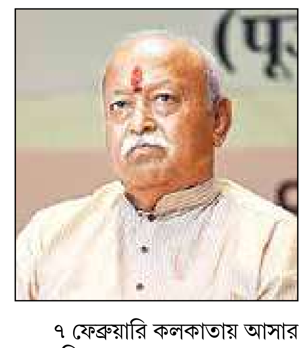

৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আসার কথা ছিল মোহন ভাগবতের। ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতা ও আটটি জেলায় তাঁর সফর করার কথা ছিল। সফরের শেষ দিন অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে প্রকাশ্য সভা করারও কথা ছিল। কিন্তু তাঁর এই সফর বেশ খানিকটা কাটছাঁট করা হয়েছে বলে আরএসএস সূত্রে খবর। নতুন সফরসূচি অনুযায়ী ৭ ফেব্রুয়ারির বদলে ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আসার কথা তাঁর। ১৬ তারিখের পরিবর্তে ১২ তারিখ বর্ধমানে প্রকাশ্য সমাবেশ করার দিন ঠিক হয়েছে। ওইদিনই সমাবেশ শেষে কলকাতায় ফিরে আসবেন। ১৩ তারিখ সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। ওইদিনই বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গেও দেখা করার কথা। এরপর দিল্লি ফিরে যাবেন তিনি। প্রশ্ন উঠেছে কেন তাঁর সফরসূচি সংক্ষিপ্ত করা হল। বর্ধমানে প্রকাশ্য সমাবেশই বা কেন এগিয়ে আনা হল। আরএসএস অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

## ইসিএলকর্মী গ্রেপ্তার

**বুদবুদ, ২৭ জানুয়ারি :** আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে পানাগড় বাইপাস লাগোয়া এক ব্যবসায়ী অপহরণের ১৩ দিন পর কিনারা করল। ঘটনায় এক ইসিএলকর্মী সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বুদবুদ পুলিশ। ওই কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা, এসিপি (কাঁকসা) সুমনকুমার জয়সওয়াল, বুদবুদ থানার ওসি মনোজিৎ ধারা সাংবাদিক বৈঠক করে এ খবর জানান। তাঁরা বলেন, গত ১০ জানুয়ারি কাঁকসার বীরুডিহার বাসিন্দা জয়ন্ত গড়াই নামে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। পরে ৬ লক্ষ টাকায় রফা হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে অভিজিৎ চক্রবর্তী, সুপ্রিয়ো খাওয়াস, সঞ্জীব বিশ্বাস, সোহম চট্টোপাধ্যায় ও বিমলেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করে।

## ছুটির দিনেও দিঘায় ভিড় নেই

**নির্মল ঘোষ**

**দিঘা, ২৭ জানুয়ারি :** অন্যান্য বছর ২৬ জানুয়ারি দিঘায় কার্যত পা ফেলার জায়গা পাওয়া যায় না। এবার কিন্তু আশানুরূপ ভিড় হল না প্রজাতন্ত্র দিবসে। আর পরেরদিন সোমবার থেকেই দিঘা যেন ভাঙা হাট। ফলে প্রায় মাথায় হাত হোটেল মালিকদের। এমনিতেই ইদানিং সপ্তাহান্তে কিছু পর্যটক এলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধিকাংশ পর্যটকই একরাতের বেশি থাকেন না। হোটেল মালিক ও ব্যবসায়ীরা মাছি তাড়ান। তাই ভিড়ের দিনগুলিতে সাধারণ জিনিসেরও চড়া দাম হাঁকছেন তাঁরা। অটো, টোটোর ভাড়া থেকে চা-সিগারেট সহ বিভিন্ন জিনিসে স্বাভাবিকের থেকে বেশি টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন পর্যটকরা। এই নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে পর্যটকদের।

গত কয়েক বছর ধরে দিঘায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। ওল্ড দিঘা থেকে নিউ দিঘা সর্বত্রই প্রচুর হোটেল তৈরি হয়েছে। তেমনি সুলভ শৌচালয় থেকে ছোটখাটো বহু হোটেলও তৈরি হয়েছে। আর সমস্যাটা এখানেই। যে সমস্ত সুলভ শৌচালয় তৈরি হয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেখানে সামান্য কিছু টাকা দিলেই স্নান করা থেকে শুরু করে জামাকাপড় বদল ইত্যাদি করা যায়। ফলে একদিনের ছুটিতে দিঘায় আসা পর্যটকদের অনেকেই এই সমস্ত সুলভ শৌচালয় ব্যবহার করছেন, হোটেলের রুম আর বুক করছেন না।

প্রজাতন্ত্র দিবসের বিকেলে পর্যটকশূন্য দিঘা সি বিচ। - সংবাদচিত্র

দিঘা, শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, 'ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে দিঘার হোটেল ব্যবসা ভীষণভাবে মার খেয়েছে। আগে যাঁরা একদিনের জন্য দিঘায় এসে পিকনিক করতেন, তাঁরা মেয়েদের জন্য অন্তত একটি হলেও ঘরভাড়া নিতেন। বর্তমানে তাঁরা সেই টাকা আর খরচ করছেন না। ফলে দিঘার হোটেল ব্যবসা ভীষণভাবে মার খাচ্ছে।' ওল্ড ও নিউ দিঘায় বর্তমানে ৮৫০টি হোটেল আছে। এর মধ্যে ওল্ড দিঘায় তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত হোটেল আছে ১২০টি, নিউ দিঘায় আছে ১৫০টি। বাকি হোটেলগুলি অন্য ছোটখাটো অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত। বিপ্রদাসবাবু আরও জানান, নতুন বছরে জানুয়ারি মাসে অধিকাংশ হোটেলের রুমই খালি ছিল। এমনকি ২৬ জানুয়ারি ৫০ শতাংশ হোটেলেও রুম বুক হয়নি।

> ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে দিঘার হোটেল ব্যবসা দারুণ মার খেয়েছে। আগে যাঁরা একদিনের জন্য দিঘায় আসতেন, তাঁরা মেয়েদের জন্য অন্তত একটি হলেও ঘরভাড়া নিতেন। বর্তমানে তাঁরা সেই টাকা আর খরচ করছেন না। ফলে দিঘার হোটেল ব্যবসা মার খাচ্ছে।
>
> **বিপ্রদাস চক্রবর্তী** *সভাপতি দিঘা, শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন*

এদিকে উৎসবের দিনগুলিতে ঝোপ বুঝে কোপ দিচ্ছেন একশ্রেণির ব্যবসায়ী। অটো ও টোটোচালকরা কার্যত লাগামছাড়া ভাড়া নিচ্ছে। আগে দূরত্ব বুঝে যে ভাড়া ১৫ টাকা নেওয়া হত, সেই ভাড়াই এখন নেওয়া হচ্ছে দ্বিগুণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অটো, টোটো বেশি দামে বুক করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন পর্যটকরা। একইরকমভাবে সিগারেটের দাম প্যাকেট প্রতি ৫-৬ টাকা বেশি নেওয়া হচ্ছে। যে চা এমনি সময় ৬ টাকা নেওয়া হত, সেই চায়ের দাম এখন হয়েছে ১০ টাকা। বড় কাপের চায়ের দাম ১৫ থেকে ২০ টাকা করা হয়েছে। সামান্য দেশলাইয়ের দামও ১ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা নেওয়া হচ্ছে। ফলে যে দিঘায় আগে সামান্য খরচে থাকা ও খাওয়া যেত, সেই দিঘায় এখন খরচ দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। আসলে ব্যবসায়ীরা এখন বুঝে গিয়েছেন, শনি-রবি ছুটির দিনেই পর্যটকরা আসবেন। বাকি দিনগুলি কার্যত খালি হাতেই বসে থাকতে হচ্ছে তাঁদের। তাই অনেকেই অসাধু উপায় অবলম্বন করছেন।

## বিধানসভায় মন্ত্রীদের নিয়মিত হাজিরার নির্দেশ

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** রাজ্য বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনে মন্ত্রীদের অনুপস্থিত থাকা চলবে না কিছুতেই। বিধানসভায় নিয়মিত হাজির থাকতে হবে তাঁদের। সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে সতীর্থ মন্ত্রীদের কার্যত আগাম সতর্ক করে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে এবার শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। ১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে এবারের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। তার পর ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট (২০২৫-২০২৬) পেশ করার কথা অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। ২০২৫-কে ভোট প্রস্তুতির বছর হিসাবে চিহ্নিত করে মুখ্যমন্ত্রী এবারের বাজেট অধিবেশনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। সেই কারণে বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সরকারের কোনওরকম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিরোধী দল বিজেপি যাতে বিধানসভায় কোনও ফায়দা তুলতে না পারে, তারজন্যই আগাম সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীসভায় তাঁর সতীর্থ মন্ত্রীরাও যাতে সতর্ক থাকেন, খোলাখুলি এদিন তা জানিয়ে রাখলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের সঙ্গে দলের বিধায়কদেরও এবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে নিয়মিত হাজিরা চান। পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও দলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষকেও এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। এমনিতেই নিয়োগ দুর্নীতি, র‍্যাশন ও খাদ্য দুর্নীতি, আরজি কর ও স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে বিধানসভায় অভিযোগ তুলতে বিরোধী দল বিজেপির বিধায়করা মুখিয়ে আছেন। বিরোধী দলনেতা এই নিয়ে আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বলে গেরুয়া শিবিরের খবর।

বিরোধী দলের এই প্রস্তুতির আগাম খবরের আঁচ পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের আগাম তৈরি রাখতে চান। শিক্ষা থেকে শুরু করে খাদ্য ও পুরসভাগুলির বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের ব্যাপারে বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণের সুযোগই দিতে চান না। সদ্য কলকাতা ও বিভিন্ন পুরসভায় বেআইনি নির্মাণ, বহুতল ভেঙে পড়া ও অবৈধ জমি হস্তান্তর নিয়ে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট এইসব দপ্তরের মন্ত্রীদের বিধানসভায় নিয়মিত হাজির থেকে বিরোধীদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে আগাম প্রস্তুতি চান তিনি। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সরকারের মন্ত্রীদের পাশাপাশি দলের বিধায়কদেরও নিয়মিত হাজিরা চান তিনি। দপ্তর সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য অনেক সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সভায় পাওয়া যায় না। এর আগের অধিবেশনগুলিতে দু'একবার এইসব ঘটনায় সুযোগ নিয়ে বিরোধী দল সভায় রীতিমতো হইচই জুড়ে দেয়। এসব এবার নির্মূল করতে আগে থেকে মন্ত্রীদের সতর্ক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

### ১০ ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশন

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৪৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৪ মাঘ ১৪৩১

# মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা

ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটেছে। সম্প্রতি ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করেছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পরদিনই দিল্লিস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনার নুরুল ইসলামকে সাউথ ব্লকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। অতীতে কখনও ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এমন কাণ্ড ঘটেনি।

যতদিন না দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে এবং উভয়পক্ষ অবস্থান সংশোধন করছে, ততদিন এমন ঘটনা বারবার ঘটলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। যদিও দু'দেশ একে অন্যের কূটনীতিকদের বহিষ্কার করবে, এমন সম্ভাবনা কম। কিন্তু যা চলছে, তাকে প্রদীপের সলতে পাকানোর মহড়া বলা যেতে পারে। উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিচ্ছিন্ন উত্তেজনা।

এর মধ্যে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে মালদা জেলার সুকদেবপুর সীমান্তে। ওপার বাংলার চাপাই-নবাবগঞ্জ ঘেঁষা এলাকাটিতে দু'দেশের কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে। এই প্রথম দু'দেশের নাগরিকরা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন। যদিও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। যেখানে বিএসএফ ও বিজিবি'র মধ্যে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে আগে বাদানুবাদ হয়েছিল।

ভার্মাকে তলব করে ঢাকা বলেছিল, সুকদেবপুর সহ পাঁচ স্থানে কাঁটাতারের বেড়া তৈরিতে ভারত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি লঙ্ঘন করছে। সুকদেবপুরের ঘটনায় প্রমাণ হল, উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। ভারত অবশ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সহ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সমস্ত প্রোটোকল ও চুক্তি মেনে কাজ করবে। ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে ওই দেশের অন্তর্বর্তীকালীন মুহাম্মদ ইউনূস সরকার 'অসম' ও বাংলাদেশের 'স্বার্থের পরিপন্থী' বলে দাবি করছে।

২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও শেখ হাসিনার মধ্যে স্বাক্ষরিত ভূমি সীমানা চুক্তি এগুলির মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের আপত্তিতে আপাতত সীমান্তে বেড়া দেওয়া স্থগিত করেছে ভারত। কিন্তু ভারতের কূটনীতিককে বাংলাদেশের তলব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ফাটলের ইঙ্গিত।

হাসিনা সরকারের বিদায়ের আগে শুধু নয়, ঢাকা কখনোই নয়াদিল্লির সমালোচনা করেনি বা তার দিকে আঙুল তোলেনি। বাংলাদেশ তখন এতটাই সহনশীল ছিল যে ২০২২-এ মুসলমান সমাজের এক নবি সম্পর্কে বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মার কুরুচিকর মন্তব্যের পরও ভারতের দূতকে ঢাকায় তলব করা হয়নি। কিন্তু অন্য মুসলিম দেশগুলি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারদের সেসময় ডেকে পাঠিয়ে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

কিন্তু হাসিনা দিল্লিকে চটাতে চাননি। যদিও এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, শেখ হাসিনা সরকারে থাকাকালীন তাঁর পরিবার ও আওয়ামি লিগের স্বার্থকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি এই উপমহাদেশের ভূরাজনীতির স্বার্থে অত্যন্ত অপরিহার্য। কারণ, বাংলাদেশ শুধু প্রতিবেশী নয় বরং ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় যোগ্য সুহৃদও বটে।

চিন, পাকিস্তান, মায়ানমার, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা চারদিকে থাকলেও ভৌগোলিকভাবে সমুদ্রপথে বরাবর ভারতের ঢাল বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে ঘিরে আছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং শাসন ব্যবস্থা বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় ভারতকে বিশেষত অসম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

শক্তির বিচারে ভারত প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে সন্দেহ নেই। ২০০৯-এর পর থেকে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে ভারত। সেসব 'সোনালি' দিন অগাস্টে থমকে গিয়েছে। এখন বাংলাদেশ প্রতি মুহূর্তে দিল্লিকেন্দ্রিক স্বরচিত সংকট প্রচার করছে সেদেশের ক্ষমতাসীনদের মসনদ টেকানোর স্বার্থে। এতে সেদেশের সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করা হচ্ছে। তার প্রভাব পড়ছে ভারতের মানুষের ওপর।

তাতে বিপদবার্তা ভাসছে বাতাসে। যা থেকে পরিত্রাণ পেতে উভয় দেশের সচেতন পদক্ষেপ জরুরি। ভারত ও বাংলাদেশ নিজেদের মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা যত বুঝবে, তত মঙ্গল।

## অমৃতধারা

এই পৃথিবীর কোনও কিছুই অকারণ নয়। সব কিছুরই কোনও-না-কোনও কারণ রয়েছে। সত্যি কথাটা হ'ল তোমার এই যে মানুষের শরীরে আসা এরও একটা কারণ তথা উদ্দেশ্য আছে। তুমি হয়তো তা না জানতে পার কিন্তু পরমপুরুষ জানেন। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলাই জীবন। যখন জড়বস্তু চেতনা পেল তখন এক স্তরের প্রগতি হল। আরও প্রগতি হ'তে থাকল যখন এককোষী জীব বহুকোষী, অসমজীবী সত্তায় (Metazoic) পরিণত হ'ল। অর্থাৎ জৈব-সংরচনা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকল। মানুষ সর্বাধিক বিকশিত জীব, তারা পূর্ণাঙ্গ দেহ-সংরচনার অধিকারী। কিন্তু এটা মানব প্রগতির প্রথম ধাপ মাত্র। মানুষকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আরও অধিক পূর্ণতা অর্জন করতে হ'বে।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

# দেশই শুধু তাঁর মানচিত্রে ছিল না

শতবর্ষ হতে চলল মহাশ্বেতা দেবীর। তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন আমজনতার জীবনে, ক্ষোভ-বিক্ষোভে।

জ্যোতিপ্রসাদ রায়

ভিতর থেকে তাগিদ না থাকলে 'মানুষ' হয়ে ওঠার সঙ্গদোষে ঢুকে পড়ে বেনোজল। তখন শরীর-মনে ছড়াতে থাকে দূষণ, পচন, তারপর শুরু হয় ক্ষয়ের বিস্তার। তবে মন-মনন-চিন্তন-আবেগের অদৃশ্য রসায়নের মাঝখানে কারও যদি নিজস্ব চেতনার আগুন নিয়ে দাঁড়াবার সাধ জাগে, তাঁকে আর রোখে কে? যতি-চিহ্নহীন অবুঝ মন প্রথা-পল্লি-রীতি-বিধি, দেশ-দশ... সব এলোমেলো করে স্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যায়। এমনই বেপরোয়া 'ভাবুক', স্বাধীন চিন্তক মহাশ্বেতা দেবী'র আবির্ভাব হয় গত শতকে। জানুয়ারি ১৪, ১৯২৬! নিঃশব্দে এগোচ্ছে তাঁর শতবর্ষের দিকে।

আনকোরা মেজাজ আর জেদি পদক্ষেপে তিনি, ষোলো কলা মাড়িয়ে আঠারো কলা ইচ্ছাশক্তির দুর্বার পরিপূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন যাপনে ও সৃজনে। তারপর, আগামী প্রজন্মের কাছে নিজস্ব দর্শন ও কর্মের সিলমোহর রেখে পাঠকের স্মৃতি-সফরে পাড়ি দিলেন গত দশকে (জুলাই ২৮, ১৯১৬)। শুরু হল তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব, ব্যতিক্রমী জীবনবোধ আর কৃকলাশ সময়ের দলিলীকৃত সাহিত্যসৃষ্টির নিরিখে রসিক-সামাজিকের লজ্জা পাওয়া কিংবা আত্মসমালোচনার পালা।

আধুনিক বাঙালি সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারায় মহাশ্বেতা দেবী হলেন একাধারে সৈনিক ও শিল্পী। রণাঙ্গনে সাহসী সেনানীর মতো পক্ষ-বিপক্ষ চিহ্নিত করে লিখনে সন্ধান করেছেন, সাধারণ 'বীর'। লিখলেন, প্রান্তিক দেশজ জনমানসে স্তরীভূত আখ্যান- 'ঝাঁসীর রাণী' (১৯৫৫)। লেখালিখির সূচনা থেকেই তিনি ধ্বস্ত, বিপন্ন, অচ্ছুত, অসহায় মানুষ-সমাজ-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন : '...এই পরিশ্রম ও অন্বেষা, নিয়ত শেখা, এ তো আজও ফুরোয়নি।...আমি কোথাও পৌঁছাতে চাই বলেই পথ হাঁটছি।... সতত সচেতন মনে লেখার বিষয়টিকে ধরতে চেষ্টা করছি।...' তাঁর হাড়ভাঙা খাটুনি আর বলিষ্ঠ মেজাজ মূর্ত হয়েছে 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'অরণ্যের অধিকার', 'সুরজ গাগরাই', 'শালগিরা', 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর', 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা', 'দ্রৌপদী', 'ভাত', 'মাদার ইন্ডিয়া', 'স্বেচ্ছাসৈনিক', 'চরণদাসী' সহ একাধিক রচনার 'চালচিত্র'-এ।

লেখক মহাশ্বেতার এই সব মহার্ঘ সৃষ্টিকর্মের সংস্পর্শে এসে চলমান দেশকালের পাঠক-সমালোচক কী পেলেন? দেশ শুধু মানচিত্রে নেই, ইতিহাসে নেই, আছে আমজনতার রুখাশুখা দিন গুজরানে, ক্ষোভ-বিক্ষোভে, ঋতুমুখী পালা-পার্বণে, ছড়ায়-গানে, কথনে-আড্ডায়... সাদা কথায় 'লোকবৃত্ত'-এ। এই লোকসাধারণকে ভাত-জল-কাজ-শিক্ষা-সুরক্ষা-মর্যাদা দিয়ে 'মানুষ' করে তুলতে পারলে উজ্জ্বল হবে দেশের মুখ। জ্যান্ত হবে 'সংবিধান', হালে পানি পাবে 'স্বাধীনতা'। অটুট থাকবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ 'ভারতীয়ত্ব'র বিশ্ববন্দিত কৌলীন্য।

পরাধীন ভারতের প্রধান শোষক যন্ত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। তার সঙ্গে উপনিবেশিত ভারতে যুক্ত হল আইন-শৃঙ্খলা-সুশাসনের নামে জনগণের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক জুলুম-অত্যাচার, স্বার্থসিদ্ধিজনিত হরেক কিসিমের বিজাতীয় নজরদারি। আর স্বপ্নলব্ধ স্বাধীন ভারতে সরকারি উন্নয়নের চালে দেশজ মানুষের আবহমান ইতিহাস-ঐতিহ্য, জল-জমি-জঙ্গল-সাকিন, মান-ইজ্জত... ক্রমশ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে। ব্যক্তি নয়, গোষ্ঠীবদ্ধ দেশজ সমাজ ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার চেতনায় ফুঁসে উঠল প্রান্তিক ভারত, পেট-পিঠের ফারাক সন্ধানী গ্রামীণ ভারত। গণতান্ত্রিক ভারতের মর্ম-অন্বেষু লেখক মহাশ্বেতার উদার জীবনচেতনায় স্বাভাবিকভাবেই আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে বিরসা-সিধো-কানহো-সুরজ; তেমনই হৃদয়ে ছায়া ফেলেছে যশবন্তী, দ্রৌপদী, চিন্তা, চম্পা সহ কত 'জীবন স্মরণের মা'।

সৎ ও বিচক্ষণ সাংবাদিকের নিষ্ঠা, সাহসিকতা, বিবেকের তাড়নায় লেখক-সমাজকর্মী মহাশ্বেতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বাধীন ভারতে অবাঞ্ছিত বেঠবেগারি, শিশুশ্রম, ইজ্জত-বিক্রি, দেশান্তরী, জাতি-চ্যুতি, পাচার, গুম-খুন'র মতো বিচিত্র গোলকধাঁধা। সেই সঙ্গে বহিরাগত শক্তি-রক্ত-সংস্কৃতির সঙ্গে দেশজ অসহায় মানুষের আত্মসমর্পণ দেখে বিলুপ্তমুখী আদিম ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বনেদি পরম্পরার শিকড় খুঁজেছেন তিনি স্থানিক স্তরে, প্রচলিত প্রবাদ-গান-ছড়া-গল্প-গাথা'য়। লোকবৃত্তে ছড়ানো-ছেটানো 'জনপদ-কথা'র খোসা ছাড়িয়ে দিনের পর দিন স্রষ্টা মহাশ্বেতা, প্রবহমান ভারতে শান্তি-সহাবস্থানে বিশ্বাসী গোষ্ঠীজীবনের ইতিহাস, অশ্রুত রূপ-কথা অন্বেষণ করেছেন; তেমনি ঔপনিবেশিক ভারতে ক্ষমতালোভী শক্তির (দিকু'রা) অস্তিত্ব এবং তাদের নির্লজ্জ কাজকর্ম, শোষণ-অত্যাচার প্রভৃতি উপাদান, নিষ্ঠাবান গবেষকের নিরবচ্ছিন্ন শ্রম-মনন-কল্পনা ও প্রকাশের জেদি প্রেরণায় 'আনকাট' লিপিবদ্ধ করেছেন পিলে-চমকানো গল্প-উপন্যাসে।

সৈনিকের একাগ্রতা, ধৈর্য, দেশের প্রতি খাঁটি ভালোবাসার সূত্রে মহাশ্বেতার আখ্যানে দেশজ মর্ম-কথন সাবলীলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। আদিকাল থেকে সামাজিক স্থিতি, মৈত্রী-সৌহার্দ্য, পারস্পরিক মতামত বিনিময় ও আত্মীয়তার অনুশীলনে গড়ে উঠেছে ভারত-আত্মার বহুস্তরীয় মহিমা। বহুমাত্রিক জাতীয় অস্তিত্বের চুম্বকত্ব। ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের মতো মৌল ভেদাভেদ সত্ত্বেও ভারতবাসী নির্ঝঞ্ঝাটে, নির্ভয়ে মর্মে ধরে রেখেছে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয়ত্বের স্পন্দন : 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, / বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান...'। তাই যুগ-যুগান্তরে উত্তীর্ণ বিশ্ববাসীর কৌতূহলের ফোকাসে 'ভারত'। কথাকার মহাশ্বেতা, আর্য-অনার্যের স্বার্থ-সংঘাত থেকে শুরু করে কালে কালে বহিরাগত নানা শক্তির সঙ্গে ভারতবাসীর লড়াই, অস্তিত্বের সংকট, দেশ-সমাজ-ভৌম সম্পদ রক্ষার জন্য আদিম অধিবাসীদের অসম সংগ্রামের কথা আখ্যানমালায় তুলে ধরে যুগপৎ আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী স্বাধীন ভারতের বিবেক-উদ্ধারে, অনুশীলনে ব্রতী হয়েছেন।

কী কী খুঁজে পেলেন আত্মদায়ে অনড় লেখক মহাশ্বেতা? তথাকথিত ইতিহাসের ঘের ফালা ফালা করে বৃহত্তর জনমানসে স্থিত অথচ দূরে সরিয়ে রাখা সাবেকি ভূমিজ 'বীর'-দের অনন্য চারিত্র্য, বীরত্ব ও আপসহীন মানসিকতা। তাদের স্বাজাত্যবোধ, পূর্বপুরুষের মাটি, জীবন-জীবিকা-সংস্কারের প্রতি নিখাদ শ্রদ্ধা। এবং কালপ্রবাহে অর্জিত শ্রেণি-সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা, ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি ও রক্ষার জন্য জোটবদ্ধ সংগ্রামের ইতিকথা। আসলে মহাশ্বেতার লিখন রীতি, ধরন, কৌশল- সবই আবহমান ভারতবর্ষের মাটি ঘেঁষা সমাজমানসের স্বাধীনতা, অধিকারচেতনার বৈভবে পরিপূর্ণ। নির্বিশেষ মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে উন্মুখ। আদিম জনগোষ্ঠীর রক্তে-ঘামে-চেতনায়-মর্যাদাবোধে উর্বর। তাই, তিনি পথে-প্রান্তরে জীবনের মাটি-খোঁজা আমজনতার হৃদয়ের সঙ্গী, 'মাদার ইন্ডিয়া'র গর্ভধারিণী, দেহত্বের যাবতীয় ঐশ্বর্য লুটপাটের পরেও 'দ্রৌপদী'র কলজে ছটফট করে রাক্ষস-সময়কে পুড়িয়ে মারার আক্রোশে : 'লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?'

পথচলতি ধুলোমাখা অভিজ্ঞতা, পঠনপাঠনে প্রাপ্ত সমাজ ইতিহাসের শূন্যতা, অস্পষ্টতা কিংবা সচেতনভাবে ক্ষমতার ভোগ-দখলে দড় কারবারিদের বানানো কথন, কখনো-কখনো নিজের সুবিধার্থে রাষ্ট্র-শক্তির 'অসত্য' বয়ানের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছেন সমাজচিন্তক মহাশ্বেতা। তাই তাঁর রচনাবলি পড়তে পড়তে পাঠক-রসিকের সরল রোমকূপে জেগে ওঠে অদৃশ্য বিবেকের তাড়না, দংশন; তথাকথিত শিক্ষিত অসহায় মধ্যবিত্তের শান্তিকল্যাণের আচার-আচরণ থেকে ক্রমশ খসে যায় পোশাকি ভদ্রতা, বেরিয়ে পড়ে হরেককিসিমের ব্যভিচার, ছিটেফোঁটা মনুষ্যত্ব-বর্জিত জান্তব মুখোশ। প্রকাশ্যে সমালোচনা, টীকাটিপ্পনী, উপহাসের খোরাক হয়ে পড়ে কাগজে-কলমে স্বাধীনতার আদর্শ, নৈতিকতা, সু-শাসনের গরিমা।

গণতন্ত্রের ছকে দলীয় স্তরে রাহাজানি-দখলদারি-জোর-জবরদস্তির সাতকাহন, উন্নয়নের মোড়কে পুঁজির বন্দনায় বেঠবেগারি, ভূমিদাস, সেবাদাসী...ইত্যাদি শব্দ, শব্দবন্ধ প্রজাতন্ত্র-প্রেমিক স্বাধীন ভারতের সমাজ-পরিচালকদের কাছে যত তেতো হয়ে উঠেছে, কথাশিল্পী মহাশ্বেতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, ততই সরকারি ভাতা, পুরস্কার, স্টাইপেন্ড, রিলিফ, ফেলোশিপ, ধমক-চমক সহ... নানা জটিল জালে জড়িয়ে পড়ছে 'আধার'-ধারী অসহায় ভোটার থেকে দেখেশুনে ঠুকরে খাওয়া 'শহুরে নকশাল' জনগণ।

মহাশ্বেতা দেবী'র লেখনীতে আবহমান নিপীড়িত বঞ্চিত জনবৃত্তের চুপকথা আছে বলেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল, প্রদেশ, মহল্লাবাসীর কাছে তিনি আজও শ্রদ্ধেয় 'সাঁঝ সকালের মা'। কাঁচা মাটির ঘ্রাণ, মানুষের ন্যায্য অধিকার, প্রকৃতি-পরিবেশের স্বাভাবিকতা রক্ষা, যে কোনও প্রকার অনৈতিক ও অবৈধ শোষণের বিরুদ্ধাচরণ এবং ভুক্তভোগীদের নিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন ইত্যাদি যাপন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাশ্বেতা দেবী হয়ে উঠেছেন, আবহমান ভারতবাসীর চোখে 'স্তনদায়িনী' শিল্পী। শিক্ষিত চিন্তাশীল শ্রেণির কাছে তাঁর রচনাবলি 'পাঠ'-এর সামগ্রী, শিক্ষণের উপাদান; আর নাগরিক আদবকায়দা বর্জিত প্রান্তিক শবর-খেড়িয়া-হো-সাঁওতাল-মুন্ডা সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্ত্যেবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে তিনি 'আশ্রয়'। একক-দশক-শতকহীন তাদের পাকা বিশ্বাসে তিনি শুধু 'মারাং-দাই'!

*(লেখক প্রাক্তন ডিন অফ আর্টস, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। কোচবিহারের বাসিন্দা)*

## আজ

**১৯২৫**

১০০ বছর আগে আজকের দিনে জন্ম সুরকার নচিকেতা ঘোষের।

**১৯৩০**

বিশিষ্ট গায়ক পণ্ডিত যশরাজের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

এই মামলায় আমরা আর সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই না। চাই না ফাঁসি। আমরা চাই, একা সঞ্জয় নয়, যাঁরা যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের সবাইকে সামনে আনা হোক। সবাইকে চরম শাস্তি দেওয়া হোক। রাজ্যের পুলিশ আমাদের বিশ্বাস ভেঙেছে। সিবিআইও তদন্ত করতে পারেনি। সেটা নিম্ন আদালতে দেখা গিয়েছে। আমরা আমার মেয়ের জন্য বিচার যাঁরা দিতে পারবেন, তাঁদের উপরই আস্থা রাখব। তবে রাজ্য বা সিবিআইয়ের করা মামলায় আমরা সঞ্জয়ের ফাঁসি চাইনি।

- আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার বাবা

## ভাইরাল/১

যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। প্রজাতন্ত্র দিবসে এক মহিলার বোতল নিয়ে জাগলিংয়ের ভিডিও ভাইরাল। পরনে তেরঙা পাড়ের শাড়ি। এক হাতে কোলের বাচ্চা আরেক হাতে আগুন জ্বালানো দুটি কাচের বোতল। মহিলার জাগলিং দেখে অবাক নেটিজেনরা।

## ভাইরাল/২

রাখে হরি, মারে কে! চোদ্দো তলা থেকে পড়েও অক্ষত শিশু। মুম্বইয়ে চোদ্দো তলা বিল্ডিং থেকে পড়ে যায় সে। একটি ছেলে দেখতে পেয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করেও পারেনি। নীচে পড়েও আশ্চর্যজনকভাবে সামান্য আঘাত পেয়েছে শিশুটি।

জনমন জনমত

# সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে কি?

কিছু তথ্য দেখে মনে প্রশ্ন জাগছে, আগামীদিনে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকবে কি? যেমন দেখলাম রাজ্যের প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক মিলে আট হাজারের বেশি স্কুল বন্ধ হওয়ার পথে। আরেকটি খবরে দেখলাম, এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অকল্পনীয়ভাবে কমেছে। অথচ আমরা দেখছি, বেসরকারি বিশেষ করে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের সংখ্যা এবং তাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী নিয়োগ না হওয়ায়, নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠায়, শিক্ষান্তে রাজ্যে কাজের সুযোগ কমে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষায় আগ্রহ কমছে বলে আমার ধারণা। অপরদিকে, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বেসরকারি বিশেষ করে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তেমনভাবে সফল হতে পারছে না বলে মনে হয়।

আজ হয়তো আট হাজার স্কুল বন্ধ হবে, আগামীদিনে হয়তো পুরোটাই উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শিক্ষা শেষে কাজের সংকট থাকায় অনেক ছাত্র পড়া বাদ দিয়ে ভিনরাজ্যে কাজের সন্ধানে ছুটে যাচ্ছে। যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারা বেসরকারি সংস্থায় কোচিং নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

এভাবে দীর্ঘদিন শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকলে এবং শিক্ষান্তে কাজের সুযোগ কমতে থাকলে একদিন হয়তো দেখা যাবে শুধু রাজ্যে নয়, সারা দেশে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে।

**প্রাণগোপাল সাহা, সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।**

## বাজেটে যা যা চাই

সামনেই সাধারণ ও কেন্দ্রীয় রেল বাজেট। সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের কিছু দাবিদাওয়া রয়েছে। যেমন- বর্তমানে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রাত ৮টার পর কলকাতা যাওয়ার কোনও ট্রেন নেই। উক্ত দাবির সমর্থনে উত্তরবঙ্গের একাধিক জনপ্রতিনিধি সরব। জলপাইগুড়ি রোড, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, মাথাভাঙ্গা, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জংশন ইত্যাদি স্টেশন থেকে বেশি রাতে কলকাতা যাওয়ার কোনও ট্রেন নেই। এক্ষেত্রে নতুন স্টেশন অসমের ধুবড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার উপরোক্ত ট্রেনটি চালানো হলে সমগ্র উত্তরবঙ্গ সহ নিম্ন অসমের বেশ কিছু মানুষের চাহিদা মিটবে।

পাশাপাশি শিয়ালদা থেকে নতুন করে একটি স্লিপার বন্দে ভারত চালানোর কথা উঠে আসছে। ট্রেনটি শিয়ালদা-নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের মধ্যে চালানো হলে অতি অল্প সময়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষ কলকাতা যেতে পারবেন। অন্যদিকে, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার থেকে সরাসরি চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু যাওয়ার একটি ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিনের।

এছাড়া নিউ যোগীঘোপা রুটে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য নিয়মিত একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানোর জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেইসঙ্গে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির সাংসদদের কাছে অনুরোধ, উল্লিখিত দাবিসমূহ আগামী রেল বাজেটে পূরণ করতে তাঁরা যেন জোর সওয়াল করেন।

**সঞ্জয় চক্রবর্তী, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রয়াণ ও কিছু প্রশ্ন

শিলিগুড়ির স্বাধীনতা সংগ্রামী টিকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দেখাল, এখন সমাজ তাঁদের ভুলে যেতেই অভ্যস্ত।

পরাগ মিত্র

শুধু একজন দেহে তেরঙা রেখেছিলেন। ওপচানো নাগরিক শোকবিহ্বল আবেগে ঘোগোমালি বাজার থেকে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট পর্যন্ত তাঁর শববাহী গাড়িকে ক্লাচ চেপে ব্রেক কষতে হয়নি। প্রজাতন্ত্র দিবসের দুপুরে নিরানব্বই পেরোনো টিকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের নশ্বর দেহ যখন ঢুকল ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে, শীতার্ত চিলতে জলের মহানন্দার ওপারে তখন ডিজে বক্সে 'ও মাহি ও মাহি মেরে ওয়াফাপে হক হুয়া তেরা'। হরিধ্বনি বাতাসে ভাসিয়ে স্বজন পরিজনরা ঘরে ফেরেন। সূর্য তখনও মধ্যগগনে।

কে উনি? সেই প্রজন্মের প্রতিনিধি, যাঁদের যৌবন দীক্ষিত স্বাধীনতার শপথে, অভিজ্ঞতায় বাস্তব কারাগারের দিন। সেই প্রজন্মের ক'জন এখন জীবিত? গুনলে হাতের কড় শেষ হবে? ছিলেন সরকারি চাকুরে। সম্মানিত হয়েছেন তামার স্মারকে। পরেও নন্দিত করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

জানুয়ারির তেইশ, ছাব্বিশ আর অগাস্টের পনেরো মানেই জাতীয় পতাকার দিন। পুরোনো কুলুঙ্গি ঘেঁটে বাজে 'নান্না মুন্না রাহী হু', 'শুনো গড়সে দুনিয়াওয়ালো'। পতপত তেরঙা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, চৌমাথা, গাড়ির বনেটে, টোটোর ব্যাকসিটের ছাদে...। বসে আঁকো থেকে ভাণ্ডারা, লেফট রাইট মার্চ থেকে সভা, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। উদযাপনের নিয়মতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার চৌহদ্দির বাইরে জানুয়ারির ছুটি মানেই 'সাতরঙা রামধনু থেকে প্রজাপতি রং মেখে মেখে' চল মন পিকনিক পার্বণে। সে প্রাবল্যে জানুয়ারির বারো, তেইশ, ছাব্বিশ যদি রবিবারের সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে যায় তাহলে বেজার মুখও উঁকিঝুঁকি দেয়। ছুটিই যদি দিলে প্রভু, পালনের তবে নিদান কেন! অস্বীকার করা যাবে কি পালনের ভাবগম্ভীরতার চেয়েও রেড লেটার ডেজ এখন মোটামুটি হ্যাপিওয়ালা সেলিব্রেশন।

খবর পল্লবিত হলে মান্যজনেদের শোকজ্ঞাপন ফ্ল্যাশ বালবের ঝলকানিতে বিম্বিত হবে। সব খবর সময়মতো রাখার অসম্ভবতার মধ্যে প্রশ্ন থাকবেই আদৌ আমরা টিকেন্দ্রজিৎবাবুদের খবরাখবরে তন্নিষ্ঠ ছিলাম?

কোচবিহারের দীনেশচন্দ্র বণিক। আন্দামানের সেলুলার জেলবন্দি। তাম্রপত্র প্রত্যাখ্যানকারী। কোচবিহারে কোর্টে ঘাড় গোঁজা টাইপের খুটখাটে ছিল দিনযাপন। 'স্বাধীনতা সংগ্রামী। একমাত্র মেয়ে বেবী মৃত। আর জানার উপায় নেই।' যাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততায় তিনি শ্রেণিশত্রুর হাতে হাতে নিহত, স্মৃতি হাতড়ে সেই কমরেডরাও বেশিদূর যেতে পারেন না। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্পর্শধন্য, যুগান্তর সমিতির সদস্য, সেলুলারের বন্দি হরিবল চক্রবর্তী। সম্ভবত ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের কনিষ্ঠতম সভাপতি। তাম্রপত্র নেননি। দোকান দিয়েছিলেন মদনমোহন মন্দিরের পাশে। টাকাগাছে একটা আলপথও তাঁর নামে নেই।

'পাহাড়ের গান্ধি' দলবাহাদুর গিরির মৃত্যু শতবর্ষ নীরবে পার হয়ে গেল। টুঙ্গিদিঘির চুহালাল সিং-এর তথ্য না হয় খোঁজের অতীত, কিন্তু প্রধাননগরের জগদীশচন্দ্র সাহা, জলপাইগুড়ির শান্তিলতা দেবীর উত্তরসূরিদের দুয়ারে এই দিনগুলোতে একটা ফুল পৌঁছায়?

স্বাধীনতা সংগ্রামীর ধারণাটা আমাদের মগজে লোডেড নেতৃত্বের ভজনা। এই মহিম সাফল্য অগণনের অংশগ্রহণের পরিণাম। তাঁদের নামফলক কোথায়? অমৃত মহোৎসবও কি তাঁদের জন্য ব্যাকুল হয়েছে? অনেক তথ্য হারালেও কোচবিহারের ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা কমিটি উত্তরবঙ্গের বিরাট ধারাকে মলাটবন্দি করেছে।

বর্তমানের নিরিখে স্বাধীনতা সংগ্রামীর শবদেহে জাতীয় পতাকা দেওয়ার লোক নেই বললেই হয়। শুধু ফেসবুক পোস্টেই যাবতীয় শোক ঝেড়ে ফেলা প্রজন্ম ইতিহাসের সামনে দাঁড়ানোর সৎসাহস পাবে? আদমশুমারি নাম মুছলে দায়বদ্ধতার ঋণ চুকে যায়?

*(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক ও সাহিত্যিক)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫০

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ৫ | | | | | |
| ৬ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ৭ | | ৮ |
| ৯ | | ১০ | | ১১ | | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১২ | | | ★ | ১৩ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। সহজসাধ্য কাজ ৩। সমস্ত, সবটুকু ৫। আয়ব্যয়ের হিসাব ৬। অভিজাত ব্যক্তিদের ব্যবহারের বড় নৌকা ৭। যে সময় পর্যন্ত, যতকাল ৯। বাকপটু, বাক্যবাগীশ ১২। মহুয়া ফুল ফল ও তার গাছ ১৩। জ্বালাজনক জিনিসের স্পর্শে অস্বস্তিবোধ, চঞ্চলতা,অস্থিরতা প্রকাশ।

**উপর-নীচ :** ১। যে কথা লোকের মুখেমুখে রটে যায় ২। সুন্দর ও ছিপছিপে গড়ন ৩। নির্লজ্জ ৪। নীল ও হলুদ মেশানো রং, পাঁশুটে রং, মেটে রং ৫। বার্ধক্য, বার্ধক্যের শিথিল বা স্থবির অবস্থা ৭। খ্যাতি, কীর্তি, সুনাম ৮। চলাফেরা, স্পন্দন, যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে না হওয়া, ৯। বাঁকা, অল্প বাঁকা, কুটিল ১০। নতুন ১১। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি, পণ্ডিত।

**সমাধান ■ ৪০৪৯**

**পাশাপাশি :** ১। আরাত্রিক ৩। জবান ৫। ককবরক ৭। মদত ৯। বনাত ১১। বালিকাবধূ ১৪। ইলাকা ১৫। টকাটক।

**উপর-নীচ :** ১। আত্মারাম ২। কটক ৩। জবাব ৪। নর্তক ৬। রটনা ৮। দম্ভোলি ১০। তকতক ১১। বালাই ১২। কালিকা ১৬। ধূলোট।

## বিন্দুবিসর্গ

বিরোধী সব সংশোধনীই বাতিল

# ওয়াকফ বিলের খসড়া অনুমোদন

নবনীতা মণ্ডল

**নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি :** বিরোধীদের আপত্তি উড়িয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের নতুন খসড়া অনুমোদন পেল। কমিটির প্রস্তাবিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী হল, 'ওয়াকফ বাই ইউজার'-এর ভিত্তিতে বিদ্যমান ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। তবে নতুন সংস্করণে এই ধারা অপসারণ করা হবে, যদি সেই সম্পত্তি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

এদিন ১৬:১০ অনুপাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজেপি এবং তাদের সহযোগী দলগুলির সাংসদরা যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি জমা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ১৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সোমবার সংসদের যৌথ কমিটি বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের প্রস্তাবিত সকল সংশোধনী গ্রহণ করেছে। তবে বিরোধী দলের সদস্যদের জমা দেওয়া সবকটি সংশোধনীই বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল জানিয়েছেন, ৬ মাস আলোচনার পর প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে সংশোধনী প্রস্তাব চাওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, 'সোমবার কমিটির শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মোট ৪৪টি সংশোধনী জমা পড়ে। বৈঠকে বিশদ আলোচনা ও চর্চার পর ১৪টি সংশোধনী গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত সংশোধনীর পক্ষে ১৬টি ভোট এবং বিপক্ষে ১০টি ভোট পড়েছে।'

সূত্রের খবর অনুযায়ী, ১৪টি পরিবর্তন অনুমোদনের বিষয়ে ভোটাভুটি আগামী ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট ৩১ জানুয়ারির মধ্যে জমা পড়বে। জগদম্বিকা পালের দাবি, বৈঠকে প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। যদিও এর বিরোধিতায় সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রের এক কালো দিন আজ। কোনওরকম আলোচনার সুযোগ না দিয়ে পাশ করানো হল খসড়া বিল।' তাঁর মতে, 'সরকারের যদি এটাই সিদ্ধান্ত তাহলে ৮ মাস ধরে এই প্রহসন এবং অর্থ অপচয়ের কি প্রয়োজন ছিল?'

> বৈঠকে বিশদ আলোচনার পর ১৪টি সংশোধনী গ্রহণ করা হয়েছে। এর পক্ষে ১৬টি ভোট এবং বিপক্ষে ১০টি ভোট পড়েছে।
>
> **জগদম্বিকা পাল**
> *জেপিসি চেয়ারম্যান*

> গণতন্ত্রের এক কালো দিন আজ। কোনওরকম আলোচনার সুযোগ না দিয়ে পাশ করানো হল খসড়া বিল।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *তৃণমূল সদস্য*

সোমবার সকালে সংবাদমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, 'বৈঠক শুরুর মাত্র ৪১ মিনিট আগে আমি সংশোধনীর তালিকা সংক্রান্ত নথি হাতে পেয়েছি। প্রস্তাবিত সংশোধনী পর্যালোচনা করার মতো যথেষ্ট সময় পাইনি।'

কংগ্রেস সাংসদ সৈয়দ নাসির হুসেন বলেন, 'জেপিসির বৈঠক শুরুর পর থেকেই স্টেকহোল্ডারদের ডাকা হয়েছিল। তাঁদের ৯৫-৯৮% এই বিলের বিরোধিতা করেন... কিন্তু চেয়ারম্যান বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল, তা আমাদের বলা হয়নি। কোনও আলোচনা হয়নি। ক্লজ-টু-ক্লজ আলোচনা সাধারণত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠকের পরে হয়, কিন্তু এখানে তা হয়নি। আমাদের আলোচনার নথি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আমরা সংশোধনী জমা দিয়েছিলাম। কোনও আলোচনা ছাড়াই সংশোধনী সরাসরি ভোটাভুটির জন্য তুলে দেওয়া হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া উপেক্ষা করে চেয়ারম্যান বিলে ছোট পরিবর্তন করে এগিয়ে দেন। কোনও আলোচনা হয়নি। পুরো জেপিসি প্রক্রিয়াটাই প্রহসন।'

গান্ধি যখন রাজধানীর রাজপথে... প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মহাত্মা গান্ধি সেজে হাঁটছেন একজন। রবিবার, নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই

মহাকুম্ভে যোগী

## রামদেবকে নিয়ে ডুব অমিত শা'র

**প্রয়াগরাজ, ২৭ জানুয়ারি :** মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে সঙ্গমে ডুব দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সোমবার পুণ্যস্নানে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং যোগগুরু বাবা রামদেব। এছাড়া বেশ কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসীও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। অমিত শা'র মাথায় জল ঢালতে দেখা যায় তাঁর আশপাশে থাকা সাধুদের। স্নানের পর ছেলে জয় শা ও নাতিকে নিয়ে গঙ্গা আরতিতে যোগ দেন অমিত শা। করেন পুজোপাঠ।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এদিন বেলা ১১টা নাগাদ প্রয়াগরাজে সপরিবারে হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা। সেখান থেকে প্রথমে হেলিকপ্টার ও পরে স্টিমারে চেপে মহাকুম্ভের আরেল ঘাটে পৌঁছোন অমিত শা। প্রায় ৫ ঘণ্টা মহাকুম্ভে ছিলেন তিনি। অমিত শা'র কুম্ভ সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এক জনসভায় বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা এত পাপ করেছেন যে তাঁরা ১০০টি জীবনরেখার পরেও স্বর্গে যেতে পারবেন না।... বিজেপি নেতারা একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। পবিত্র স্নানকে দৌড়ের অংশ হিসাবে দেখছেন।' কংগ্রেস নেতার কটাক্ষ, 'আরে ভাই, গঙ্গা মে ডুবকি লেনে সে গরিবি দূর হোতি হ্যায় কেয়া?' অর্থাৎ, গঙ্গায় ডুব দিলেই কি দারিদ্র্য দূরীকরণ হয়ে যাবে? তবে তাঁর বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক হতে পারে বুঝে ওই সভাতেই ধর্মীয় অনুভূতিতে অনিচ্ছাকৃত আঘাতের জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন খাড়গে।

> গঙ্গায় ডুব দিলেই কি দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে?
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**

# এসএসসি সুপ্রিম শুনানি ফেব্রুয়ারিতে

**নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি :** শেষের পথে সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি। ১০ ফেব্রুয়ারি মামলার শুনানি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। সোমবার হওয়া শুনানিতে মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শোনা হয় প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে। মামলাকারীদের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিম প্রমুখ। তবে বহু আলোচনা, সওয়াল-জবাবের পরেও এসএসসির ২৬ হাজার পদের প্যানেলে থাকা যোগ্য এবং অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আলাদা করার কোনও রাস্তার সন্ধান মেলেনি। বরং উঠেছে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব।

ফের পরীক্ষা?

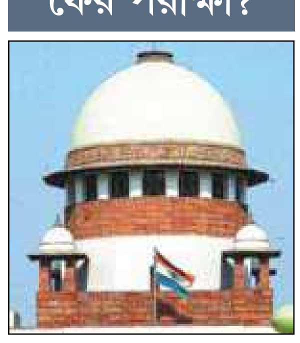

আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য যুক্তি দেন, তদন্তের মাধ্যমে যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা সম্ভব না হলে আবার পরীক্ষা নেওয়া হোক। তাহলেই বোঝা যাবে কারা শিক্ষক, অশিক্ষক পদের যোগ্য। ২০১৬-তে যাঁরা পরীক্ষায় বসেছিলেন তাঁদের সবাইকে ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার পক্ষে জোরদার সওয়াল করেন বিকাশরঞ্জন। যেসব আবেদনকারীর বয়স ৪০ বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে তাঁদেরও পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী সিপিএমের আইনজীবী নেতা।

এসএসসি দুর্নীতির উদাহরণ হিসাবে একাধিক পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরে অসংগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। রুদ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য নামে এক পরীক্ষার্থীর কথা উল্লেখ করেন বিকাশরঞ্জন জানান, ওএমআর শিটে তিনি মাত্র ২৩ নম্বর পেয়েছিলেন। কিন্তু এসএসসির সার্ভারে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৫৩। তিনি বলেন, 'এটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি যা এমনভাবে সংগঠিত হয়েছে যাতে কেউ অবৈধ নিয়োগের হদিস না পায়। হাইকোর্টে কারা যোগ্য এবং কারা অযোগ্য এটা বার করা সম্ভব হয়নি। কতজন পরীক্ষার্থী অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন তাও নির্দিষ্ট করা যায়নি।'

সওয়াল-জবাব চলাকালীন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, তবে কি প্যানেলে নাম থাকা অনেকে পরীক্ষা না দিয়েও চাকরি পেয়েছেন? বিকাশরঞ্জন বলেন, 'গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। তাই পুরো প্যানেল বাতিল হওয়া উচিত।... রাজ্য সরকার, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কথা বলেছে। কারও সঙ্গে কারও বক্তব্যের সংগতি পাওয়া যাচ্ছে না।' আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, 'এসএসসি-প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মোট ৪ বার কাউন্সেলিং হয়েছে। যা নিয়মবিরুদ্ধ। গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াই নিয়ম বহির্ভূতভাবে হয়েছে। নম্বর বিভাজন ছাড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।' এসএসসিকে ৫০০ কোটি টাকা জরিমানা করার প্রস্তাবও এদিন উঠেছে।

## গুলেন-বারি সিন্ড্রোমে মৃত ১, আক্রান্ত ১০১

**পুনে, ২৭ জানুয়ারি :** কার্যত বিরল এক স্নায়ুরোগ ছড়িয়ে পড়েছে মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায়। শনিবার সোলাপুর জেলায় গুলেন-বারি সিন্ড্রোম (জিবিএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। ইতিমধ্যে পুনেতে ওই বিরল স্নায়ুরোগে আক্রান্তের সংখ্যা শতাধিক বলে জানিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। এই প্রথম মহারাষ্ট্রে জিবিএস-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল বলে তারা মনে করছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তি (৪০) সোলাপুরের বাসিন্দা। পুনেতে এসে তিনি জিবিএস-এ আক্রান্ত হন। পরে সোলাপুরে ফিরে মারা যান। তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে ডায়ারিয়া, কাশি ও জ্বর-সর্দিকাশির মতো উপসর্গে ভুগছিলেন। ১৮ জানুয়ারি একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। সোলাপুর সরকারি মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্ত শেষে ডাক্তাররা জানান, 'প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ জিবিএস। মৃতের মস্তিষ্ক, রক্ত এবং অন্ত্রের টিস্যু পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট ১৫ দিনের মধ্যে আসবে।'

পুনেতে এখনও পর্যন্ত জিবিএস-এ আক্রান্ত ১০১ জনের মধ্যে ৬৮ জন পুরুষ ও ৩৩ জন মহিলা। এঁদের মধ্যে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখতে হয়েছে ১৬ জনকে। এই অবস্থায় মৃত্যুর খবরে উদ্বেগ বেড়েছে সরকারের। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নজর রাখছে পরিস্থিতির উপর।

# লাদাখ সীমান্ত নিয়ে আলোচনা ভারত-চিনের

**বেজিং, ২৭ জানুয়ারি :** দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মসৃণ করে তুলতে চিন সফরে গিয়েছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। সোমবার তিনি বৈঠক করলেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে। লাদাখ সীমান্ত নিয়ে ঐকমত্যের বাস্তবায়ন, রাজনৈতিক, আর্থিক ও দু'দেশের মানুষের মধ্যে জিয়াংচাওয়ের সঙ্গেও আলোচনা চালিয়েছেন বিক্রম মিশ্রি। লিউ জানিয়েছেন, দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি, স্বাস্থ্যকর ও স্থিতিশীল উন্নয়নের পাশাপাশি আঞ্চলিক এবং সাধারণ বিষয়গুলি নিয়েও কথা বলেছেন তাঁরা।

সংযোগ বাড়ানো নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার পর চিনের বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আমরা অর্ধেক পথ এগিয়েছি।' তিনি এও বলেছেন, 'দুই পড়শি রাষ্ট্রের পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়গুলির অন্বেষণে আমাদের আরও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন হতে হবে।'

চিনের উপ-বিদেশমন্ত্রী সান উইডং, সিপিসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান লিউ

২০২০ সালের মে মাসে ভারত-চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন পূর্ব লাদাখে চিনা সেনার আচমকা অনুপ্রবেশ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। গালওয়ান সংঘর্ষের পর তা প্রায় যুদ্ধের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। সেই জায়গা থেকে সম্পর্কের উত্তরণ ঘটাতে দস্তুর মতো চেষ্টা চালিয়েছে নয়াদিল্লির সাউথ ব্লক। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মেরামতির একটি পদক্ষেপ হল বিক্রম মিশ্রির এই দু'দিনের চিন সফর। ২৬ জানুয়ারি তিনি বেজিংয়ে পৌঁছোন।

## উপকূলে মৃত কচ্ছপের সারি

**চেন্নাই, ২৭ জানুয়ারি :** তামিলনাড়ুর চেন্নাই উপকূলে শয়ে শয়ে ভেসে এসেছে বিরল প্রজাতির অলিভ রিডলে কচ্ছপ। গত এক মাসে একহাজার পেরিয়েছে। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন পরিবেশকর্মী এবং বিজ্ঞানীরা।

প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরে এই কচ্ছপদের বাস। এরা ডিম পাড়তে উপকূলে আসে। ময়নাতদন্তে জানা গিয়েছে, ডুবে মৃত্যু হয়েছে কচ্ছপগুলির। ৪৫ মিনিট পর্যন্ত জলের নীচে থাকে তারা। মনে করা হচ্ছে, মাছ ধরার জালে আটকে আর জলের ওপর উঠতে পারেনি কচ্ছপগুলি।

# উত্তরাখণ্ডে চালু হল অভিন্ন দেওয়ানি আইন

**দেরাদুন, ২৭ জানুয়ারি :** সোমবার থেকে উত্তরাখণ্ডে চালু হয়ে গেল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এই আইনে বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ও লিভ ইন সম্পর্কের মতো ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে ধর্ম নির্বিশেষে একীভূত করা হয়েছে। এই বিধি অনুযায়ী হিন্দুদের 'বহুবিবাহ' এবং মুসলিমদের 'হালালা' নিষিদ্ধ।

উত্তরাখণ্ড প্রথম রাজ্য হিসেবে এই আইন কার্যকর করল। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী এই বিষয়ে একটি অনলাইন পোর্টাল এবং নিয়মাবলির উদ্বোধন করে বলেন, 'এই বিধি কার্যকর করার ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। সেটা আমরা করেছি। এই বিধি সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করবে।' রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'ইউসিসি দেশের সুশৃঙ্খল, উন্নত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

নতুন বিধি বলছে, লিভ ইন বা একত্রবাস করতে হলে এখন থেকে যুগলকে রেজিস্ট্রেশন (যা কিছুটা বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের মতো, তবে সম্পূর্ণ আলাদা একটি রেজিস্ট্রেশন) করাতে হবে। নিয়ম না মানলে বা রেজিস্ট্রেশনে কোনও ভুল তথ্য দিলে হতে পারে জেলও। তিন মাসের কারাবাস কিংবা ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে যুগলের। কেউ যদি একত্রবাসের রেজিস্ট্রেশন করাতে এক মাসের বেশি দেরি করেন, তা হলেও শাস্তি পেতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে তিন মাসের জেল কিংবা ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দু'ধরনের সাজা হওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অনুযায়ী বিয়ের মতো প্রায় একই ধাঁচের রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে

একত্রবাসের জন্যও। একত্রবাসে থাকা যুগল কোনও সন্তানের জন্ম দিলে, তাকে যুগলের সন্তান হিসাবে আইনি বৈধতা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে নতুন বিধিতে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যাতে ওই সন্তান সমানাধিকার পায়, তা নিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২১ বছরের কম বয়সি যুগল একত্রবাসে থাকলে তাঁদেরও প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়া একত্রবাসের রেজিস্ট্রেশন করাতে পারবেন না ২১ বছরের কম বয়সি যুগলরা।

## বন্ধু ট্রাম্পকে ফোন মোদির

**নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেওয়ার পর টেলিফোনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ট্রাম্পকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে সম্বোধন করে মোদি জানিয়েছেন, তিনি চান নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন একসঙ্গে কাজ করুক। আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর এই প্রথম দুই গণতান্ত্রিক দেশের নেতা টেলিফোনে কথা বললেন। সূত্রের খবর, দুই নেতা টেলিফোনে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকায় বেআইনিভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের গ্রেপ্তারির ঘটনায় গতি এসেছে। নানা জায়গায় চলছে তল্লাশি। শনিবার ব্রাজিল থেকে আসা বেআইনি অভিবাসীদের হাতকড়া পরিয়ে দেশে পাঠানোর ছবি সমাজমাধ্যমে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিমানে বসে ৮৮ জন ব্রাজিলীয় শরণার্থী। তাঁদের পাহারা দিচ্ছেন ১৬ জন মার্কিন নিরাপত্তাকর্মী। শরণার্থীদের সকলের হাতে হাতকড়া। ঘটনার প্রতিবাদে সরব ব্রাজিল। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, অভিবাসীদের অসম্মান করেছে আমেরিকা। তাঁদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এব্যাপারে মার্কিন সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।

**প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর**

সোমবার নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সির একাধিক গুরদোয়ারায় তল্লাশি চালিয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)। তাদের দাবি, দুই জায়গার কয়েকটি গুরদোয়ারায় কট্টরপন্থী শিখদের প্রভাব রয়েছে। সেখানে বহু বেআইনি অভিবাসীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ডিএইচএসের মুখপাত্র বেঞ্জামিন হফম্যান বলেন, 'এই পদক্ষেপ আমাদের আধিকারিকদের অভিবাসন আইন প্রয়োগ করতে এবং খুন, ধর্ষণে অভিযুক্ত অবৈধ বিদেশিদের গ্রেপ্তারিতে সাহায্য করবে।' এদিকে ডিএইচএসের গুরদোয়ারা অভিযানের তীব্র বিরোধিতা করেছে আমেরিকার শিখ সংগঠনগুলি।

সইফ কাণ্ড

## পুলিশের ভুলে জীবন বরবাদ নির্দোষ তরুণের

**মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি :** কবি লিখেছিলেন, 'পুলিস একবার যে চারায় অল্পমাত্র দাঁত বসাইয়াছে সে চারায় কোনও কালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে।' পুলিশের ছোঁয়া-লাগা মানুষের জীবন যে কীভাবে ছারখার হয়ে যায়, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বছর একত্রিশের তরুণ আকাশ কৈলাস কানোজিয়া। পুলিশের ভুলে জীবন বরবাদ হতে বসেছে নির্দোষ তরুণের।

এরই মধ্যে চলছে অন্য নাটক। খুকুমণি জাহাঙ্গির শেখ নামে এক মহিলাকে নদিয়ার চাপড়া থেকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই একটি টিম।

**নদিয়ায় গ্রেপ্তার মহিলা**

১৮ জানুয়ারি ছত্তিশগড়ের দুর্গ রেলস্টেশন থেকে আটক করা হয় আকাশকে। তিনি জানিয়েছেন, সইফ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত বাংলাদেশি নাগরিক শরিফুল ইসলাম শেহজাদ ধরা পড়ার পর তাঁকে পুলিশ ছেড়ে দিলেও ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। শুধু যে বিয়ে ভেঙে গিয়েছে তা নয়, চাকরিও গিয়েছে আকাশের।

আকাশের অভিযোগ, 'পুলিশ আমাকে শুধু আটকই করেনি। আমার ছবি দিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে বিবৃতিও দিয়েছিল। আমার ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। তার ফলে আমার চাকরি গিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে বিয়ের সম্বন্ধও।' আকাশের দাবি, পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায়ে বেধড়ক মারধর করে। কোনও তথ্য খতিয়ে না দেখেই সংবাদমাধ্যমের কাছে বিস্তারিত তথ্য তুলে দেয়। অকারণ রোষের মুখে পড়েন আকাশ। হেনস্তার মুখোমুখি হতে হয় তাঁর পরিবারকেও। তাঁর প্রশ্ন, 'অভিনেতার বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে যাঁর ছবি দেখা যায়, তাঁর তো দাড়িগোঁফ ছিল না। আমার রয়েছে। পুলিশ এটাও দেখতে পেল না?' মুম্বইয়ে একটি ভ্রমণ সংস্থায় গাড়ি চালানোর কাজ করতেন আকাশ। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলেন, এবার বিয়ে করবেন। স্থির হয়ে গিয়েছিল সম্বন্ধও। ১৭ জানুয়ারি ট্রেনে তিনি যাচ্ছিলেন হবু শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু 'উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপিয়ে সব ভেস্তে দিল পুলিশ। এর কী ক্ষতিপূরণ হবে, প্রশ্ন আকাশের।

অন্যদিকে হামলাকারী এবং ধৃত আদৌ এক ব্যক্তি কি না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

# ঘরে ফিরছেন মুক্ত প্যালেস্তিনীয়রা

## গাজার বাসিন্দাদের জর্ডন-মিশরে স্থানান্তরের প্রস্তাব ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন ও তেল আভিভ, ২৭ জানুয়ারি :** গাজা 'খালি' করার প্রস্তাব দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! তাঁর প্রস্তাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। ট্রাম্পের যুক্তি, ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষের জেরে গোটা গাজা শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেটি আর বসবাসের যোগ্য নয়। গাজার বাসিন্দাদের তাই জর্ডন ও মিশরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। এই স্থানান্তর সাময়িক নাকি চিরস্থায়ী সেই ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি মার্কিন শীর্ষনেতা। জর্ডন ও মিশর পত্রপাঠ প্রস্তাবটি খারিজ করে দিলেও নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি ট্রাম্প। জানিয়েছেন, গাজার বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জর্ডনের রাজার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন তিনি।

ট্রাম্প বলেন, 'গাজা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। আমি চাই আপনি আরও বেশি করে দায়িত্ব নিন। গাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার ধারণা খুব পরিষ্কার।' মিশরের প্রেসিডেন্টকেও গাজার বাসিন্দাদের আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন বলে দাবি ট্রাম্পের।

তিনি আরও বলেন, 'আপনারা ১৫ লক্ষ লোকের কথা জানেন, তাঁদের সরিয়ে নিতে হবে। কারণ, ওখানে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। আমি আরব দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা করছি যাতে অন্য কোথাও প্যালেস্তিনীয়দের বসতি তৈরি করা যায়। এমন এক জায়গা যেখানে তাঁরা শান্তিতে বসবাস করতে পারেন।'

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েই ট্রাম্প বিভিন্ন দেশকে দেওয়া মার্কিন সাহায্য বন্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ইজরায়েল ও মিশর। গাজার বাসিন্দাদের স্থানান্তরের জন্য ট্রাম্প যে প্রস্তাব দিয়েছেন, ঘটনাচক্রে তার সঙ্গেও ২টি দেশের যোগ রয়েছে। গাজার বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে হামাস। তাদের রাজনৈতিক শাখার সদস্য বাসেম নাইম বলেন, 'প্যালেস্তিনীয়রা কখনই স্থানান্তরের প্রস্তাব মানবেন না। এমনকি সৎ উদ্দেশ্যে করা হলেও আমরা গাজা ছেড়ে যাব না।' জর্ডনের বিদেশমন্ত্রী আয়মান সাফাদি বলেন, 'প্যালেস্তিনীয়দের নিজেদের মাটি ছাড়তে বাধ্য করার বিষয়টি আমরা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করি। সেই অবস্থান থেকে সরে আসার প্রশ্ন নেই।' মিশরের বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আমরা প্যালেস্তিনীয়দের উচ্ছেদকে মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বলে মনে করি।' ট্রাম্পের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন ওয়েস্টব্যাংক ভিত্তিক প্যালেস্তিনীয় প্রেসিডেন্ট মেহমুদ আব্বাসও। তিনি বলেন, 'আমাদের লোকরা অবিচল থাকবেন। তাঁরা কিছুতেই নিজেদের জমি ছাড়বেন না।' সরব আমেরিকার ডেমোক্র্যাট পার্টি। সেদেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, 'কেউ প্যালেস্তিনীয়দের গাজা ছাড়তে বাধ্য করতে পারে না। সেটা উচিতও নয়।'

ট্রাম্পের বক্তব্যকে জাতিগত নির্মূলীকরণের চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করেছে আরব লিগ। এদিকে স্থানান্তর বিতর্কের মধ্যেই উত্তর গাজার উদ্বাস্তুদের ঘরে ফেরার অনুমতি দিয়েছে ইজরায়েল। এদিন কাতার সরকার জানিয়েছে, বন্দি মুক্তি নিয়ে সমঝোতায় ইজরায়েল-হামাস। এর ফলে যুদ্ধবিরতি নিয়ে তৈরি হওয়া সংকট কেটে গিয়েছে।

# ধস শেয়ার বাজারে

**মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি :** সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনেই বড় অঙ্কের পতন হল শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স ৮২৪.২৯ পয়েন্ট নেমে ৭৫৩৬৬.১৭ পয়েন্টে এবং নিফটি ২৬৩.০৫ পয়েন্ট নেমে ২২৮২৯.১৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। এই পতনে একদিনে লগ্নিকারীদের ১০ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ মুছল।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে বেশ কয়েকটি সংস্থার খারাপ ফল, বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রি, ১ ফেব্রুয়ারির সাধারণ বাজেট ঘিরে অনিশ্চয়তার কারণে শেয়ার বাজারে পতন চলছে। এর পাশাপাশি ২৮-২৯ জানুয়ারি সুদের হার নির্ধারণে বৈঠকে বসবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। ওই বৈঠকে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হতে পারে, এই আশঙ্কায় হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করছেন লগ্নিকারীরা।

## প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর পুনর্মিলনে
# সহজ পাঠের গাথা

### শিলবাড়িহাট আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়

**সুভাষ বর্মন**

টিনের চালাঘর। দরমার বেড়া। মাটির মেঝে। বসার জন্য বাড়ি থেকে চটের বস্তা নিয়ে আসতে হত। তারপর ধীরে ধীরে ছবিটা বদলেছে। তৈরি হয়েছে পাকা ঘর। স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে গলা ভারী হয়ে আসছিল প্রসেনজিৎ দত্ত, প্রবীর কর, সুপর্ণা দে'র। ওঁরা পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট আরআর প্রাইমারি স্কুলের প্রাক্তনী। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে শিক্ষার ভিত গড়ে তোলে এই প্রতিষ্ঠান। তাই এলাকার ইতিহাসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে স্কুলের নাম।

দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন শিলতোর্ষা নদীর পূর্বদিকের বাজারের নাম ছিল শিলবাড়িহাট। একবার নদীভাঙনের জেরে বাজারের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তখন সেখান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে অনেকেই চলে আসেন বর্তমান পলাশবাড়িতে। তার আগে এখানে সেরকম জনপদ ছিল না। তবে শিলবাড়িহাট বাজারের নাম অপরিবর্তিত রয়ে যায়। এলাকায় শিক্ষার প্রসারের স্বার্থে ১৯৪৯ সালে স্থাপিত হয় শিলবাড়িহাট রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন প্রাইমারি স্কুল। সেটাই ছিল পলাশবাড়ির প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেই স্কুলটি এখন যেন বটবৃক্ষ। তিন প্রজন্ম ধরে এই স্কুলে 'অ, আ' শিখেছেন অনেকে। গতবছর শুরু হয়েছিল বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন, যার সমাপ্তি হল এবছরের ১৯ জানুয়ারি।

২০২৪ সালের ২২ ডিসেম্বর শোভাযাত্রার পর প্রাক্তনীদের ক্রিকেট ম্যাচ হয়। উদযাপনের দ্বিতীয় ধাপে পড়ুয়াদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল ২০২৫-এর ১২ জানুয়ারি। সেদিন অভিভাবকদের দৌড় প্রতিযোগিতাও নজর কাড়ে সবার। শেষ পর্যায়ে দু'দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় ১৮ জানুয়ারি। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শামিল হয় পড়ুয়ারা। স্কুলের শিক্ষিকা রুবি মোহন্তের রচিত 'গৌরবময় পঁচাত্তর বছর' কবিতা পাঠ করে তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া রুদ্রনীল গোস্বামী। নজরুল নৃত্য পরিবেশন করে আরেক পড়ুয়া সৃষ্টি দত্ত। শ্রেণিকক্ষের ভেতরে পড়ুয়াদের তৈরি সৌরজগৎ, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের মডেলের প্রদর্শনী প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়।

মঞ্চে 'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও' নামে নির্বাক নাটক পরিবেশন করে ছাত্রছাত্রীরা। মালির ভূমিকায় ছিল সাহেব আলি ব্যাপারী, নলকূপের চরিত্রে রাজবীর দাস, কাঠুরে রুদ্রনীল গোস্বামী ও গাছের ভূমিকায় সাতজন। খেলার সঙ্গীর ভূমিকায় অভিনয় করে বারোজন পড়ুয়া। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে জেলা বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুর করিম, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ দিনের অনুষ্ঠান ছিল প্রাক্তনীদের নিয়েই। সেদিন ব্যান্ডপার্টি সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গোটা এলাকা পরিক্রমা করে। তারপর হয় প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন। সেখানে নস্টালজিয়ায় গা ভাসান অনেকে। স্বপ্না নন্দীর গলায় 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা...' গানে তাল মেলান মঞ্চে উপস্থিত বাকি প্রাক্তনীরা। আবৃত্তি পাঠ করেন ১৯৭৬ সালের ব্যাচের সুপর্ণা দে। ১৯৬৭ সালের প্রবীর কর, ১৯৭৭ সালের চন্দন দাসও সংগীত পরিবেশন করেছেন। উদযাপন কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রসেনজিৎ দত্ত ১৯৬৮ সালের ব্যাচের। তাঁর কথায়, 'বাড়ি থেকে চটের বস্তা নিয়ে এসে স্কুলের মেঝেতে বসে বই পড়তাম। সেই স্মৃতি ভোলার নয়।'

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নিখিলরঞ্জন বিশ্বাস ১৯৭৫ সালের ব্যাচের। তাঁর স্মৃতিতে আজও তাজা সহজ পাঠ কবিতা মুখস্থ বলতে না পারার কথা। বলছিলেন, 'দ্বিতীয় শ্রেণিতে এক ক্লাসে সহজ পাঠ কবিতাটি সম্পূর্ণ মুখস্থ বলতে পারিনি। মির্জা মাঝি নামে আমার এক সহপাঠী বলেছিল।' মির্জাও পুনর্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এখন পেশায় শ্রমিক। সহজ পাঠের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন তিনি। রাতে আমন্ত্রিত শিল্পী সুকান্ত নগরবাউল ও অনন্যা দাসের সংগীতানুষ্ঠান ছিল।

এত পুরোনো স্কুলেও পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর ভুঁইয়া জানালেন, এখন মোট পড়ুয়া ২৬৮ জন। আরও শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন। পড়ুয়াদের বারান্দায় বসে মিড-ডে মিল খেতে হয়। তাই আরও বড় ডাইনিং হল দরকার। প্রয়োজন শৌচাগারও।

### কান্তিদীঘি কুমারপাড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

# উচ্চশিক্ষার বঞ্চনা ঠেকাতে প্রতিষ্ঠা

**কৌশিক দাস**

গরুমারা জাতীয় উদ্যান লাগোয়া নেওড়া গ্রাম, নেওড়া নদী চা বাগান, বাঁশবাড়ি, হাজার ৬৪-র মতো প্রান্তিক গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর পর উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে দেখে এলাকায় হাইস্কুল স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেন শিক্ষানুরাগীরা।

প্রয়াত শচীন্দ্রনাথ রায়, প্রয়াত নগেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ কয়েকজন মিলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কমিটি গঠন করে প্রথমে পার্শ্ববর্তী প্রাইমারি স্কুলের একটি ঘর এবং ৭ জন পড়ুয়াকে নিয়ে শুরু হয়েছিল পথ চলা। এরপর প্রয়াত অঘনেশ্বরী রায়ের দান করা জমিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয় গড়তে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বহু স্থানীয়।

১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৪ সালের ২ জানুয়ারি সরকারি অনুমোদন মেলে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে দোলনচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় যোগদান করেন। এরপর ২০০৯ সালে মাধ্যমিক এবং ২০১৫-তে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত হয় কান্তদীঘি কুমারপাড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা ৬০০। ৫০ বছর আগে যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তা আজ মহীরুহে পরিণত।

২০ থেকে ২২ জানুয়ারি, তিনদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে। প্রথম দিন জাতীয় পতাকা এবং সুবর্ণ জয়ন্তীর পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিথিরা।

প্রথম দিন রবীন্দ্রসংগীত এবং নজরুলগীতি পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। স্কুলের শিক্ষিকাদের পরিবেশিত শ্রুতিনাটক ছিল অন্যতম আকর্ষণ। দ্বিতীয় দিনের সূচিতে ছিল, বহিরাগত শিল্পীদের বিহু ও ভাওয়াইয়া নৃত্য। শেষ দিনেও জমজমাট অনুষ্ঠান হয়েছে।

প্রশংসিত হয়েছে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মিহির রায়ের 'সঞ্চয়নী' কবিতা পাঠ। কমলেশ ওরাওঁয়ের 'অমল ও দইওয়ালা' পাঠ মন জয় করে নেয় সকলের। নজর কেড়েছে পড়ুয়া ঊষশ্রী সাহার রবীন্দ্রসংগীত এবং 'উঠান ভরা আলপনা' গানে একদল ছাত্রীর পরিবেশিত লোকনৃত্য।

অনুষ্ঠানে এসে প্রাক্তনী মঙ্গল ওরাওঁ নিজের স্কুল জীবনের কথা বলতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছিলেন বারবার। আরেক প্রাক্তনী অপু রায় দীর্ঘদিন বাদে

### সুবর্ণ জয়ন্তী

বিদ্যালয়ে এসে পুরোনো শিক্ষক-শিক্ষিকার দেখা পেয়ে ভীষণ খুশি।

তবে এত আনন্দের মাঝেও আক্ষেপের সুর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কৃষ্ণা ছেত্রীর গলায়। বলছিলেন, 'এই পঞ্চাশ বছরে সুসজ্জিত ক্লাসরুম, লাইব্রেরি ইত্যাদি সব হয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন পড়ুয়া সংখ্যা কমে যাওয়ায় চিন্তা বাড়ছে। করোনাকালে ফার্স্ট জেনারেশন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়াশোনার যে গ্যাপ তৈরি হয়েছে, তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে গ্রামে। অষ্টম পাশের পরই ছেলেদের মধ্যে বাইরে কাজে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তবে কন্যাশ্রী এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার সৌজন্যে ছাত্রীরা স্কুলমুখী।'

এসবের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাবও বিদ্যালয়ের অন্যতম সমস্যা বলে স্বীকার করলেন তিনি।

# শোভাযাত্রায় বৈরাতি নৃত্য, চোরচুন্নির গান

**শতাব্দী সাহা**

রজত জয়ন্তী উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানমঞ্চে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালের প্রধান শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের। বলছিলেন, 'নিজস্ব কোনও ঘর ছিল না। চৌরঙ্গী নেতাজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে মর্নিং সেশনে স্কুল চলত। ২৫ বছরে পা দেওয়া সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আজ তিনতলা ভবন। কৃষিজমি ও চা বাগান অধ্যুষিত সীমান্তবর্তী চৌরঙ্গীর খেটে খাওয়া মানুষের সন্তানদের পড়াশোনার স্বার্থে তৈরি হয়েছিল বিদ্যালয়টি।'

২০ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত বসেছিল অনুষ্ঠানের আসর। প্রথমদিন সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পরিবেশিত হয়েছে বৈরাতি নৃত্য, বহুরূপী নাচ এবং চোরচুন্নির গান। পা মিলিয়েছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া আর অভিভাবকরা। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চের উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, মেখলিগঞ্জ ব্লকের বহু বিশিষ্টজন এবং রজত জয়ন্তী উৎসবের কর্মকর্তারা। ২২ জানুয়ারি রাতে নীলাঞ্জনা রায়ের সংগীতানুষ্ঠান দিয়ে শেষ হয়েছে উৎসব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস শোনান চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান সিরাজুল ইসলাম। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'একসময় চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতে একমাত্র হাইস্কুল ছিল চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়। আশপাশের নানা এলাকা থেকে পড়ুয়ারা সেখানে আসত। চৌরঙ্গীর ছেলেমেয়েদের দশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হত ওখানে যেতে। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা

এতটা ভালো ছিল না। যাতায়াত সহ বিভিন্ন অসুবিধার কারণে মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে অনেকে। সেই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন প্রফুল্ল মজুমদার, সফিয়ার রহমান, মধুসূদন বর্মন ও আয়ুব আলি সহ এলাকার একাধিক শিক্ষানুরাগী।'

২০ তারিখ বিকেলে প্রাক্তনী ও বর্তমানদের মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সবাই নিজেদের অভিজ্ঞতা বাকিদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। প্রাক্তন পড়ুয়া সাধন রায়ের কথায়, 'আমি বাবার হাত ধরে স্কুলে আসতাম। এখন আসি মেয়ের হাত ধরে তাকে পৌঁছে দিতে।'

রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটির সম্পাদক ইউনুস আলির সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রাক্তন আর বর্তমানদের মধ্যে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ২০২৪ সালে রজত জয়ন্তী উৎসবের সূচনা হয়, এবছর সমাপ্তি। রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তির স্মরণিকা 'প্রথম আলো'র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন প্রাক্তনী রবীন্দ্রনাথ শীল।

মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিজ্ঞান শিক্ষক ফারুক আহমেদ। প্রিয় স্যারকে ঘিরে থাকা প্রাক্তন ছাত্রদের ভিড় ঠেলে তাঁর দেখা মিলল। বর্তমানে ডোমকলের একটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি। বলছিলেন, 'চাকরি জীবনের প্রথম পোস্টিং চৌরঙ্গী উচ্চবিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানকে কখনও ভুলব না।'

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রফুল্ল বর্মনের বক্তব্য, 'উৎসবের সফল আয়োজনের জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি। এখন স্থায়ী আর পার্শ্ব মিলিয়ে ২২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ২ জন শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। পড়ুয়া সংখ্যা ১২০০-র ওপরে। অনেক কিছু রয়েছে, প্রয়োজন আরও অনেক। বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়নি। মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন বিজ্ঞানের। ভূগোলের ল্যাবরেটরি নেই। খেলাধুলোর জন্য বড় মাঠ নেই। ঠিক নেই সীমানা প্রাচীর।'

স্কুলজুড়ে তৈরি হয়েছিল প্যান্ডেল। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীকক্ষে বর্তমান পড়ুয়াদের তৈরি মডেল দেখতে বেশ ভিড় জমেছিল। বাইরে দলবেঁধে গল্পে মশগুল ছিলেন বাকিরা। সেখানেই প্রাক্তন পড়ুয়া বিভান মণ্ডলের সঙ্গে বহুদিন বাদে দেখা হয়েছে সহপাঠী মহাবুল ইসলামের। ওঁদের মতো অনেকেই নিজেদের ক্লাসরুমে ঢুকে ফিরে গিয়েছিলেন স্কুলবেলায়।

## কোয়েলদের গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনি

**পিকাই দেবনাথ**

চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলে পড়াশোনা, খেলাধুলো আর দুষ্টুমি। এবার পালা অন্য কোথাও যাওয়ার। বিদায়-মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে আয়োজন করা হয়েছিল গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনি। ছবিটা কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মঙ্গল সিং মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

সেদিন চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া আরিয়ান, কোয়েল ও প্রফুল্লরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। অনুষ্ঠানে শামিল হতে পেরে ভীষণ খুশি হয়েছিল তারা। তবে প্রিয় ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়ার কথা উঠতেই মন খারাপ হয়ে যায় পড়ুয়াদের। চোখের কোণে জল চলে এসেছিল শিক্ষকদেরও। চতুর্থ শ্রেণির প্রফুল্ল রায়ের বক্তব্য, 'স্যররা আমাদের খুব ভালোবাসেন। স্কুল ছেড়ে যেতে তাই কষ্ট হচ্ছে। জানি না, এরপর বড় স্কুলে গিয়ে এত আদর আর ভালোবাসা পাব কি না।'

অনুষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের গ্র্যাজুয়েশন ক্যাপ পরিয়ে দেওয়া হয়। সেগুলো তৈরি করেছেন স্কুলেরই শিক্ষক রানা সাহা। পাশাপাশি স্বাগত জানানো হয় নতুন পড়ুয়াদের। তাদের মধ্যে প্রাকপ্রাথমিকের পড়ুয়া সৃষ্টি রায় আধো আধো স্বরে জানাল, স্কুলে এসে প্রথমদিন তার ভয় লাগছিল। ভেবেছিল, স্যররা বোকাঝোকা করবেন। তবে সেই ভীতি কেটে গিয়েছে এখন। অনেক নতুন নতুন বন্ধু হয়েছে তার। স্যররাও নাকি সকলের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশেন।

একইদিনে উদ্বোধন করা হয় মডেল ক্লাসরুম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রাম সার্কেলের এসআই প্রীতিলতা রায়, কামাখ্যাগুড়ি-১ পঞ্চায়েতের প্রধান একাদশী রায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত কর এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'এধরনের অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসতে এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াবে।'

## ২৫ বছর পূর্তি

# টিনের ঘর থেকে দ্বিতল ভবন

**গৌতম দাস**

একসময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ করতে যেতে হত অনেকটা দূর। আশপাশের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ছিল না কোনও বিদ্যালয়। অবশেষে ২০০০ সালে মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকোয়ামারিতে স্থানীয় ডাকুয়া পরিবারের সহযোগিতায় স্থাপিত হয় টাকোয়ামারি হাইস্কুল। প্রয়াত জয়কান্ত ডাকুয়া, নীরেন ডাকুয়া উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম।

২০০০ সালে সরকারি অনুমোদন মিললেও সেসময় নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে কোনও শিক্ষক যোগদান করতে পারেননি। ২০০২ সালে তিনজন শিক্ষক যোগদান করলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৩৮ জন পড়ুয়া নিয়ে পথ চলা শুরু।

এর দু'বছর পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন আশুতোষ পাল। তখন পড়ুয়া সংখ্যা ছিল ১৫৫। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ২০১১ সালে মাধ্যমিক এবং ২০১৮-তে উচ্চমাধ্যমিকের অনুমোদন মেলে।

একটিই টিনের ঘর ছিল। তাই সব ক্লাসের পড়ুয়াদের একসঙ্গে বসে ক্লাস করতে হত। এখন অবশ্য ১৪টি শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, কম্পিউটার কক্ষ, প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষকদের বসার জন্য আলাদা কক্ষ, অফিস ঘর, ল্যাবরেটরি, পর্যাপ্ত শৌচাগার রয়েছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৬১২।

বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি- দু'দিন ধরে চলেছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া সূচিতে ছিল শোভাযাত্রা, প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব, স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের অনুষ্ঠান।

অষ্টম শ্রেণির রিমি রাভার পরিবেশিত 'রাভা নৃত্য' প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে দর্শকদের। 'ময়না ছলাৎ ছলাৎ' গানে নৃত্য পরিবেশন করে মৌসুমি রায়, সঞ্জনা ওরাওঁ আর

রিমি রাভা। 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' গান শুনিয়েছে রুকসানা খাতুন।

'বীরপুরুষ' নৃত্যনাট্যে নজর কাড়ে সুচরিতা মণ্ডল, জয়দেব দে ও শোয়েব আখতারদের অভিনয়। বর্তমান পড়ুয়াদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তনীরা। সরস্বতী ডাকুয়া, তরুলতা ডাকুয়া ও আরিফ হোসেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত, জয়ন্ত বর্মন এমভিআই, শিবু দে শিক্ষক, মানস ডাকুয়া সেনা জওয়ান ও রাইফুল আহমেদ একজন ইঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘদিন পর প্রিয় ক্যাম্পাসে পা রেখে উচ্ছ্বসিত তাঁরা।

প্রধান শিক্ষক আশুতোষ পালের কথায়, 'গুটিগুটি পায়ে বিদ্যালয়টি ২৫ বছরে পদার্পণ করল। এই গ্রামের প্রতিটি পরিবারে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে যোগদান করেছিলাম। দু'দিনের অনুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সারাবছর ধরে নানা কর্মসূচি রয়েছে। ডিসেম্বরে সমাপ্তি অনুষ্ঠান।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ চৈতি বর্মন বড়ুয়া, তুফানগঞ্জ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস, পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি নিখিল সরকার, বর্তমান সভাপতি পঙ্কজ বড়ুয়া ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

### সুভাষপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়

# নাটক, নাচ আর গানে উদযাপন

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

রজত জয়ন্তী উৎসব আয়োজনে কোনওরকম খামতি রাখতে চায়নি আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার সুভাষপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ১১ ও ১২ জানুয়ারি নানাধরনের অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন করে স্কুল পরিচালন কমিটি। ১১ জানুয়ারি একটি র‍্যালি স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে বীরপাড়া হাইস্কুল পর্যন্ত যায়। তাতে পা মেলান শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা। সেদিন রজত জয়ন্তী বর্ষের থিম সং-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে ছিলেন বীরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কৌস্তুভ চক্রবর্তী।

১২ জানুয়ারি উৎসবের মূল পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। পড়ুয়াদের অভিনীত হাসির নাটক 'লঙ্কাকাণ্ড পালা' প্রশংসা কুড়োয় সবার। চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া আরাধ্যা মণ্ডল একজন উঠতি কত্থকশিল্পী। সে নেচেছে অনুষ্ঠানে। আরাধ্যা বলছিল, 'দু'দিন ধরে আমরা সবাই মিলে খুব আনন্দ করেছি। নাচ, গান হয়েছে। পিঠেপুলির দোকানও বসেছিল।'

স্কুল চত্বরে ছিল জমজমাট পরিবেশ। বর্তমান পড়ুয়াদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন বহু প্রাক্তনী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বসেছিল খাদ্যমেলা। হরেকরকমের পিঠেপুলির স্টল বসে সেখানে। গতবছর শিক্ষারত্ন পুরস্কার পেয়েছেন বীরপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ব্রত ভট্টাচার্য। তাঁকে সংবর্ধনা দেয় রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি। বই এবং একটি করে গাছের চারা উপহার দেওয়া হয় আমন্ত্রিত অতিথিদের।

আনন্দ উৎসবের মাঝে স্কুলের বেশ কয়েকটি সমস্যার সমাধানের আর্জি নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান শিক্ষিকা সুস্মিতা

### রজত জয়ন্তী

পাল কুণ্ডু। যেমন, মাঠ নেই। ভবনের সামনে ছোট্ট উঠোন আর বারান্দায় টিফিন পিরিয়ডে খেলাধুলো করে পড়ুয়ারা। তাছাড়া একই ভবনে প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি আপার প্রাইমারি, একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং একটি আইসিডিএস কেন্দ্র চলায় সমস্যা হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষিকার কথায়, 'একসময় বীরপাড়া কলেজের মাঠে খেলাধুলো করত এই স্কুলের পড়ুয়ারা। পরবর্তীতে কলেজ কর্তৃপক্ষ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করায় সেই সুযোগ হারিয়েছে ওরা।' বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা শতাধিক। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন চারজন। সুষ্ঠু পাঠদানে আরও শিক্ষক প্রয়োজন, দাবি তাঁর।

**প্রশ্ন ইসলামপুরে**

## পড়া ছেড়ে দুয়ারে শিবিরে ছাত্রীরা কেন

**শুভজিৎ চৌধুরী**

**ইসলামপুর, ২৭ জানুয়ারি :** পড়াশোনা বাদ দিয়ে শোভা বাড়াতে স্কুল চলাকালীন ছাত্রীদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে দুয়ারে সরকার শিবিরে। সোমবার এমনই ছবি ধরা পড়ে শিবিরে। এদিন শিবির পরিদর্শনে এসেছিলেন বিভাগের সচিব রবি ইন্দর সিং। আয়োজকদের দাবি, সচিবের পরিদর্শনের জন্যই মুখ্যসচিবের নির্দেশে এদিন প্রথম কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্রীদের শিবিরে ডাকা হয়। প্রশ্ন উঠছে, সচিবের পরিদর্শনের জন্য পড়ুয়াদের পড়াশোনা বন্ধ রেখে সরকারি কর্মসূচিতে ডেকে পাঠানো কতটা যুক্তিযুক্ত? যদিও পরিদর্শন করতে এসে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন সচিব।

ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনীষা সাহা বলেন, 'প্রশাসনের নির্দেশেই ছাত্রীদের শিবিরে পাঠিয়েছিলাম। স্কুলের তিনজন কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্রীকে এদিন দুপুর ১২টায় দুয়ারে সরকার শিবিরে পাঠাতে বলা হয়েছিল। সেইমতো স্কুলের এক শিক্ষাকর্মীকে দিয়ে ছাত্রীদের শিবিরে পাঠিয়ে দিই। তবে স্কুল চলাকালীন পড়াশোনার ক্ষতি করে পড়ুয়াদের ডেকে পাঠানো উচিত নয়।'

এদিন শিবিরে শহরের তিনটি স্কুলের তিনজন করে ছাত্রীকে দুয়ারে সরকার শিবিরে ডেকে পাঠানো হয়। সেইমতো ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুল, ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ এবং মিলনপল্লি হাইস্কুলের ৯ জন একাদশ শ্রেণির ছাত্রী শিবিরে আসে। সেখানে 'মে আই হেল্প ইউ?'-এর টেবিলে বসে শিবিরে আসা মানুষদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ফর্ম ফিলআপ করা এবং ফর্ম বিতরণের কাজ করে ছাত্রীরা।

ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠের ছাত্রী সৃষ্টি গুপ্তা বলে, 'স্কুল চলাকালীন আমরা এই শিবিরে এসেছি। আমরা এখানে কাজ করছি আর আমাদের বন্ধুরা স্কুলে ক্লাস করছে। আমাদের এখানে ডেকে পাঠানোর জন্য আমরা ক্লাস করতে পারছি না।'

দুয়ারে সরকার শিবিরের নোডাল অফিসার সত্যজিৎ নস্কর ছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতির কথা স্বীকার করে বলেন, 'মুখ্যসচিবের নির্দেশেই শুধুমাত্র এদিনের জন্য ছাত্রীদের শিবিরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ছাত্রীদের পড়াশোনায় ক্ষতির কথা মাথায় রেখে মাত্র দু'ঘণ্টা করে তাদের থাকতে বলা হয়েছিল। তবে তারা শেষপর্যন্তই ছিল। পরবর্তীতে এমন নির্দেশ না এলে আর ছাত্রীদের ডাকা হবে না।'

*ইসলামপুরে দুয়ারে সরকার শিবিরে হেল্প ডেস্ক সামলাচ্ছে পড়ুয়ারা। সোমবার তোলা সংবাদচিত্র।*

**ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাটিগাড়া-শিবমন্দির ও বাগডোগরা**

# ৩ পুরসভার দাবি সিপিএমের

**ভাস্কর বাগচী ও তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাটিগাড়া-শিবমন্দির ও বাগডোগরাকে পুরসভা করার দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সিপিএম। এবিষয়ে সদ্যসমাপ্ত দলের দার্জিলিং জেলা সম্মেলনে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে বলে জানালেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। সেই সঙ্গে পাহাড়ে সর্বোচ্চ স্বায়ত্ত শাসনের কথাও এদিন তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে।

গত শনিবারই শেষ হয়েছে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন। সেখানে আগামীর জন্য হাতে নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি। ঠিক হয়েছে, একদিকে যেমন তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলনে নামা হবে, তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কিছু জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলবে।

সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সমন বলেন, 'পাহাড় এখন থেকে ১৫-১৬ বছর আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই রয়েছে। মানুষকে বছরের পর বছর ধরে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য। আমরা এবার দার্জিলিংয়ের মানুষের স্বার্থে আন্দোলন করব।' যদিও সমনের দাবি মানতে নারাজ তৃণমূল ও বিজেপি। সেই সঙ্গে সিপিএমের জেলা সম্পাদকের সংযোজন, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাটিগাড়া-শিবমন্দির ও বাগডোগরাকে পুরসভা করার দাবিতে আমরা আন্দোলনে নামব।'

জিটিএ'র তরফে কোনও হিসেবনিকেশ প্রকাশ করা হয় না বলেও এদিন অভিযোগ তুলেছেন সমন। তিনি বলেন, 'এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালাব।'

তিন বছরে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা পরিষদ হাতছাড়া হয়েছে সিপিএমের। যার ফলে কর্মীক্ষয় হয়েছে অনেকটা। কমেছে বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সদস্য সংখ্যাও। তবে সংগঠনের দুর্বলতা নিয়ে এবারের সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা সম্পাদক। তাঁর কথায়, 'আমাদের যেসব দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলি আমরা ঠিক করব। পার্টির শিক্ষার একটা প্রক্রিয়া আছে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু ত্রুটি ছিল। গত এক বছরে আমরা কমরেডদের শিক্ষিত করার চেষ্টা চালিয়েছি। তবে এটাই যথেষ্ট নয়। লাগাতার এ কাজ চলবে।'

পাহাড়ে সিপিএম একপ্রকার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও বিজেপি ক্রমেই সেখানে মাটি শক্ত করছে। এ বিষয়ে অবশ্য তেমন গুরুত্ব দিতে রাজি নন সমন। তাঁর কথায়, 'ওরা অনেক মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে সাময়িক ভালো ফল হতে পারে। তবে আমজনতা যখন সব বুঝে যাবে, তখন কিন্তু বিজেপির এই পরিস্থিতি থাকবে না। আমরা বাস্তব পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে বলছি, সর্বোচ্চ স্বায়ত্ত শাসনের কথা।'

# বেপরোয়া টোটো দেখে চুপ পুলিশ

**অরুণ ঝা**

**ইসলামপুর, ২৭ জানুয়ারি :** দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলেও টোটো নিয়ে হুঁশ ফেরেনি ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ ও পুরসভার। বিপজ্জনকভাবে টোটোতে পণ্য পরিবহণ চলছেই। সোমবার এমন চিত্রই ধরা পড়েছে। টোটোতে বিপজ্জনকভাবে পণ্য পরিবহণ বন্ধ করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে বলে স্বীকার করেছেন ডিএসপি (ট্রাফিক) উদয় তামাং। অন্যদিকে, পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল জানিয়েছেন ট্রাফিক পুলিশের এই নিয়ে পদক্ষেপ করা উচিত।

সোমবার ইসলামপুর শহরে ছিল হাটবার। চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন শীতলপুর রোডে ঢোকার মুখে যানজট ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই সময় তীব্রগতিতে খড়ের বোঝা ওভারলোড করে একের পর এক টোটো পুলিশের ট্রাফিক পয়েন্টের সামনে দিয়ে শীতলপুর রোডে প্রবেশ করে। থামাতে চাইলেও টোটোগুলি দাঁড়ায়নি। শেষে যানজট এড়িয়ে কোনওক্রমে একটি খড়বোঝাই টোটোকে অতিক্রম করতেই সেটি বাধ্য হয় দাঁড়াতে।

তখন জানতে চাওয়া হয়, খড় সহ টোটো উলটে গেলে আপনি ও রাস্তায় চলাচলকারীরা কি বাঁচবে? টোটো চালকের উত্তর, 'একটু বেশি উপার্জন হলে পরিবার চালাতে সুবিধা হয়। তাই ঝুঁকিপূর্ণ হলেও পণ্য পরিবহণ করি।'

টোটোতে বিপজ্জনকভাবে পণ্য পরিবহণের জন্য ব্যবসায়ীদের বড় অংশকেই দায়ী করছেন সাধারণ মানুষ। নির্মাণসামগ্রী থেকে শুরু করে লোহার বড় বড় রড, বাঁশের বোঝা পর্যন্ত টোটোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করেন দেব আঢ্য। ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'শহরে এত বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কয়েকদিন আগেই হল। তারপরেও কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। পণ্যবোঝাই টোটো উলটে কারও প্রাণহানি হলে তার দায় কে নেবে? রাজ্য সড়কে ট্রাফিক পয়েন্ট অতিক্রম করার সময়ই তো পুলিশের পণ্যবোঝাই টোটো আটক করা উচিত। পুলিশই বা দর্শক সেজে থাকছে কেন?'

ট্রাফিক পুলিশ যে ব্যবস্থা নেয় না এমনটা নয়। কিন্তু রাজনৈতিক চাপে প্রায়শই তাঁদের পিছু হটতে হয়। ফলে পরিণতি কী হবে জেনেও পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ করতে অনীহা প্রকাশ করে। শহরের বাসিন্দারাই বলছেন, 'যে ব্যবসায়ীরা টোটোতে পণ্য তুলে দিচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ হওয়া উচিত।'

ডিএসপি বলেছেন, 'আমরা নিয়মিত এই বিষয়ে অভিযান চালাই। এমনকি টোটোচালকদের বারবার সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও বিপজ্জনক পণ্য পরিবহণ করা থেকে টোটোকে রোখা যাচ্ছে না। প্রয়োজনে এখন থেকে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে আমরা কসুর করব না।' আপনাদের ওপর রাজনৈতিক চাপেই কী পণ্যবাহী টোটোতে লাগাম কষা যাচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তরে ডিএসপি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

*ইসলামপুর শহরে টোটোতে বিপজ্জনকভাবে পণ্য পরিবহণ। সোমবার।*

**প্রশ্ন যেখানে**

- ইসলামপুর রাজ্য সড়কে পণ্যবোঝাই টোটো চলাচল এখন সাধারণ ঘটনা
- জেনেবুঝেই বেশি আয়ের আশায় এই ধরনের ঝুঁকির কাজ করছেন টোটোচালকরা
- স্থানীয়দের মতে, যে ব্যবসায়ীরা টোটোতে পণ্য তুলে দিচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা হোক
- প্রশ্ন উঠেছে, পণ্যবোঝাই টোটো দেখেও পুলিশই বা দর্শক সেজে থাকছে কেন

# নালা নিয়ে বিক্ষোভ তৃণমূল, বিজেপির

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** উত্তর একতিয়াশালের ইসকন রোডে নিকাশিনালা অবৈধভাবে বুজে কালভার্ট নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে বিক্ষোভে শামিল হলেন স্থানীয়রা। এদিন পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তৃণমূলের সত্যজিৎ অধিকারী, ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান মিতালি মালাকার, তৃণমূল নেতা মজেন্দ্রনাথ রায় সহ অনেকেই ঘটনাস্থলে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সত্যজিতের প্রশ্ন, 'পুরনিগম বারবার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে। তাহলে এক্ষেত্রে পুরনিগমের গা ঘেঁষে থাকা এলাকায় কীভাবে সরকারি নালা দখল করে অবৈধভাবে কালভার্ট তৈরি করা হচ্ছে?'

এবিষয়ে ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার রাজেশ প্রসাদের বক্তব্য, 'ওটা গ্রামীণ এলাকার সমস্যা। বিষয়টি জানা নেই। তবে কয়েকদিন আগে কিছু লোক আমাকে চিঠি দিয়েছেন। ঘটনা নিয়ে মেয়রের সঙ্গে আলোচনা করব।'

স্থানীয় সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ী উত্তর একতিয়াশালের ইসকন রোডে একটি আবাসন নির্মাণ করছেন। আবাসনের সামনে রাস্তার পাশে রয়েছে ১৮ ফুট চওড়া নালা। অভিযোগ, ওই জায়গায় নালা বুজে কালভার্ট নির্মাণ করেছেন ব্যবসায়ী।

*নালা নির্মাণ নিয়ে বিবদমান দুই পক্ষ। সোমবার। ছবি : বাপ্পা রায়*

আর এর জেরে নালার চওড়া কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র দুই ফুট। স্থানীয়দের বক্তব্য, এতে জলনিকাশি ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটবে। বর্ষায় নালার জল উপচে পড়বে ৪০ নম্বর ওয়ার্ড এবং লাগোয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বহু ঘরবাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নেতা ও জনপ্রতিনিধিরাও। প্রধান জানান, এভাবে মানুষের অসুবিধা করে কাজ করতে দেওয়া হবে না।

এই ঘটনা নিয়ে গত কয়েক মাসে বহুবার আন্দোলনে শামিল হয়েছেন বাসিন্দারা। মাসখানেক আগেও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ শতাধিক বাসিন্দা সরব হয়েছিলেন। সেই সময় নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিল। আশপাশের লোকেরা জানিয়েছেন, তিন-চারদিন আগে ফের নির্মাণ শুরু করেন ওই ব্যবসায়ী। খবর শুনে এদিন ঘটনাস্থলে আসেন তৃণমূল ও বিজেপি নেতারা। বেলা একটা নাগাদ নির্মাণ বন্ধ করে দিয়ে চলে যান নেতারা। সূত্রের খবর, এতে যদিও ওই ব্যবসায়ী দমেননি। স্থানীয়রা জানান, বিকেল চারটে থেকে ফের ওই জায়গায় কাজ করতে দেখা যায় শ্রমিকদের। যদিও প্রতিষ্ঠানের এক কর্তার সাফাই, 'আমরা নিয়ম মেনেই কাজ করছি। ওই নালা দিয়ে জল প্রবাহিত হয় না। কিছু লোক বিনা কারণে ঝামেলা পাকাচ্ছেন।'

## সাফাই হয় না নিকাশিনালা

**ইসলামপুর, ২৭ জানুয়ারি :** ইসলামপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপল্লিতে নিকাশিনালা নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের বেজায় ক্ষোভ। আবর্জনা জমতে জমতে কিছু জায়গায় পরিস্থিতি এমন যে, সেসব উপচে পড়ছে রাস্তার ওপর। দুর্গন্ধের জেরে টেকা দায় আশপাশে। নেতাজিপল্লির শনি মন্দির থেকে শিবডাঙ্গিপাড়া পর্যন্ত নিকাশিনালা দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার করা হয় না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। স্থানীয় শুভঙ্কর দাসের কথায়, 'একাধিকবার এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কারও কোনও হেলদোল নেই। পথচলা দায় হয়ে উঠছে।'

এই ইস্যুতে প্রশ্ন করলে ওয়ার্ড কাউন্সিলার অর্পিতা দত্ত কিছু এলাকায় নিকাশিনালা সাফাই না হওয়ার বিষয়টি মেনে নেন। বলেন, 'কয়েকটি এলাকায় সমস্যা রয়েছে। তবে আমি বাইরে, মঙ্গলবার ইসলামপুর ফিরে সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করব।'

## ব্যাটারি চুরি

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের জেনারেটরের ব্যাটারি চুরি করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। দুটি জেনারেটর থেকে মোট চারটি ব্যাটারি চুরি হয়ে গিয়েছে। ব্যাটারি ছাড়া ওই দুটি জেনারেটর কোনওভাবেই চালু করা সম্ভব নয়। সোমবার সকালে স্টেডিয়ামের এক কর্মী চুরির বিষয়টি প্রথম দেখতে পান। যথারীতি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু চুরির ঘটনায় স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

## পদক পেলেন

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পেলেন বর্তমানে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার। ২০২৩ সালে আলিপুরদুয়ারে কর্মরত থাকাকালীন তিনি ওই সম্মানে মনোনীত হন। রবিবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের আয়োজিত পুলিশ লাইনে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর সেই পদক সহ রাষ্ট্রপতি দৌপদী মুর্মুর স্বাক্ষর করা সেই বিশেষ মানপত্র বাসুদেব সরকারের হাতে তুলে দেন।

## শিলিগুড়ির দুই

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** কলকাতা বইমেলাতে রাজ্য মহিলা কমিশনের স্টলে নাটক প্রদর্শন করবেন শিলিগুড়ির দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই শিল্পী। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির সুভাষ দে ও সুমিতা হালদার এই নাটক প্রদর্শনে অংশ নেবেন। সুভাষ ৩০ বছর, সুমিতা ১০ বছর অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। ৭ ফেব্রুয়ারি এই অভিনেতা, অভিনেত্রীর অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে বলে রাজ্য মহিলা কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

*সামনেই সরস্বতীপুজো। মূর্তি তৈরি করতে ব্যস্ত শিল্পী। ছবি : সূত্রধর*

# বাণীবন্দনায় থিমে নজর কলেজের

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** থিম এখন আর সীমাবদ্ধ নেই দুর্গাপুজো বা কালীপুজোয়। এবার থিমকেন্দ্রিক সরস্বতীপুজোর আয়োজন শিলিগুড়ি কলেজে। স্বস্তিকের আদলে মণ্ডপ তৈরির তোড়জোড় চলছে এখন কলেজে। কলেজ সূত্রে খবর, মণ্ডপের উচ্চতা হবে ৪০ ফুট। মণ্ডপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে ১৮ ফুটের। শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পী রাজু সাহার স্টুডিওতে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ। প্রতি বছরই সরস্বতীপুজোর দিন শিলিগুড়ির ডেস্টিনেশন হয়ে ওঠে কলেজ মাঠ। বর্তমান পড়ুয়ারা তো বটেই, ভিড়ে মেশে প্রাক্তন এবং ভবিষ্যতে যারা কলেজে পা রাখবে, তারাও।

মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা এবং আলপনা- সবকিছুতেই চমক থাকে শিলিগুড়ি কলেজের পুজোতে। কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে চলতি বছর কার্যত বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন। এমন আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে বারবার বৈঠক চলছে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও পুজো কমিটির মধ্যে। জানা গিয়েছে, পুজোর পাশাপাশি থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

কুমোরটুলির অলিগলিতে এখন চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ। ছোট, মাঝারি, বড় বিভিন্ন সাইজের প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। সরস্বতীর বিভিন্ন রূপ ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে প্রতিমায়। সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও কুমোরটুলির প্রতিমার চাহিদা রয়েছে বলে মৃৎশিল্পীরা জানান। ছোট-বড় মিলিয়ে ৭০টির কাছাকাছি প্রতিমা বানিয়েছেন শিল্পী নারায়ণ পাল। তিনি বলেন, 'পুজো যত এগিয়ে আসছে, আমাদের কর্মব্যস্ততা ততই বাড়ছে। একদিন পর থেকেই দেবীর সাজসজ্জার কাজ শুরু হবে।'

তিথি অনুযায়ী রবি এবং সোমবার পুজো হলেও শুক্রবার থেকেই প্রতিমা বিক্রি শুরু হয়ে যাবে বলে মনে করছেন মৃৎশিল্পীরা। তাই রাতজেগে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত এখন শিল্পীরা। বাড়ির পুজোর পাশাপাশি ক্লাব, স্কুলেও পুজোর সংখ্যাও এখন বেড়েছে। সমতলের পাশাপাশি পাহাড় থেকেও প্রতিমার অর্ডার রয়েছে। মৃৎশিল্পী রতন পাল জানান, প্রতিমা বিভিন্ন সাইজের বানানো হয়েছে। বিক্রি শুরু হলে বোঝা যাবে কতটা লাভ হবে। কারণ, দাম একটু বেশি শুনলে অনেকেই ঘুরে চলে যান। তবে স্কুল, কলেজ, ক্লাবগুলো যে নিজেদের পছন্দ মতো প্রতিমা এখানে পাবেন, এই আশা রাখছেন মৃৎশিল্পীরা।

**১৮ ফুট প্রতিমা**

- শিলিগুড়ি কলেজে স্বস্তিকের আদলে মণ্ডপ হচ্ছে
- মণ্ডপের উচ্চতা হবে ৪০ ফুট
- প্রতিমা তৈরি হচ্ছে ১৮ ফুটের
- কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পী রাজু সাহা প্রতিমা তৈরি করছেন

**আজ শহরে**

- অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ ও মাটিগাড়া ব্লকের পরিচালনায় মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকনিকাটা জুনিয়ার হাইস্কুল মাঠে ৩৬তম ব্লক ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা।

## মদ বাজেয়াপ্ত

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রবণনগরে একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল মদ বাজেয়াপ্ত করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় বাড়ির মালিক পিন্টু মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে ওই ব্যক্তি বাড়িতে মদের অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

## আহত ২

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ছোট গাড়ি এক ঠ্যালাগাড়িতে ধাক্কা মারায় দুজন আহত হয়েছেন। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে আশিঘর মোড়ের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার ধারে ঠ্যালাগাড়িতে খাবারের দোকান করেন এক ব্যক্তি। ওই রাতে একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঠ্যালাগাড়িটিকে ধাক্কা মারে। এতে ঠ্যালাগাড়ির মালিক সহ আরও একজন আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

## পুড়ল ছ'টি ঘর

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** আগুনে পুড়ল ছ'টি ঘর। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় একটি ঘরে আগুন লাগে। পরে ওয়ার্ড কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তাল ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি জগদীশের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

# সৃষ্টিশ্রীমেলায় দেড় কোটির বিক্রি

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** প্রথমবার আয়োজিত আঞ্চলিক সৃষ্টিশ্রীমেলায় ভালো সাড়া মিলল। সাতদিনে বিক্রির অঙ্ক ছাড়িয়েছে দেড় কোটি। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা ময়দানে সাতদিন ধরে এই মেলা চলেছে। সোমবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়, প্রথমবার এই মেলার আয়োজন করে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী নিয়ে মেলায় এসেছিলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। বাঁকুড়া, নদিয়া, বীরভূম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা মেলায় এসেছিলেন। তাঁরা যাতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন, সেজন্যই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

এদিন 'হাই ভ্যালু' সামগ্রী বেশি বিক্রির জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর এবং 'লো ভ্যালু' সামগ্রীর ক্ষেত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মার্কেটিং অধিকর্তা রত্নেশ সিনহা বলেছেন, '৯৭টি স্টল এই মেলায় ছিল। হস্তশিল্পের পাশাপাশি ফুড স্টলগুলোতেও ভিড় হয়েছে।'

*সৃষ্টিশ্রীমেলার শেষ দিনে কেনাকাটা। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা ময়দানে। সোমবার। ছবি : তপন দাস*

# চালসায় পরশু ভারত-ভুটান বৈঠক

পূর্ণেন্দু সরকার

**জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** বেশকিছু ইস্যুতে এবার আলোচনার টেবিলে মুখোমুখি ভারত-ভুটান। আগামী ৩০-৩১ জানুয়ারি ডুয়ার্সের চালসায় এক বেসরকারি রিসর্টে দু'দিনের বৈঠক বসছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। গত বছরের ১৩-১৪ ডিসেম্বর এই বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা স্থগিত হয়। আগামী বৃহস্পতি, শুক্রবার ওই বৈঠকে মূলত ভারত ও ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা জেলাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সমস্যাগুলি নিয়ে কথা হবে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পংয়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার অনুপ আগরওয়াল। কারণ, উত্তরবঙ্গের এই তিন জেলাই ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা।

আলোচনার বিষয় সম্পর্কে জানা গিয়েছে, ফি-বছর বর্ষায় ভুটান পাহাড়ের জলে ডুয়ার্স বন্যা হয়। শুধু তাই নয়, সেখানে পাহাড় ধসে ডুয়ার্সের নদী ভরাট হয়ে পড়ে। এছাড়া, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভুটান পাহাড়ে বনসৃজন, নদীর মুখ ডলোমাইট দিয়ে আটকে না রাখা, সীমান্তে ভুটান থেকে ভারতের প্রবেশপথে বেড়া দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়টিও থাকছে। কালিম্পংয়ের ঝালং, তোদে, তাংতা ও বিন্দু, জলপাইগুড়ির বানারহাট ও নাগরাকাটা ব্লকের বৃহদাংশ ও আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া, মাদারিহাট, কালচিনি, ফালাকাটা ও কুমারগ্রাম ব্লকের অধিকাংশ এলাকা ভুটান লাগোয়া। বিশেষত বানারহাট-বীরপাড়া, মাদারিহাট, কালচিনি ব্লকে ভুটান পাহাড় নির্গত ডলোমাইট মিশ্রিত ঘোলা জল, নুড়ি, বালি, পাথর সমতলে নদীতে মিশে নদীগর্ভ ভরাট করে ফি-বছর বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করছে। ওই ডলোমাইটমিশ্রিত জল ডুয়ার্সের দুই জেলার চা বাগানে ঢুকে গাছ নষ্ট করছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসন, রাজ্যকে বহুবার জানানো হয়েছে। এনিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হবে বলে আশাবাদী ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী।

গত নভেম্বরে নাগরাকাটার ভুটান সীমান্তে কয়েকজন কিশোর ভুটান পুলিশের হাতে নিগৃহীত হওয়ার জেরে সেখানে বিক্ষোভ হয়েছিল। কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে প্রায়ই ভুটান পাহাড়ের ঝোরা ও নদীর জলে হড়পার মতো ঘটনা আকছার ঘটছে। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে ভুটান সীমান্ত দিয়ে পাচার হয়ে আসা ভুটানি মদ, পেট্রোল, কেরোসিন প্রায়শই পুলিশ, আবগারি দপ্তর উদ্ধার করছে। চলছে কাঠ সিরাপ পাচারও।

বানারহাট থেকে সামসী ভুটান অবধি রেল ট্র্যাক বসানোর কাজ শুরুর মুখে। আলিপুরদুয়ারে এই রেলপথের সমীক্ষা শেষ। এজন্য বানারহাটে বহু চা বাগান অধিগৃহীত হবে। এনিয়েও বৈঠকে কথা হবে বলে সরকারি সূত্রে খবর। ভুটান সীমান্তের পাহাড়ি এলাকায় তৈরি মাইনিংয়ের আবর্জনা অবৈজ্ঞানিকভাবে পাহাড়ি ঢালে এমনভাবে রাখা হয় যাতে পাহাড়ি পথে নামা বিপুল জলরাশি বাঁধা পেয়ে সমতলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করে। সম্প্রতি ধূপগুড়ি মহকুমা প্রশাসন এনিয়ে সামসী ভুটান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রেতি-সুকৃতি নদীবক্ষে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে।

এ প্রসঙ্গে জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার রাজ্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। বিভিন্ন ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হবে। প্রয়োজনে এলাকা পরিদর্শন করে সমস্যার সমাধান করা হবে।'

চালসায় উভয় দেশের সড়ক যোগাযোগ থেকে ডুয়ার্সের পরিযায়ী শ্রমিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও কথা হবে। উল্লেখ্য, ভুটানের সঙ্গে ডুয়ার্সের ভিতর দিয়ে হাতি চলার করিডর রয়েছে।

## বৈঠকের ডাক স্বপনের

**মালবাজার, ২৭ জানুয়ারি :** নিজের পদত্যাগের বিষয়ে কাউন্সিলারদের জানাতে বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠক ডাকলেন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগপত্র পাঠালেও সরকারিভাবে পদত্যাগ করেননি স্বপন সাহা। শুক্রবার ডাকা বোর্ড মিটিংয়ের পরই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করবেন বলে জানিয়েছেন। স্বপন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগপত্র আগেই পাঠিয়েছি, অফিশিয়ালি শুক্রবার পদত্যাগ করব।' শুক্রবার দুপুরে বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকেছেন 'চেয়ারম্যান' স্বপন সাহা। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে নিজের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলেও এদিন বোর্ড মিটিংয়ের চিঠিতে তিনি 'চেয়ারম্যান' হিসাবেই সই করেছেন। বৈঠকের পর স্বপন আনুষ্ঠানিক পদত্যাগ করলে সেই চিঠি যাবে মহকুমা শাসকের কাছে। তিনি সেই চিঠি গ্রহণ করলে তবেই সেটাকে 'পদত্যাগপত্র' বলে ধরা হবে। পরবর্তীতে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য বোর্ড মিটিং ডাকতে হবে।

## দোষীর ফাঁসি

*প্রথম পাতার পর*

শিয়ালদা কোর্টের রায়ে মুখ্যমন্ত্রীর অধিকার হারিয়েছেন মমতা।'

সব পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে রায়দান স্থগিত রাখে ডিভিশন বেঞ্চ। শুনানিতে রাজ্যের দায়ের করা মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ফের প্রশ্ন তোলে সিবিআই। যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, আইন অনুযায়ী রাজ্য নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। দিল্লি পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করার নির্দেশ দেওয়া হলে বা নিম্ন আদালতের দেওয়া শাস্তি যথাযথ নয় মনে করলে রাজ্য আবেদন করতে পারে।

বিচারপতি দেবাংশু বসাক তখন মনে করিয়ে দেন, 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪১৮ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আবেদন না করলে রাজ্য আবেদন করতে পারে।'

সিবিআইয়ের তরফে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু জানান, এই মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআইয়ের হাতে তদন্তের ভার গিয়েছিল।

মামলার সমস্ত নথি সিবিআইয়ের হাতে রয়েছে। এই মামলায় বিচারপ্রক্রিয়ায় রাজ্যের ভূমিকা ছিল না। রাজ্য মামলায় পার্টিও ছিল না। নিম্ন আদালতের রায়কে রাজ্য চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না। আদালত চাইলে আদালত-বান্ধব নিযুক্ত করতে পারে বলে সলিসিটর জেনারেল মন্তব্য করেন। বিচারপতি দেবাংশু বসাক অবশ্য তাঁর কাছে জানতে চান, 'নিম্ন আদালতের রায়কে সিবিআই যদি চ্যালেঞ্জ না করে, তাহলেও কি রাজ্য চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না?' উত্তরে সলিসিটর জেনারেল জানান, সেক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাতে পারে রাজ্য।

## পলাশে লেগেছে আগুনে রং

শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর। সোমবার।

# হাসপাতালে দুই নার্সিং ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

**আলিপুরদুয়ার, ২৭ জানুয়ারি :** আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটেছিল, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এবার শ্লীলতাহানির শিকার হলেন নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের দুই ছাত্রী। শনিবার সন্ধ্যায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ওই দুই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্ত জেলা হাসপাতালের এক পুরুষ নার্স। সোমবার নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের শতাধিক ছাত্রী নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপালকে ঘটনাটি জানান। প্রিন্সিপাল জেলা হাসপাতালের সুপারকে জানান। হাসপাতাল সুপার আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। রাতেই অভিযুক্ত পুরুষ নার্স রানা মালাকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে।

নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপাল দীপ্ত কর চৌধুরী বলেন, 'ছাত্রীরা জানিয়েছে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। ছাত্রীদের কাছ থেকে বিষয়টি জানার পর আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি আসার পর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।'

হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'নার্সিং

**আলিপুরদুয়ার**

ট্রেনিং স্কুল থেকে অভিযোগ পেয়েছি। দপ্তর থেকে তো ব্যবস্থা নেওয়া হবেই। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশকে অভিযোগ করা হয়েছে।'

এর আগে এদিন দুপুরে জরুরি বৈঠকে বসেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানান, ছাত্রীদের কাছ থেকে সমস্তটা জানার পর অভিযোগ করতে বলা হয়েছে। তবে, এই নিয়ে বিস্তারিত বলতে নারাজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কেননা গোটা বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়তে চলেছে। তাই দ্রুত বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ চাইছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের কর্তৃপক্ষও।

ঠিক কী ঘটেছিল শনিবার? এই নিয়ে নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রীরা জানিয়েছেন, ওইদিন সন্ধ্যায় নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রীদের কয়েকজনের ডিউটি ছিল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। সেখানে অভিযুক্ত পুরুষ নার্স রানা মালাকার এসে দুই ছাত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। শরীরে হাত দেওয়ার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। ছাত্রীদের অভিযোগ, ওখানে এই ঘটনার সাক্ষী আরও বেশ কয়েকজন ছিলেন। ছাত্রীরা বাধা দিলে অভিযুক্ত গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় হাসপাতালে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন হাসপাতালে ওই ছাত্রীদের পরিবারের লোকেরাও আসেন। অভিযুক্ত পুরুষ নার্স এই ঘটনার পর থেকে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। যদিও এদিন রাতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

## দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

**কিশনগঞ্জ, ২৭ জানুয়ারি :** আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হল। কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জের ঘটনা। ধৃতের নাম রাহুল দেবনাথ, সে চোপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা। সোমবার দুপুরে ঠাকুরগঞ্জ থানা ও এসএসবি ৩২৭ই জাতীয় সড়কে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

## বদভ্যাসে বদল

*প্রথম পাতার পর*

কাটাতে আসছেন, তখন নদীর বাকি অংশে কেন এই ধরনের পরিবেশ গড়ে তোলা যাচ্ছে না? অনেকেই বলছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর নীচের অংশটি নিয়ে পরিবেশবিদ, রাজনৈতিক নেতারা যতটা ভাবেন, শহরের বাকি অংশ দিয়ে বয়ে চলা নদী নিয়ে ততটা কেউ ভাবেন না। নদী দূষণ কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি। একদিকে গাড়ি ধোয়ার কাজ চলে। নিয়মিত মোষ স্নান করানো হয়। তবে নদীর ধার দিয়ে গেলে আগে দুর্গন্ধের কারণে নাকে রুমাল দিতে হত, এখন কিন্তু সেটা নেই। নদীর চরে পরিবার নিয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন মহাকালপল্লির বাসিন্দা শুভাশিস সাহা। তিনি বলছিলেন, 'আগে এখানে দুর্গন্ধে যাতায়াত করতে পারতাম না। এখন নিয়মিত আসি।' বদলে যাওয়া নদী নিয়ে আশাবাদী মহানন্দা বাঁচাও কমিটির সভানেত্রী জ্যোৎস্না আগরওয়াল। তাঁর বক্তব্য, 'মহানন্দা আর আগের মতো নেই। তবে এটা তৈরি করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। মানুষ সচেতন হয়েছেন, এটাই অনেক বড় ব্যাপার।'

# ভাষার স্বীকৃতি চান

*প্রথম পাতার পর*

জনগণের ক্ষোভ আঁচ করতে পেরে এই দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি লেখার কথা বলছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার জন্য যখন পদ্মশ্রী পুরস্কার, তখন এই ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করছি, কেন্দ্র বিষয়টি বিবেচনা করবে।'

পদ্মশ্রী পুরস্কারের জন্য ভুবনজোত প্রাথমিক স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ রায়কে কেন্দ্র মনোনীত করতেই সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। শিব মন্দিরের চৈতন্যপুরের টিনের চালের বাড়িতে মানুষের আসা-যাওয়া বেড়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই একটিবার দেখতে চান তাঁকে। অনবরত ফোনও বেজে যাচ্ছে। শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাচ্ছেন দূরের পরিচিত, অপরিচিতরাও। পদ্মশ্রী সম্মানের ঘোষণা যে এভাবে গতে বাঁধা জীবনটাকে পালটে দেবে, কোনও ধারণা ছিল না তাঁর। এই পালটে যাওয়া জীবনের জন্য বারবার নিজের মা এবং মাতৃভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন রামায়ণ, গীতা, চণ্ডী সহ রাজবংশী ভাষায় প্রায় ৭০টি বই লেখা নগেন্দ্রনাথ। যে কারণেই রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তুলছেন।

অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি, মালয়ালম সহ অষ্টম তফশিলে বর্তমানে ভাষার সংখ্যা ২২। এর মধ্যে শেষ ২০০৩ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বোড়ো, দোরগি, সাঁওতালি ও মৈথিলী। রাজবংশী সমাজের অনেকেরই বক্তব্য, অষ্টম তফশিলে থাকা ৭টি ভাষার থেকে রাজবংশী ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসম মিলিয়ে জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। মেঘালয়ের পাশাপাশি বিহারেও রয়েছে রাজবংশীদের বসবাস। নেপালের ইলম, ঝাপা, মোরং, সুনসারি ছাড়াও বাংলাদেশের রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুরেও বসবাস রয়েছে রাজবংশীদের। অসমে রয়েছে কামতাপুর অটোনমাস কাউন্সিল। ৩০ সদস্যের কাউন্সিলে সরকারি প্রতিনিধি মাত্র চারজন। বাকি প্রত্যেকেই কামতাপুর সমাজের।

নগেন্দ্রনাথ রায়ের আগে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার জন্য ২০২১-এ পদ্মশ্রী পেয়েছেন কোচবিহারের ধর্মনারায়ণ বর্মা। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন জলপাইগুড়ির গিরিজাশংকর রায়। সমাজে যখন এত 'মণি-মুক্তো', তখন কেন রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না, অনেকের সঙ্গে প্রশ্ন তুলছেন আনন্দময়ও।

নগেন্দ্রনাথ অবশ্য প্রতীক্ষায় রাষ্ট্রপতি ভবনে পা রাখার জন্য।

## শহরে পাঁচশো

*প্রথম পাতার পর*

এরপর মাটিগাড়া থেকে ড্রাগস এনে বিক্রি শুরু করে। এই এলাকায় এই দুই ভাই-ই মূলত বড় কারবারি। ভালোবাসা মোড়ে মুড়ি ফ্যাক্টরির কাছেও এক তরুণ বাড়ি থেকে মাদক বিক্রি করছে। শহরে মাদকের মধ্যে মূলত ব্রাউন সুগার, অ্যাডহিসিভ, লামা থাকলেও শহরতলির ফিরিস্তিটা আরও বড়। শহরতলিতে গর্ভবতীদের ব্যথার ওষুধ সহ বিভিন্ন ধরনের সিডেটিভ ড্রাগস ব্যবহার করে নেশা করছে তরুণ প্রজন্মের একাংশ। নেশার ইনজেকশনও রয়েছে তালিকায়। এগুলির দামও ব্রাউন সুগারের থেকে কম। তবে শহর ও শহরতলি দুই ক্ষেত্রেই এলএসবি-র ব্যবহারও বাড়তে শুরু করেছে। যার দাম অন্য মাদক দ্রব্যের থেকে অনেকটাই বেশি।

খোঁজখবর করতে গিয়ে ভয়ংকর একটি তথ্য উঠে আসছে। এই মুহূর্তে শহরে মাদক ছড়াচ্ছে তিনশোরও বেশি কারবারি। পুলিশের অবশ্য ধারণা, এই পেডলারের সংখ্যাটা পাঁচশোরও বেশি হবে। এরা মূলত বাইক, স্কুটার নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই দলে প্রচুর মহিলাও রয়েছে। ভক্তিনগর থানার এক পুলিশকর্মীর কথায়, 'শরীরের গোপন জায়গায় এসব সামগ্রী নিয়ে বের হয়। মহিলা হওয়ায় হুটহাট তল্লাশিও চালানো যায় না।'

তবে একসঙ্গে খুব বেশি পুরিয়া নয়, চার থেকে পাঁচ প্যাকেট পুরিয়া নিয়ে বের হয় এই সাপ্লায়াররা। খদ্দের থাকতে পারে এমন নির্দিষ্ট মোড় কিংবা ঝোপঝাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। তাদের কানের কাছে 'শিক ধরেছে। মাল আছে নাকি?' বললেই বেরিয়ে আসে পুরিয়া।

বর্তমানে এক পুরিয়া ব্রাউন সুগার মিলছে ৬০০-৮০০ টাকায়। সাপ্লাই লাইনে টান পড়লে দাম হাজার টাকাতেও গিয়ে ঠেকছে। মাসকয়েক আগে বাড়তি নজরদারির কারণে দাম বেড়ে গিয়েছিল ব্রাউন সুগারের। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'মাসকয়েক আগে খুব চুরি, ছিনতাই হচ্ছিল। অধিকাংশ ঘটনাতেই দেখা যায়, এরা কেউ পেশাগত চোর নয়। মূলত নেশার টানেই চুরি, ছিনতাইয়ের মতো অপকর্ম করে ছিল।'

# জোড়া দেহ উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** রবিবার প্রধাননগর থানা এলাকার একটি হোটেল থেকে অবসরপ্রাপ্ত এক সেনাকর্মীর দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম পরশুরাম ছেত্রী। তিনি খড়িবাড়ির বাসিন্দা। হিলকার্ট রোডের একটি ব্যাংকে রক্ষীর কাজ করতেন।

রবিবার ডাকাডাকি করেও হোটেলের ঘর থেকে পরশুরামের সাড়া না মেলায় প্রধাননগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দরজা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, শনিবার চম্পাসারির একটি ভাড়াবাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বছর চব্বিশের বৈশালী মহন্তর। আদতে তাঁর বাড়ি কোচবিহারে হলেও পাঁচ বছর ধরে শিলিগুড়িতেই থাকছিলেন তিনি। কাজ করতেন শহরের একটি মলে। হঠাৎ করে ওই তরুণী কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, তা বুঝে উঠতে পারছে না পরিবার।

# ওঁরা ভাড়াটে সৈন্য

*প্রথম পাতার পর*

কেউ বেকার, কেউ বা আরও একটু ভালো থাকতে পা দিয়েছিলেন অজানা পথে। দালালদের হাত ধরে। তাঁদের বলা হয়েছিল, ভালো চাকরি আর রুশ নাগরিকত্বের কথা। সঙ্গে আরও কত ভালো ভালো স্বপ্নমাখা টোপের কথা। তাঁরাও উঠে পড়েছিলেন মস্কোর প্লেনে। তাঁদের বলা হয়েছিল বিভিন্ন কারখানায়, স্টোরে কাজের কথা। বদলে তাঁদের ঘাড় ধরে পাঠানো হয়েছিল সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে। কাউকে ট্রেঞ্চ কাটতে হয়েছে, কাউকে মাইন আর গোলাগুলির মধ্যেই রসদ সরবরাহের কাজ করতে হয়েছে। পরে সামান্য ট্রেনিং দিয়ে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গোলাগুলির মুখে। এর আগে প্রাণ দিতে হয়েছিল কেরলেরই আরেকজনকে, নাম সন্দীপ। একইভাবে।

ঠিক কতজন ভারতীয়কে ভিনদেশি লড়াই লড়তে পাঠানো হয়েছে, তা জানে না কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশমন্ত্রক জানাচ্ছে, কম করেও অন্তত ১২৬ জনের হদিস তারা পেয়েছে।

তাঁরা রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে লড়তে গিয়েছেন। তবে সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে। তাঁদের ঠেকানোর চেষ্টায় ফল হচ্ছে না। যুদ্ধে মারা গিয়েছেন ১২ জন। দেশে ফিরেছেন ৯৬ জন। আর স্রেফ হারিয়ে গিয়েছেন ১৬ জন। সরকার জানাচ্ছে, তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাশিয়ার কাছেও তাঁদের কোনও হদিস নেই। তাঁদের কারও বাড়ি পঞ্জাব, কারও হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, কারও বা কাশ্মীরে।

কালিম্পংয়ের হিমালিগাঁওয়ের উরগেন তামাং ওই দালালদের হাত ধরে আরও কয়েকজনের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন রাশিয়ায়। গত জানুয়ারিতে। ৪৭ বছরের উরগেন এক্স আর্মি হাবিলদার। অবসরের পর সাত বছর আগে তিনি নিরাপত্তারক্ষীর কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন গুজরাটে। তাঁকে রক্ষীর কাজ দেওয়া হবে বলে সেখান থেকে দালালরা পাঠিয়ে দেয় মস্কো। বিমান থেকে নামতেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেনাছাউনিতে। সেখানে মাত্র ১২ দিনের ট্রেনিং পেয়েছেন তিনি। তারপর সিধে লড়াইয়ের ময়দানে। বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে দেশে ফিরতে পেরেছেন উরগেন। ফিরে জানিয়েছেন তাঁর ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা। তাঁর ইউনিটে ১৫ জন ভিনদেশির মধ্যে মারা গিয়েছেন ১৩ জনই। এরকমই আরও কতজন যে আছেন তালিকায়।

এখন, এই অমৃতকালে যখন কর্মসংস্থানের ঢক্কানিনাদে কান পাতা দায় তখন স্রেফ রুটিরুজির জন্য বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে অন্য দেশের হয়ে যুদ্ধ করে বেঘোরে প্রাণ দেওয়াটা কেমন অবাক করে না? দলে দলে ইজরায়েলে যাওয়ার খবরও আসছে। সেখানে শুধু যুদ্ধ নয়, আরও নানারকম কাজে যোগ দিতে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়েছে হরিয়ানা, পঞ্জাবে। জানা যাচ্ছে, দশ হাজার নির্মাণকর্মী আর পাঁচ হাজার সেবাকর্মী তাদের দেশে নিতে চাইছে ইজরায়েল। প্যালেস্তাইনের সঙ্গে যুদ্ধ লাগার পর ১ লক্ষ প্যালিস্তিনীয়কে বের করে দিয়েছে তারা। তাদের জায়গায় ভারত থেকে কর্মী নিয়ে যেতে চাইছে ইজরায়েল। এ দেশ না হোক, ওদেশে তো কাজ পাবে পনেরো হাজার বেকার। মন্দ কী!

# যৌন হেনস্তা

*প্রথম পাতার পর*

এটি তো আর পকসো নয়। এবিষয়ে বাবা-মায়েরা যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে বলে দায়মুক্ত হতে চাইছেন। পস কমিটি হলে এই সমস্যার সুরাহা হতে পারে। এই সূত্রে সবাইকে ভালোভাবে সচেতন করা যাবে। যাতে সমস্ত চা বাগানে এই কমিটি গড়া হয় তা আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। এবিষয়ে জেলা শাসকদের চিঠি দেওয়া হবে।' বেশ কিছু চা বাগানে হাসপাতাল, গাড়ির সমস্যা রয়েছে। র‍্যাশন সামগ্রীর মান নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা এনিয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যদের অভিযোগ জানিয়েছেন। ওয়ান স্টপ সেন্টার কমিটির বিষয়ে অনেকের সেভাবে অবগত না হওয়ার বিষয়েও রাজ্য মহিলা কমিশন উদ্বিগ্ন। লীনা বলেন, 'মহিলারা যাতে এক জায়গা থেকে নানা সমস্যার সমাধান পান সেজন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মহিলাদের সেভাবে উপস্থিতি দেখাই যাচ্ছে না। যাতে এ বিষয়ে সবাই বেশি করে জানতে পারে সেজন্য আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে।'

রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যরা তাঁদের এবারের সফরে কয়েকটি সংশোধনাগারে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে মহিলারা তাঁদের কোনও সমস্যার কথা তাঁদের জানাননি বলে কমিশনের দাবি। আর তাই মহিলাদের আরও বেশি করে সচেতন করা প্রয়োজন বলেই কমিশন মনে করছে। আরজি কর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে চেয়ারপার্সন বলেন, 'ওই ঘটনাটি যখন ঘটে তার পরদিনই আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। এবিষয়ে আমাদের রিপোর্টও দিয়েছি।' লীনা এপ্রসঙ্গে আর বেশি কিছু বলতে চাননি।

# বিতর্কিত ডাক্তাররাও

*প্রথম পাতার পর*

(বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান) রাজীব প্রসাদ, দিনহাটার বিতর্কিত চিকিৎসক কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়কেও রাখা হয়েছে। নির্মল মাজির মতো বিতর্কিত চিকিৎসকও ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ পেয়েছেন।

কমিটিতে এমন একাধিক চিকিৎসক রয়েছেন, যাঁরা নিজের নাম তালিকায় দেখে ইতস্তত বোধ করছেন। তাঁদের কেউ কেউ কমিটি থেকে সরে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় টেলিফোন করে আবেদনও করেছেন। কিন্তু সেখান থেকে জবাব এসেছে, সর্বোচ্চ স্তর থেকে এই নামের তালিকা তৈরি হয়েছে। কারও নাম বাদ দেওয়া যাবে না।' একাধিক চিকিৎসক বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গ লবির সঙ্গে থেকে কাজ করা সম্ভব নয়।'

আরজি করের মতো আন্দোলনের মোকাবিলা যাতে ভবিষ্যতে করা যায়, সেদিকে বিশেষ নজর যে রয়েছে, তা সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন শশী। তিনি বলেন, 'আরজি করের ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে আরজি করের ঘটনায় অনেক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছিল। শক্তিশালী সংগঠন না থাকায় তা মোকাবিলা করা যায়নি।' এদিন শশী দাবি করেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন করেছেন। তাঁর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন সংগঠন গড়া হচ্ছে।'

রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশ কয়েক বছর ধরে জাঁকিয়ে বসেছিল উত্তরবঙ্গ লবি। অভিযোগ, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের ক্ষমতা দখল করে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন এই লবিতে থাকা চিকিৎসকরা। অন্যায়ভাবে অপছন্দের চিকিৎসকদের বদলি করা, পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার নামে পড়ুয়াদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজি, টাকার বিনিময়ে সিনিয়ার ডাক্তারদের বদলি করা সহ উত্তরবঙ্গ লবির বিরুদ্ধে প্রচুর অনিয়মে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি আরজি কর কাণ্ডের পরে এই লবির প্রথম সারির সমস্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই রাজ্যজুড়ে জুনিয়ার এবং সিনিয়ার চিকিৎসকরা সরব হয়েছিলেন। ফলে কিছুদিন ঘাপটি মেরে ছিল এই লবি।

কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই আবার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে স্বমহিমায় ফিরতে চাইছে এই গোষ্ঠী। ২৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ লবির তরফে জলপাইগুড়ির বাতাবাড়িতে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে চিকিৎসকরা আরজি কর কাণ্ডের পর উত্তরবঙ্গ লবির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হয়েছিলেন, সেই চিকিৎসকরাও ওই পিকনিকে গিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের চিকিৎসকদের সংখ্যাটাই সেখানে বেশি ছিল। নয়া কমিটির খবরে সেই পিকনিকেই অনেকে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি এই সুবিধাবাদী চিকিৎসকরা পরিস্থিতি বুঝে ফের উত্তরবঙ্গ লবির কাছে মাথা নুইয়েছেন?

এর মধ্যেই সোমবার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নয়া সংগঠন তৈরি হয়েছে। তবে, এই নয়া সংগঠনে তৃণমূলপন্থী বা দলের সংগঠন বলে উল্লেখ নেই। তবে, তৃণমূলপন্থী চিকিৎসকদের সিংহভাগই এই কমিটিতে রয়েছেন। ৪৪ জনের কমিটিতে রাজ্যের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজাকে সভাপতি এবং মানসরঞ্জন ভুঁইয়াকে উপদেষ্টা কমিটির সদস্য করা হয়েছে। কমিটিতে উত্তরবঙ্গ লবির প্রথম সারির মুখ সুশান্ত রায়, সুমন বিশ্বাস, কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপাঞ্জন হালদার সহ আরও অনেকেই সুযোগ পেয়েছেন। কমিটি ঘোষণা করতে গিয়ে সুশান্তর ছেলে সৌত্রিক রায়ের নামও শশী পাঁজা উল্লেখ করেছেন। নয়া কমিটিতে সুযোগ পাওয়া চিকিৎসকদের অনেকেই আবার রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলেরও পদাধিকারী। সহ সভাপতি পদে থাকা কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে থাকাকালীন প্রচুর অভিযোগ ওঠে। তাঁকে কলকাতায় বদলি করে দেওয়া হয়। তবে, তিনি এতটাই প্রভাবশালী যে কিছুদিনের মধ্যে ফের দিনহাটায় ফিরে আসেন। আরজি কর কাণ্ডের পরে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও ডাক্তারি পরীক্ষায় কারচুপির অভিযোগে ডাঃ রাজীব প্রসাদকে সুপারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগে বদলি করা হয়েছিল। এবার সেই রাজীবকেও সরকারপন্থী চিকিৎসক সংগঠনে পদ দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা এই সংগঠনে যোগ দিতে চাইলে তাঁদের নেওয়া হবে কি না প্রশ্ন করা হলে শশী বলেন, 'উন্নয়নে বিশ্বাস করলে অবশ্যই নেওয়া হবে। এই সংগঠনের প্রথম কার্যকরী সমিতির সভা হবে ৮ ফেব্রুয়ারি।'

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের সম্পাদক কৌশিক চাকি বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে সবাই সংগঠন করতে পারে। তবে, সেই সংগঠন সরকারের মুখ বাঁচাবে, নাকি অভয়ার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করবে, নাকি চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করবে, সেটা দেখতে হবে। এই সংগঠনের ওপরে মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।'

# পর্যটকদের জন্য আপাতত বন্ধ রাচেলা

পূর্ণেন্দু সরকার

**জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** টাইগার হিলের চেয়েও বেশি উচ্চতায় কালিম্পংয়ের নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের ভেতর রাচেলা ভিউপয়েন্টে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সবরকমের ব্যবস্থাই করে রেখেছিল বন দপ্তর। রাচেলা যাওয়ার সাড়ে তিন কিমি গভীর জঙ্গলপথের কাঁচা রাস্তার দু'ধারে ঝোপঝাড় কেটে রাস্তার দৃশ্যমানতাও বাড়ানো হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে রাচেলার খবর প্রকাশিত হতেই পর্যটকদের ভিড় বাড়ছিল। মোটামুটি ঠিক ছিল, ২৬ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাচেলা পিক খুলে দেওয়া হবে পর্যটকদের জন্য। কিন্তু বাদ সাধল সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জঙ্গলে প্রবেশের এন্ট্রি ফি পর্যটকদের জন্য তুলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে। এন্ট্রি ফি মকুবে পর্যটকদের ভিড়ের কারণে বন্যদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কায় গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ আপাতত বন্ধ রাখল রাচেলা ভিউপয়েন্ট।

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের নর্থ রেঞ্জের প্রবেশপথ দিয়ে রাচেলা, ছাঙ্গে ফলস ও চোদ্দো ফেরিতে ট্রেকিংয়ে যাওয়ার জন্য জঙ্গলপথই ভরসা। এক বনাধিকারিকের কথায়, ছাঙ্গে ফলস দেখতে গেলে পর্যটকদের সামান্য এন্ট্রি ফি নেওয়া হত। রাচেলার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সকলে রাচেলা যাওয়ার জন্যই ভিড় জমাতে থাকে। কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম, ডুয়ার্স বেড়াতে আসা পর্যটকরা এন্ট্রি ফি মকুব হওয়ায় ভিড় জমাতে শুরু করেছেন লাভার কাছে নেওড়াভ্যালির নর্থ রেঞ্জের প্রবেশ গেটে। কিন্তু রাচেলা ভিউপয়েন্ট চালু না হওয়ায় কার্যত হতাশ হয়েই পর্যটকদের ফিরে যেতে হচ্ছে। আপাতত রাচেলা ভিউপয়েন্ট চালু হচ্ছে না বলেই গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ সূত্রে খবর।

রাজ্যের মধ্যে একমাত্র নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান হচ্ছে 'ভার্জিন ফরেস্ট'। এখানে পর্যটকদের ভ্রমণ এমনকি ইকো পর্যটন পরিষেবাও চালু হয়নি। নেওড়াভ্যালির গহন অরণ্যে জীববৈচিত্র্য এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। বাঘ, ভাল্লুক, বাইসন, হরিণ সহ অনেক বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর বিচরণ এখানে। জঙ্গলে প্রবেশের পথটাই কোর এলাকার ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে এন্ট্রি ফি মকুব হওয়াতে পর্যটক ছাড়াও অন্য সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়বে। তাতেই স্থানীয় জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীর বিচরণ ও আবাসে প্রভাব পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'চোদ্দো ফেরি ট্রেকিং ছাড়া রাচেলা ভিউপয়েন্ট যাওয়ার অনুমতি দেওয়া নিয়ে এখন কিছুই ভাবা হয়নি। যা জানানোর রাজ্যের সম্মতি নিয়ে পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।'

রাচেলা ভিউপয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন।

**ভিড়ের জের**

মোটামুটি ঠিক ছিল, ২৬ জানুয়ারি থেকে রাচেলা পিক খুলে দেওয়া হবে

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জঙ্গলের এন্ট্রি ফি তুলে দেওয়ায় ভিড় বাড়ছে

ভিড়ের কারণে বন্যদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কায় আপাতত বন্ধ রাচেলা ভিউপয়েন্ট

# সামি ধোঁয়াশা নিয়েই আজ সিরিজে নজর

**ভারত** বনাম **ইংল্যান্ড**
**তৃতীয় টি২০ আজ**
**সময় :** সন্ধ্যা ৭টা,
**স্থান :** রাজকোট
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস ও হটস্টার

**রাজকোট, ২৭ জানুয়ারি :** ইডেন গার্ডেন্সে এসেছিল অনায়াস জয়। চেন্নাইয়ে রক্তচাপ বাড়িয়ে জয়তিলক আসে। সঙ্গে সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার স্বস্তিও।

মঙ্গলবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের তিন নম্বর টি২০। রাজকোটের নিরঞ্জন শা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সূর্যকুমার যাদবের ভারত জিতলেই সিরিজ জয় নিশ্চিত হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে বহু প্রশ্ন ও ধোঁয়াশায় ভরে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। প্রশ্ন এক, মহম্মদ সামি কি আদৌ ম্যাচ ফিট? তিনি দলের সঙ্গেই রয়েছেন। পুরোদমে অনুশীলনও করছেন। অথচ, প্রথম একাদশে সুযোগ পাচ্ছেন না। কেন? দলের অন্দরমহল থেকে কম্বিনেশনের কথা বারবার বলা হচ্ছে। কিন্তু সেই যুক্তিকে ভরসা করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। দুই, রাজকোটে কাল সিরিজের তিন নম্বর টি২০ ম্যাচে কতজন স্পিনার খেলাবে টিম ইন্ডিয়া? ইডেনে খেলেছিল তিন স্পিনার। চেন্নাইয়ে চার। রাজকোটে সংখ্যাটা কী হবে? তিন, ওপেনার অভিষেক শর্মা ও তিন নম্বর ব্যাটার তিলক ভার্মা বাদে টিম ইন্ডিয়ার কোনও ব্যাটারই ফর্মে নেই। হতে পারে প্রথম দুই ম্যাচে সমস্যা হয়নি। কিন্তু আচমকা জোফ্রা আর্চারদের সামনে বাকি ম্যাচগুলিতেও সমস্যা হবে না, এমন নিশ্চয়তা কোথায়?

অধিনায়ক জস বাটলার ও ব্রাইডন কার্স বাদে ইংল্যান্ডের কোনও ক্রিকেটারই ফর্মে নেই। শুধু তাই নয়, বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দরদের মন্থর ঘূর্ণি বাইশ গজে সামাল দেওয়ার মতো স্কিলের বড্ড অভাব রয়েছে ইংল্যান্ড ব্যাটিং লাইনে। কীভাবে এই সমস্যা মেটানো যাবে, বাটলার ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের জুটি প্রথম দুই ম্যাচে তার কোনও দিশা দিতে পারেননি। বাকি ম্যাচগুলিতেও পারবেন, এমনও নয়। তাছাড়া রাজকোটের নিরঞ্জন শা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইশ গজ বরাবরই মন্থর হয়। শুধু তাই নয়, স্পিনাররাও সাহায্য পেয়ে থাকেন। মঙ্গলবারও তেমন কিছু হলে সূর্যদের সিরিজ জিতে ফেলা নেহাতই সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও তার মধ্যেই আজ শেষ দুই টি২০ ম্যাচের মতোই ইংল্যান্ড তিন নম্বর টি২০ ম্যাচের জন্য তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। চমকপ্রদভাবে সেই দল অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ভারতীয় দলের প্রথম একাদশেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। যদিও আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক স্পষ্ট জানিয়েছেন, সামি ফিট। কিন্তু সামি মঙ্গলবার খেলবেন কি না, সেই ব্যাপারে খোলসা করেননি তিনি। আজ বিকেলে ভারতীয় দলের অনুশীলন শুরুর অন্তত আধ ঘণ্টা আগে ওপেনার সঞ্জু স্যামসন একাই হাজির হয়েছিলেন মাঠে। মাঠের ধারে সিমেন্টের পিচে প্লাস্টিক বলে থ্রোডাউন নেন তিনি। যদিও কেন সঞ্জুর এমন সিদ্ধান্ত, জানা যায়নি। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, কোচ গৌতম গম্ভীরের পরামর্শেই সঞ্জুর এমন একাকী অভিনব অনুশীলন। পরে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মূল নেটেও দীর্ঘসময় তিনি ব্যাটিং করেছেন। মনে করা হচ্ছে, আর্চার ও মার্ক উডের পেস ও বাউন্স সামলানোর জন্যই এমন অনুশীলন করেছেন ভারতীয় ওপেনার।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ হারের পর ভারতীয় ক্রিকেটমহলে এখন বিতর্কের অভাব নেই। কোচ গম্ভীরও প্রবল চাপে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কোচ গম্ভীরের ভাগ্যনির্ধারণ করবে। তার আগে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া ম্যাচ জয়ের পর সিরিজও জিততে পারলে কিছুটা হলেও অক্সিজেন পাবেন গম্ভীর।

*তৃতীয় টি২০ ম্যাচের প্রস্তুতিতে ফুরফুরে মেজাজে অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়ারা। রাজকোটে।*

**একনজরে**

- মঙ্গলবার আর দুটো উইকেট নিলেই টি২০ আন্তর্জাতিকে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ১০০ শিকার হয়ে যাবে অর্শদীপ সিংয়ের।
- চেন্নাইয়ে টি২০ আন্তর্জাতিকে আউট না হয়ে সর্বাধিক রান করার বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেছেন তিলক ভার্মা। শেষ ৪ ম্যাচে একবারও আউট না হয়ে তিনি ৩১৮ রান করেছেন।

# সামির ভাগ্য সূর্য-গম্ভীরের হাতে, বলছেন সীতাংশু

**রাজকোট, ২৭ জানুয়ারি :** মহম্মদ সামি পুরো ফিট। কিন্তু তাঁকে বল হাতে মাঠে কবে দেখা যাবে, তার কোনও উত্তর নেই তাঁর কাছে। কারণ, সামির প্রত্যাবর্তনের মূল সিদ্ধান্তটা নেবেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও কোচ গৌতম গম্ভীর।

মঙ্গলবার রাজকোটের নিরঞ্জন শা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের তিন নম্বর টি২০ ম্যাচ। সেই ম্যাচে কি সামিকে মাঠে দেখা যাবে? সামি কি ফিট? সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হওয়ার পরই ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাককে এমন প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছিল। জবাবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সামি ফিট। কবে সামিকে দেখা যাবে, তার জবাব দিতে পারেননি তিনি। বলেছেন, 'সামি পুরো ফিট। কিন্তু সামি আগামীকাল খেলবে কিনা, এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সেরা ব্যক্তি নই আমি। অধিনায়ক সূর্য ও কোচ গম্ভীর এব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন।'

ইডেন গার্ডেন্সে সামির প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ তৈরি ছিল। সেদিন তাঁর বল হাতে মাঠে ফেরা হয়নি। একই ঘটনা চেন্নাইয়েও ঘটেছিল। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, আগামীকাল রাজকোটেও সামির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কম। ব্যাটিং কোচ সীতাংশুর কথায়, 'সামিকে নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নিশ্চিতভাবেই বৃহত্তর ভাবনা, পরিকল্পনা রয়েছে। তবে সেই পরিকল্পনাটা কী, জানা নেই আমার।' একদিকে যখন সিরিজ জয়ের হাতছানির মধ্যে থাকা টিম ইন্ডিয়া আগামীকাল সিরিজের তিন নম্বর ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছে। তখন ইংল্যান্ড শেষ দুই ম্যাচের মতো আজও তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। বিকেলের দিকে ইংল্যান্ডের জোরে বোলার মার্ক উড সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে তাঁদের আগ্রাসী ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। ভারতীয় ব্যাটারদের সামনে জোফ্রা আর্চার, উডরা এখনও নিজেদের মেলে ধরতে ব্যর্থ। তবে তার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ দেখছেন না ইংরেজ পেসার। মার্কের কথায়, 'আমরা কোচ ব্রেন্ডনের আগ্রাসী ক্রিকেটের স্ট্র্যাটেজিই বজায় রাখব। তার জন্য অতিরিক্ত কিছু রান হলেও আমাদের সমস্যা নেই।'

*অনুশীলনের মাঝে চিন্তায় ইংল্যান্ডের জস বাটলার ও ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম।*

# মুহূর্ত উপভোগ করছেন সিনার

## ভাবতে চাইছেন না ডোপ শুনানি নিয়ে

**মেলবোর্ন, ২৭ জানুয়ারি :** তিনবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেললেন। তিনবারই চ্যাম্পিয়ন। টানা দ্বিতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সেরার মুকুট উঠল জানিক সিনারের মাথায়।

টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ থেকেই দুরন্ত ছন্দে ছিলেন সিনার। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল জেতেন স্ট্রেট সেটে। উলটোদিকে আলেকজান্ডার ভেরেভও এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যথেষ্ট দাপট দেখিয়েছেন। আর সর্বোপরি খাতায় কলমে লড়াইটা যেখানে এক বনাম দুইয়ের সেখানে হাড্ডাহাড্ডি ফাইনালই আশা করা হয়েছিল। কিন্তু কোথায় কী! রবিবার রড লেভার এরিনায় ইতালিয়ান তারকার সামনে একপ্রকার আত্মসমর্পণই করলেন ভেরেভ। ম্যাচে দ্বিতীয় সেটেই যা রাশ নিজের হাতে নেওয়ার সুযোগ পান জার্মান তারকা। এর বাইরে সিংহভাগ সময়ই এগিয়ে ছিলেন জানিক সিনার। ৬-৩, ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩।

পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন জেরেভ। কষ্টটা বুঝতে পারছিলেন সিনারও। তাই বোধহয় প্রতিপক্ষকে বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। ট্রফি হাতে নেওয়ার পরও শুরুতে ভেরেভের কথাই শোনা গেল তাঁর মুখে। সিনার বলেছেন, 'দিনটা তোমার জন্য কঠিন ছিল। টেনিসে তোমার দক্ষতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সকলে জানে তুমি কী অসাধারণ খেলোয়াড়। নিজের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিও না। কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাও। আমাদের সকলের বিশ্বাস তুমি খুব তাড়াতাড়ি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতবে।'

গত বছরে দুইটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতলেও সিনারের সময়টা খুব একটা ভালো যায়নি। ডোপিংয়ের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। গত ১৫ অগাস্ট আন্তর্জাতিক টেনিস ইন্টিগ্রিটি এজেন্সি তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করলেও বিতর্ক ইতালিয়ান তারকার পিছু ছাড়েনি। তাঁর নমুনায় নিষিদ্ধ ওষুধ পাওয়া সত্ত্বেও কেন নির্দোষ ঘোষণা করা হল তাই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ক্রীড়াবিদদের একাংশ। ঘটনা গড়িয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত পর্যন্ত। ১৬-১৭ এপ্রিল তারিখ শুনানি রয়েছে। ফলে ঘোর অনিশ্চয়তায় ভেসে রয়েছে সিনারের ভবিষ্যৎ। ইতালিয়ান তারকা অবশ্য তা নিয়ে ভাবছেন না। বলেছেন, 'শুনানির দিনটা জানি। এর বাইরে কিছু ভাবছি না। এখন মুহূর্তগুলো শুধু উপভোগ করছি।' এদিকে, খেতাব জয়ের পরের সকালেই শিরোপা হাতে মেলবোর্নের অ্যালবার্ট পার্ক লেকে গিয়েছিলেন সিনার। সেখানে ফটোশুটও করেন ট্রফির সঙ্গে।

*কেরিয়ারের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পর ট্রফিতে চুম্বন জানিক সিনারের।*

> দিনটা তোমার জন্য কঠিন ছিল। টেনিসে তোমার দক্ষতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সকলে জানে তুমি কী অসাধারণ খেলোয়াড়। নিজের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিও না। কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাও। আমাদের সকলের বিশ্বাস তুমি খুব তাড়াতাড়ি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতবে।
>
> -জানিক সিনার *(আলেকজান্ডার ভেরেভের উদ্দেশ্যে)*

## টানা দ্বিতীয়বার জিতে ইতিহাস মান্ধানার

# টেস্টের বর্ষসেরা নির্বাচিত বুমরাহ

**দুবাই, ২৭ জানুয়ারি :** ২০২৪ সালে ১৩ ম্যাচে ৭১ উইকেট। সঙ্গে মাথা ঘোরানো ১৪.৯২ বোলিং গড়। ফলে আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার হওয়ার ক্ষেত্রে জসপ্রীত বুমরাহ যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। প্রত্যাশামতোই দুই ইংরেজ জো রুট ও হ্যারি ব্রুককে টপকে বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার হলেন বুমরাহ। ২০১৮ সালে বিরাট কোহলির পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে বুমরাহ এই পুরস্কার পেলেন। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ৩২ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা হওয়া বুমরাহ পুরস্কার পাওয়ার পর বলেছেন, 'এই সম্মান পেয়ে আমি গর্বিত। টেস্ট ক্রিকেট সবসময় আমার কাছে খুব স্পেশাল। আমার এই পুরস্কার প্রাপ্তির পিছনে সতীর্থ, কোচিং টিম, ভক্তদের অবদান রয়েছে।'

বুমরাহর মুকুটে নতুন পালক যোগ হওয়ার দিনে অবশ্য তাঁর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণ নিয়ে নতুন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ব্যাক স্প্যাজম সারাতে এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ডে বিখ্যাত চিকিৎসক রোয়ান শাউটেনের অধীনে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার। কিন্তু বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, একমাত্র কোনও মিরাকল ঘটলেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবেন বুমরাহ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্রের দাবি, বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিম বুমরাহর বিষয়ে শাউটেনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। বোর্ডের প্রতিনিধিদের নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। বুমরাহর চোটের কথা মাথায় রেখে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য হর্ষিত রানা ও মহম্মদ সিরাজকে তৈরি রাখার পরিকল্পনা রয়েছে বোর্ডের।

এদিকে, দ্বিতীয়বার মহিলাদের বর্ষসেরা ওডিআই ক্রিকেটার হলেন স্মৃতি মান্ধানা। নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসের পর স্মৃতি দ্বিতীয় ক্রিকেটার যিনি দুইবার এই পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়লেন।

# র‍্যাশফোর্ডকে কটাক্ষ রুবেনের

**লন্ডন, ২৭ জানুয়ারি :** মার্কাস র‍্যাশফোর্ডকে কি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে আর দেখা যাবে? রুবেন অ্যামোরিম দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই দলে একদম ব্রাত্য হয়ে গিয়েছেন তিনি। রবিবার ফুলহাম ম্যাচেও দলে ছিলেন না। সব মিলিয়ে গত ডিসেম্বরে ভিক্টোরিয়া প্লেজানের বিরুদ্ধে ইউরোপা লিগের ম্যাচের পর থেকে র‍্যাশফোর্ডকে আর মাঠে নামতে দেখা যায়নি। এই নিয়ে অ্যামোরিমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'কোনও খেলোয়াড় যদি অনুশীলনে নিজের সেরাটা না দেয়, তাহলে আমি তাকে দলে রাখব না। তাদেরকেই দলে রেখেছি, যারা প্রতিদিনের অনুশীলনে নিজেদের উজাড় করে দেয়।' পরে র‍্যাশফোর্ডকে কটাক্ষ করে তিনি মন্তব্য করেন, 'প্রয়োজন পড়লে গোলকিপার কোচকে ম্যাচের দিন স্কোয়াডে রাখব, তবু নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না।'

এদিকে, র‍্যাশফোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগেই এই লাল ম্যাঞ্চেস্টার তারকা এসি মিলানে যোগ দিতে পারেন বলে শোনা গিয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী এই ইতালিয়ান ক্লাব চলতি মাসে একজন ইংলিশ ফুটবলারকে দলে নিতে পারবে। তারা ইতিমধ্যে কাইল ওয়াকারকে দলে নেওয়ায় র‍্যাশফোর্ডের মিলান যাওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে ঘনিষ্ঠ মহলে ইংলিশ তারকা জানিয়েছেন, কোচের সঙ্গে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। বরং তিনি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে থাকতে চান।

*ভাগ্য অনিশ্চিত মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের।*

**রনজি ট্রফির গ্রুপ 'সি'**
**(প্রথম চার দলের পয়েন্ট)**
হরিয়ানা ২৬ | কেরালা ২১
কর্ণাটক ১৯ | বাংলা ১৪

# ঋদ্ধিমানের শেষ ম্যাচ শুরু বৃহস্পতিবার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** রোগটা পরিচিত। সেই পরিচিত রোগের শিকার হয়ে রোগী এখন ভেন্টিলেশনে। সুস্থ হওয়ার কোনও ইঙ্গিত নেই। কিন্তু তারপরও আশায় বাঁচে চাষা!

আশা নিয়ে বেঁচে থাকা চাষা হল বাংলা ক্রিকেট দল। ব্যাটাররা নিয়ম করে ডোবাচ্ছেন, বোলাররা হতাশ করে চলেছেন। এভাবেই সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফির পর রনজিতে বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে অনুষ্টুপ মজুমদারদের। দুইদিন আগে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ২৮৩ রানে হারের লজ্জার রেশ এখনও প্রবলভাবে রয়েছে। সেই হারের মাধ্যমে রনজি ট্রফি অভিযানে কার্যত বিদায় হয়ে গিয়েছে বাংলার। বৃহস্পতিবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ নিয়মরক্ষার। সেই নিয়মরক্ষার ম্যাচের দুইটি ভিন্ন দিকও রয়েছে।

এক, বৃহস্পতিবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা পাঞ্জাব ম্যাচ ঋদ্ধিমান সাহার দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ। ফলে সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে বঙ্গ ক্রিকেট সংসারে আবেগের স্রোত বয়ে যাওয়ার অপেক্ষা। দুই, ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্টে থাকা বাংলা দল এখনও রনজির নকআউট পর্বে যেতে পারে। স্বপ্নপূরণের জন্য বাংলাকে তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি দলগুলির দিকে। পাশাপাশি প্রার্থনা করতে হবে, বিহার যেন শেষ ম্যাচে কেরলকে হারিয়ে দেয়। বাস্তবে যা অসম্ভব। আজ বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সম্ভাবনা কম হলেও অঙ্কের বিচারে এখনও একটা সুযোগ রয়েছে আমাদের। দেখা যাক কী হয় শেষ ম্যাচে। তাছাড়া পাঞ্জাব ম্যাচটা ঋদ্ধিমানের কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ। ফলে বাড়তি আবেগও হয়তো থাকবে সবার মধ্যেই।'

এদিকে, সোমবার রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছে গেল পাঞ্জাব দল। কিন্তু দলের সঙ্গে আসেননি গত ম্যাচের অধিনায়ক শুভমান গিল। ফলে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে খেলছেন না বলে খবর।

## বাংলার বিরুদ্ধে নেই শুভমান

> সম্ভাবনা কম হলেও অঙ্কের বিচারে এখনও একটা সুযোগ রয়েছে আমাদের। দেখা যাক কী হয় শেষ ম্যাচে। তাছাড়া পাঞ্জাব ম্যাচটা ঋদ্ধিমানের কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ। ফলে বাড়তি আবেগও হয়তো থাকবে সবার মধ্যেই।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

*কেরিয়ারের শেষ ম্যাচে নামার আগে স্ত্রী রোমির সঙ্গে লং ড্রাইভে বেরিয়েছেন ঋদ্ধিমান সাহা। ছবি : ইনস্টাগ্রাম*

# আজ দিল্লি দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু কোহলির

**নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি :** সমস্যাটা তাঁর জীবন ও দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারে নতুন নয়। অতীতেও অনিশ্চয়তার সরণিতে সমস্যায় পড়েছেন বিরাট কোহলি। ব্যর্থতার কানা গলি থেকে সাফল্যের সরণিতে ফিরেও এসেছেন।

এবারের ছবিটা ভিন্ন। কোহলির ব্যর্থতা বড় দীর্ঘ। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ও একই ভুল বারবার করেছেন তিনি। ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য শেষ কয়েকদিন ধরে মুম্বইয়ে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের কাছে ক্লাস করেছেন তিনি। চাকা লাগানো সিমেন্টের স্ল্যাবের উপর ১৬ গজ দূর থেকে থ্রোডাউন নিয়ে অফস্টাম্প লাইনে নিজের ভুল শুধরে নেওয়ার বিশেষ অনুশীলন করেছেন বিরাট। সেই অনুশীলন বাস্তবে কতটা সফল হল, বৃহস্পতিবার থেকে রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচ শুরু হলেই বোঝা যাবে। তার আগে আজ কোহলি মুম্বই থেকে দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। আগামীকাল থেকে দিল্লি রনজি দলের সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করছেন তিনি। বিকেলের দিকে দিল্লির কোচ শরণদীপ সিং আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'কোহলি আজ দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। আগামীকাল থেকে দিল্লি দলের সঙ্গে ওর অনুশীলন করার কথা। বিরাট কেমন ছন্দে রয়েছেন, মাঠে নামলেই বোঝা যাবে।' কোহলি কেমন ছন্দে রয়েছেন, সময় তার জবাব দেবে। ঘাড়ের চোট সারিয়ে বিরাট এখন ফিট। প্রায় ১৩ বছর পর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে চলা কোহলির সঙ্গে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন দিল্লি দলে তাঁর সতীর্থরা। রাজধানীর কোচ শরণদীপের কথায়, 'ম্যাচের ফল কী হবে, পরের কথা। তবে কোহলির সঙ্গে রনজি ট্রফি খেলার আবেগে ভাসছে দিল্লি দলের ক্রিকেটাররা। ওদের জন্য দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হতে চলেছে আগামী কয়েকদিন।' বিরাট দিল্লির হয়ে মাঠে নামলেও ঋষভ পন্থ অবশ্য রেলওয়েজ ম্যাচ খেলছেন না।

চোট সারিয়ে ফিট হয়ে বিরাটের মতোই বৃহস্পতিবার থেকে রনজি খেলতে চলেছেন লোকেশ রাহুলও। কর্ণাটকের হয়ে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলবেন রাহুল। কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার তরফে আজ এই খবর জানানো হয়েছে। চোটের কারণে পরিকল্পনা থাকলেও লোকেশ শেষ রনজি ম্যাচ খেলতে পারেননি। তবে মরশুমের শেষ ম্যাচটি তিনি খেলতে চলেছেন। একইভাবে সৌরাষ্ট্রের হয়ে অসমের বিরুদ্ধে আসন্ন রনজি ম্যাচে খেলবেন রবীন্দ্র জাদেজা। হায়দরাবাদের হয়ে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঠে নামতে চলেছেন টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজও। রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলরা অবশ্য শেষ রনজি ম্যাচে খেলছেন না।

## রনজি খেলবেন রাহুলও

শুভেচ্ছা
জন্মদিন
☺ Debjit Dutta : Happy Birthday to you. God bless you. Your Mother, Siliguri, Milanpally.

# সবার নীচে পাকিস্তান

**মুলতান, ২৭ জানুয়ারি :** ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ১২০ রানে হারল পাকিস্তান। ১৯৯০ সালের পর প্রথমবার ঘরের মাঠে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে পরাজিত হলেন বাবর আজমরা। এর ফলে চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সবার নীচে ৯ নম্বরে শেষ করল পাকিস্তান। ১৪ ম্যাচে ২৭.৯৮ পার্সেন্টেজ নিয়ে তাদের পয়েন্ট ৪৭। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের সামনে জেতার জন্য ২৫৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিলেন ক্রেগ ব্রেথওয়েটরা। সোমবার তৃতীয় দিনে ৪ উইকেটে ৭৬ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে পাকিস্তান। কিন্তু জোমেল ওয়ারিকানের (২৭/৫) স্পিনের ছোবলে ১৩৩ রানে গুটিয়ে যান বাবররা। বাবর (৩১) ও মহম্মদ রিজওয়ান (২৫) ছাড়া কেউ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেননি। এই টেস্ট জিতে দুই ম্যাচের সিরিজে ১-১ ব্যবধানে ড্র রাখল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

# যুব লিগে জয় মোহনবাগানের

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগে ৯-০ গোলে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটিকে হারাল মোহনবাগান। প্রেম হাঁসদা হ্যাটট্রিক সহ ৫ গোল করেন। বাগানের বাকি গোলগুলি করেন হাওকিপ, আদিত্য মণ্ডল, আলি হাসান খান ও প্রীতম গুইন।

অন্য ম্যাচে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির কাছে ৫-০ গোলে হারে ইস্টবেঙ্গল। তানবীর দে হ্যাটট্রিক করেন। বাকি দুই গোল ঠাকুরদাস হাঁসদা ও মোহিত মণ্ডলের। এদিকে, অ্যাডামাস ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে শেষ হয়।

# পাঁচ গোলে হার ভারতের

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** অনূর্ধ্ব-২০ চ্যালেঞ্জ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে জর্ডনের কাছে ৫-০ গোলে হারল ভারত। ওদে ফাকুরি জোড়া গোল করেন। বাকি গোল ইব্রাহিম সাবরা, ইউসুফ ও ওমর ঘোনার।

# ঘরে ফিরতেই জয়ের সরণিতে মোলিনার দল

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (লিস্টন)**
**বেঙ্গালুরু এফসি-০**

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** ঘরের মাঠে হার নেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। তাই এদিন ঘরে ফিরতেই জয়েও ফিরল হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল।

প্রায় ৯৫ মিনিট পর্যন্ত অবশ্য আতঙ্কেই কাটালেন সমর্থকরা। লিস্টন কোলাসোর একমাত্র গোল হল ৭৪ মিনিটে। তার আগে গোল না পারছিলেন না কেউ। বা বলা ভালো, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের পায়ে জমা করছিলেন। এতে খেলার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছিলেন আলবার্তো নগুয়েরা-সুনীল ছেত্রীরা। আসলে মোলিনাই ঠিক কথা বলেছেন। শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সহজ কথা নয়। তার থেকেও কঠিন লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রাখা। এই ম্যাচের আগে ৯ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল। ফলে বেঙ্গালুরু এফসি প্রায় এক নম্বরের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েই শুরু করে। এদিন তো তাদের হারের হ্যাটট্রিক হয়ে গেল। কিন্তু এফসি গোয়া যেভাবে তাড়া করে আসছে, তাতে চাপে সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। ফলে ২৮ মিনিটে প্রথম সুযোগ বেঙ্গালুরুরই। রায়ান উইলিয়ামসের বক্সের মধ্যে থেকে নেওয়া শট সঠিক জায়গা নেওয়া বিশাল কেইথের ধরতে অসুবিধা হয়নি। এরপর খানিকটা খোলস ছেড়ে বেরোতে দেখা গিয়েছে বাগানকে। অন্তত গোটা দুয়েক ভালো সুযোগ তৈরি করলেও অবশ্য গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং এক মিনিটের মধ্যে কোলাসোর শট গুরপ্রীত সিং সান্ধু বাঁচিয়ে দেন। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে অবশ্য সুনীলের বাইরে মারা অবিশ্বাস্য। নগুয়েরার থ্রুয়ের সময়ে কেটে যান টম অ্যালড্রেড। আগুয়ান সুনীলের গায়ে মনবীর সিং লেগে থাকার জন্যই হয়তো গোলের এক হাত দূর থেকে বাইরে মারেন আইএসএলের সর্বাধিক গোলস্কোরার।

গোলের পর গর্জন লিস্টন কোলাসোর। কলকাতায় সোমবার। ছবি : ডি মণ্ডল

খেয়ে যায় এই আতঙ্ক। আর গোলের পর সেটা ধরে রাখার দুশ্চিন্তা। তবু গত এক দশকের প্রবল প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি-কে ১-০ হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরে আসার পর অবশ্য লাগামছাড়া উচ্ছ্বাসই নজরে পড়ল। বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে মোহনবাগানের যে লড়াই ইতিমধ্যে ভারতীয় এল ক্লাসিকোর তকমা পেয়ে গিয়েছে।

পরপর দুই ম্যাচে ড্র করার জন্যই সম্ভবত মোহনবাগানের শুরুটা অসম্ভব এলোমেলো। আবার পুরোনো ছকে দল নামান মোলিনা। ফলে দলে একাধিক পরিবর্তন। তবু একটা বলও নিজেদের পায়ে জমাতে

৪৯ মিনিটে দীপক টাংরির হেড অবিশ্বাস্যভাবে ফিস্ট করে বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার পর কর্নার থেকে অ্যালড্রেড একটা দুর্বল চেষ্টা করেন। এরপর টানা বেঙ্গালুরুর আক্রমণ। চাপের মুখে ক্রমাগত কর্নার উপহার বাগান ডিফেন্সের। আসলে মোহনবাগানের সমস্যা এখন একটাই। অ্যাটাক লাইন প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে পারছে না। জামশেদপুর এফসি ম্যাচে তবু প্রচুর সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ থেকে সুযোগই তৈরি হচ্ছে না। জেমি ম্যাকলারেন ফর্মেই নেই। প্রায় ৪২ হাজার দর্শক ছিলেন এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। গোলটা হল তাই। নাহলে খেলার ধরনে তাঁদের মনোরঞ্জনে ব্যর্থ মোলিনাবাহিনী। বাগান কোচের সমস্যা হল, তিনি কিছুতেই দ্রুত পরিবর্তন করতে চান

> গোল করতে পারছিলাম না বলে সমালোচনা হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু এসব নিয়ে আমি ভাবি না। আমি নিজের কাজ করে যেতে চাই। আমার গোলে দল ৩ পয়েন্ট তুলতে পারায় আমি খুশি।
>
> **লিস্টন কোলাসো**

না। এদিন যদিও তিনি গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং লিস্টনের বদলি হিসাবে জেসন কামিংস ও আশিক কুরুনিয়ানকে নামানোর আগেই অবশ্য গোলটা হল। ৭৪ মিনিটে স্টুয়ার্টের তোলা বল রাহুল ভেকে ব্যাক হেড করতে গেলে চলে যায় বক্সের ঠিক বাইরে দাঁড়ানো লিস্টনের পায়ে। তিনি ওখান থেকে উঁচু ভলিতে হার মানান গুরপ্রীতকে। লিস্টন গোল করলেও ম্যাচের সেরা আপুইয়া। ৯৩ মিনিটে রায়ানের কর্নারে ভেকের হেড গোলে চলে গেলে অন্যরকম গল্প হয়ে যেত অবশ্য। সেটা হয়নি কপাল ভালো।

এদিন ১৮ ম্যাচ খেলে মোহনবাগান ৪০ পয়েন্ট নিয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে সাত পয়েন্টের পার্থক্য ধরে রাখল দ্বিতীয় স্থানে থাকা এফসি গোয়ার সঙ্গে।

**মোহনবাগান : বিশাল, দীপেন্দু অ্যালড্রেড, অ্যালবার্তো, শুভাশিস, মনবীর, টাংরি, আপুইয়া, লিস্টন (আশিক), স্টুয়ার্ট (কামিংস) ও ম্যাকলারেন (দিমিত্রিস)।**

# ভ্যালেন্সিয়াকে ৭ গোল বার্সার

**মাদ্রিদ, ২৭ জানুয়ারি :** লা লিগায় বার্সেলোনা শেষ জয় পেয়েছিল গত ডিসেম্বরের শুরুতে। তারপর টানা চার ম্যাচ জয়হীন হ্যান্সি ফ্লিকের দল। সেখান থেকে ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে দাপুটে প্রত্যাবর্তন রাফিনহাদের। রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ঘরের মাঠে তারা জিতল ৭-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে।

ম্যাচের প্রথমার্ধেই তাণ্ডব চালায় বার্সেলোনা। ১৫ মিনিটের মধ্যে ফ্রাঙ্কি ডি জং, ফেরান টোরেস ও রাফিনহার গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ২৪ মিনিট ও সংযোজিত সময়ের ৪ মিনিটে জোড়া গোল করেন ফেরমিন লোপেজ। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৬ মিনিটে ষষ্ঠ গোলটি করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। তার আগে ৫৯ মিনিটে অবশ্য ভ্যালেন্সিয়ার হয়ে একটি গোল শোধ করেন হুগো ডুরো। ৭৫ মিনিটে ভ্যালেন্সিয়ার সিজার তারেগা আত্মঘাতী গোল করেন। ম্যাচের পর কোচ বার্সা ফ্লিক বলেছেন, 'ছেলেদের মধ্যে গোল করার খিদে রয়েছে। তাই ম্যাচটা ২-০ বা ৩-০-তে শেষ হয়ে যায়নি। একটা দুর্দান্ত ম্যাচ হয়েছে।' এদিন ভ্যালেন্সিয়াকে ৭ গোল দেওয়ার সুবাদে ফ্লিকের অধীনে ১০০ গোল করে ফেলল বার্সেলোনা।

এদিকে, লা লিগার অন্য ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ ৩-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল ভায়াডোলিডকে। হ্যাটট্রিক করেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। এটি রিয়ালের জার্সিতে তাঁর প্রথম হ্যাটট্রিক। মরশুমের শুরু থেকে এমবাপের পারফরমেন্স নিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়েছে। তবে সবকিছুকে টপকে ধীরে ধীরে নিজের পুরোনো ছন্দে ফিরছেন তিনি। এই নিয়ে গত ৫ ম্যাচে ৮টি গোল করেছেন। রবিবার ম্যাচের পর এমবাপে বলেছেন, 'হ্যাটট্রিক করে খুব ভালো লাগছে। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে চাপে রাখতে এই জয়টা দরকার ছিল।' আপাতত ২১ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে রিয়াল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে বার্সেলোনা রয়েছে তৃতীয় স্থানে।

## এমবাপের হ্যাটট্রিকে জয় রিয়ালের

রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে প্রথম হ্যাটট্রিকের আনন্দে কিলিয়ান এমবাপে। ছবি : এএফপি

গোল করে উচ্ছ্বসিত বার্সেলোনার রাফিনহা।

# মাথা তুলে দাঁড়াবে দল : চেরনিশভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি :** মুম্বই সিটি এফসি-কে তাদেরই ঘরের মাঠে ৭০ মিনিট পর্যন্ত আটকে রেখেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তাল কাটে ৭২ মিনিটে, গৌরব বোরার আত্মঘাতী গোলে। বিপিন সিংয়ের দূরপাল্লার শট গৌরবের মাথায় লেগে জালে জড়িয়ে যায়। পরের দুটি গোল হল মিনিট দশেকের মধ্যেই। প্রথম গোলের মিনিট ছয়েক পর সাদা-কালো রক্ষণের জাল ছিঁড়ে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের শট জালে জড়িয়ে যায়। চেষ্টা করেও তা আটকাতে পারেননি গৌরব। ৮২ মিনিটে মুম্বইয়ের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন থায়ের ক্রৌমা।

মুম্বই সিটির মতো দলের কাছে হারটাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। জন টোরাল, ছাংতেদের আগ্রাসী ফুটবলের সামনে মাথানত করেননি কার্লোস ফ্রাঙ্কা, ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াকরা। চাপের মুখে মুহূর্তের জন্যও দমে যায়নি মহমেডান। ম্যাচ শেষে দলের প্রশংসা করে চেরনিশভ বলেছেন, 'কুড়ি মিনিটের পর ভালো খেলছিলাম আমরা। গোলের সুযোগও পেয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আবার খেলা থেকে হারিয়ে যায় দল। তবুও ছেলেদের প্রশংসাই করব।'

মহমেডানের পরের ম্যাচ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে। হাতে সময়ও কম। সাদা-কালো কোচ বলেছেন, 'এখনই মোহনবাগানকে নিয়ে ভাবছি না ঠিকই। তবে হার নিয়ে ভাবার মতো সময়ও নেই। আশা করি এই হারের পরও দল আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে।' এদিকে, মুম্বই থেকে ফেরার পর দলকে দুইদিন বিশ্রাম দিয়েছেন চেরনিশভ। বুধবার থেকে বাগান ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করবে মহমেডান।

পরামর্শ নিন
অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের থেকে
নিউরোলজি ক্লিনিক
Apollo HOSPITALS
ডঃ বিঘ্নেশ্বর রবিশঙ্কর
এমবিবিএস, এমআরসিএস (ইএনজি), ডিএনবি (জেনারেল সার্জেন) এমসিএইচ (নিউরোসার্জারি), এফএনএস (জাপান)
নিউরোসার্জেন পরামর্শদাতা
মূর্ছা যাওয়া, খিঁচুনি, মস্তিষ্কে টিউমার, সেরিব্রাল স্ট্রোক, পিঠে যন্ত্রণা, ঘাড়ে যন্ত্রণা, মুখমণ্ডলে যন্ত্রণা, পিঠের পেশি অনমনীয় হয়ে ওঠা এবং অন্যান্য নিউরোলজিকাল অসুবিধার জন্য পরামর্শ নিন।
তারিখ এবং সময়: রবিবার ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (সকাল ৮টা-দুপুর ১টা)
স্থান: অ্যাপোলো হসপিটালস (চেন্নাই) তথ্যপ্রদান কেন্দ্র
হলদিবাড়ি, নিউ মনোরমা ফার্মাসি
হলদিবাড়ি বাজার, (ট্রাফিক মোড়ের নিকট), পিন-৭৩৫১২২
অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং নিবন্ধীকরণের জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন :
৯৯৩২৯৯২৭০৭ / ৯৬১৪৮২৭৫২৫ / ৮০১৬৬৯৯০৯৩

# সুপার ফোরে বাঘা যতীন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে সুপার ফোরে উঠল বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। সোমবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তারা ৫ উইকেটে জিটিএসসি-কে হারিয়েছে। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট গ্রুপ 'এ' থেকে বাঘা যতীন সুপার ফোরে গেল। জিটিএস শেষ ম্যাচে নবোদয় সংঘকে হারিয়ে দিলে তারাও পরবর্তী রাউন্ডে চলে যাবে। আর তারা হেরে গেলে সুপার ফোরে খেলবে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ। গ্রুপ 'বি'-তে অগ্রগামী সংঘ শেষ ম্যাচে নবীন সংঘকে হারালে সুপার ফোর নিশ্চিত করবে। অন্যথায় রান রেটের ওপর নির্ভর করবে।

টসে হেরে এদিন জিটিএসসি ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৪ রান তোলে। মহম্মদ ফইজ আহমেদ ৮১ রান করেন। বিরাজ কৃষ্ণর অবদান ৪০। ম্যাচের সেরা করণ মাহাতো ২৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আশিস প্রসাদও (৩৮/২)। জবাবে বাঘা যতীন ৪০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০৫ রান তুলে নেয়। কিষান জয়সওয়াল ৫৮ ও করণ ৪৫ রান করেন। আকাশ পোদ্দার ৩৩ ও গৌরব অশোক জাঠাক ৩৮ রানে নেন ২ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।

ম্যাচের সেরা করণ মাহাতো।

# হারল অগ্রগামী সংঘ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** অগ্রগামী সংঘের বিজয় ভৌমিক, তাপস চক্রবর্তী ও সন্ধ্যা পাল ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম ম্যাচে আয়োজকরা ১৪৭ রানে হেরে গিয়েছে অনূর্ধ্ব-১৪ সিএবি একাদশের বিরুদ্ধে। সোমবার বসুন্ধরার মাঠে টসে হেরে সিএবি একাদশ ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৮১ রান করে। তিয়াস দাস ৬০ ও সন্মুখ সিং ৫৩ রান রেখে এসেছে। ম্যাচে সেরা সক্ষম সিনহা ২৩ বলে ৩৬ রানে অপরাজিত থাকে। দুইটি করে উইকেট নিয়েছে গৌরব দত্ত (৩২/২), সাহিল রাজা (৬৪/২) ও সায়ন সাহা (৬৪/২)। জবাবে অগ্রগামী ৩০ ওভারে অল আউট হয় ১৩৪ রানে। কৌশল আগরওয়াল ২৭ ও গৌরব দত্ত ২৩ রান করে। উৎসব শুক্লা ১৮ রানে নেয় ২ উইকেট। মঙ্গলবার দুইটি খেলা রয়েছে। বসুন্ধরার মাঠে খেলবে সিএবি একাদশ ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। ডিপিএস শিলিগুড়ির মাঠে অগ্রগামী মুখোমুখি হবে ঝাড়খণ্ডের অরুণোদয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির।

উত্তরের খেলা

# সুপার সিক্স শুরু আজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটের সুপার সিক্স চাঁদমণি মাঠে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হবে। প্রথম ম্যাচে খেলবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব। সুপার সিক্সের বাকি দলগুলি হল শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব, শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ, তরুণ তীর্থ ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব।

# চ্যাম্পিয়ন গোল্ডেন ক্লাব

**ডালখোলা, ২৭ জানুয়ারি :** ডালখোলা প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল গোল্ডেন ক্লাব। ফাইনালে তারা ৯১ রানে হারিয়েছে মিলনী সংঘকে। রবিবার ডালখোলা উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে গোল্ডেন ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২২০ রান করে। ৫৫ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন আখতার আলম। জবাবে মিলনী ১৭.৫ ওভারে ১২৯ রানে গুটিয়ে যায়। স্থানীয় বিধায়ক গৌতম পাল চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

# সেরা মেটেলি

**ময়নাগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি :** পানবাড়ি কালীবাড়ি কালচারাল ক্লাবের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেটেলি ব্লু স্যাফায়ার্স। ফাইনালে তারা ১০ উইকেটে হারিয়েছে জলপাইগুড়ির অটল ওয়ারিয়র্সকে। প্রথমে অটল ১৬ ওভারে ৬ উইকেটে ২০২ রান করে। অন্ত বসুর অবদান ৫৯ রান। গৌরব বল ৫১ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে মেটেলি বিনা উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ১১২ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন রাজ কুমাল।